www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

কে ঈমানদার?

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

শামসুল আরেফিন, সিরাজুস সালেকিন,
মোহিব্বুল ফোক্কারা, কুতুবুল আসার,
শ্যায়খোনা ও মুরশিদোনা পীরে তারিক্কাত
হযরত মওলানা শাহ সুফী আবুতাহির
মহম্মদ ওলিউল্লাহ আল-ক্বাদেরী বাগ্‌দাদী
পটাশপুরী (রাঃ আঃ)
- প্রণীত -

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

শামসুল আরেফিন, সিরাজুস সালেকিন,
মোহিব্বুল ফোক্বারা, কুতুবুল আসার
শ্যায়খোনা ও মুরশিদোনা পীরে তারিক্বাত
হযরত মওলানা শাহ সুফী আবুতাহির
মহম্মদ ওলিউল্লাহ্ আল-ক্বাদেরী বাগ্দাদী
পটাশপুরী (রাঃ আঃ)

– প্রণীত –

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকাশক ঃ
মওলানা শাহ সুফি আবুনাসার মহম্মদ ফজলুর রহমান কাদেরী
গদ্দিনশীন, খানকাহ - এ- আলিয়া কাদেরীয়া ত্বাহেরিয়া, পটাশপুর,
পূর্ব মেদিনীপুর।
দূরভাষ ঃ ০৯০৫১৭১৭৭৪২/০৯৯৩২৮৭৩২৩৬

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান ঃ
মহঃ জৈনুদ্দিন মল্লিক কাদেরী
সাং-ইসলামপুর, পোষ্ট-দাড়রা, থানা-ডেবরা
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, দূরভাষ ঃ ০৯৭৩৫৩৬৪৮৯৬

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
তাং ২৪শা মাঘ, ১৩৮৮ সাল (১১ই রবিউস শানী ১৪০১ হিজরী)

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
৭ই আশ্বিন ১৪২০ সাল
২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ (১৮ই জ্বিলকদ ১৪৩৪)

মূল্য ঃ সত্তর টাকা মাত্র।

প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুরশীদের খিদমতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচীপত্র ঃ

১। নাত শরীফ।
২। গুযারিশ।
৩। নিবেদন।
৪। লেখকের পরিচিতি।
৫। নজদী ফির্‌কা। ১
৬। সত্য সংবাদদাতার ভবিষ্যৎ বাণী। ৩
৭। নজদী ফির্‌কা নজদ্ প্রদেশ হইতে বাহির হইবে। ৬
৮। নজদী ফির্‌কা বনী তমীমের কবীলা হইতে বাহির হইবে। ৭
৯। অলৌকিক ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা প্রকাশ। ১১
১০। নজদী ফির্‌কা এখনও মৌজুদ আছে। ১১
১১। কতিপয় নজদী ফির্‌কার শ্রেণি বিভাগ সম্বন্ধে বর্ণনা। ১২
১২। ওয়াহাবীয়া ফির্‌কা। ১৩
১৩। নজদীয়া দলের পরিচয়। ১৪
ক) তাহারা কোরআন পাঠ করিবে কিন্তু কোরআন তাহাদের হলক্ হইতে নিম্নে নামিবে না। ১৫
খ) তাহারা হাদিস শুনাইবে কিন্তু ইসলাম হইতে খারিজ হইবে। ১৬
গ) তাহারা কোরআনী তব্‌লীগের দাবী করা সত্ত্বেও রসুলের উম্মত হইতে খারিজ হইবে। ১৭
ঘ) তাহারা মস্তক মুণ্ডন করাইবে। ১৮
ঙ) তাহারা মুসলমানদিগকে কতল করিবে। ১৯
১৪। কেতাবুৎ তাওহীদের কয়েকটি উদ্ধৃতি। ২২
১৫। হিন্দুস্থানে ওয়াহাবীয়াতের প্রাদুর্ভাব। ৩০
১৬। ক) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের 'ইল্‌মে গায়েব্' সম্বন্ধে থান্‌বী সাহেবের আল্লাহ'র উপর কারদানি। ৩১
খ) থান্‌বী সাহেবের নিজের নামে কল্‌মা ও দরুদ্ পাঠের দ্বারা নূতন ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ। ৪০
গ) থান্‌বী সাহেবের নিজেকে ওয়াহাবী বলিয়া স্বীকারোক্তি। ৪১
১৭। ক) গাঙ্গোহী সাহেবের ফাৎওয়া মোতাবেক থান্‌বী সাহেব মুশরেক্। ৪২
খ) গাঙ্গোহী সাহেবের মতে অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা শির্ক। ৪৩
গ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম দেওবন্দীদের নিকট দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র। ৪৬
ঘ) গাঙ্গোহী ও আম্বেঠবী সাহেবদ্বয়ের নিকট শয়তান, আল্লাহ্ তাআলার সমকক্ষ। ৪৭
ঙ) গাঙ্গোহী নিজেই "রাহ্‌মাতুল্লিল্ আলামিন্" উপাধি গ্রহণ করিলেন। ৪৯
চ) মীলাদ শরীফের প্রতি গাঙ্গোহী সাহেবের গাত্র-জ্বালা। ৫০
ছ) গাঙ্গোহী সাহেবের নিকট ইমাম সাহেবের নেয়াজের শরবত ইত্যাদি হারাম কিন্তু হিন্দুগণের হোলী ও দেওয়ালির পুরি কচুরি জায়েয ও বিশেষ লোভনীয়। ৫৩
জ) দেওবন্দীগণের আল্লাহ্'র উপর মিথ্যা বলার কলঙ্ক আরোপ। ৫৪
১৮। ক) দেওবান্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা নানুতবী সাহেবের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে 'খাতামান্ নাবীয়ীন' বলিতে অস্বীকার করিয়া আল্লাহ্ তাআলার উপর পরোক্ষভাবে মূর্খের ফাতওয়া আরোপ। ৫৫
খ) নবী'র এবাদতের প্রতি নানুতবীর তাচ্ছিল্যতা। ৫৭
১৯। ক) পুলসেরাতের ব্যাপারে হোসেন আলীর আজ্‌গুবি কিস্যা। ৫৮
খ) দেওবন্দীদের মতে আল্লাহ্ তাআলা 'আলেমুল্ গায়েব্' নহেন। ৫৯
২০। ক) দেওবন্দীগণের ইমাম মৌলবী ইস্‌মাইল সাহেবের নিকট হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম দেওবন্দীগণের সমতুল্য। ৫৯

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খ) দেওবন্দী পেশওয়া মৌলবী ইস্‌মাইলের নিকট নমাযে হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ও সাল্লামের খেয়াল, গরু গাধার খেয়াল হইতে নিকৃষ্টতর বরং শির্ক। ৬০
২১। উত্তরপ্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক মোকর্দ্দমা। ৬২
২২। ম্যাজিস্ট্রেটের রায়। ৬৬
২৩। সেসন জজের রায়। ৬৮
২৪। কয়েকজন বঙ্গবিখ্যাত পীরের ওয়াহাবীগণের সহিত সৌহার্দ। ৭১
২৫। বিখ্যাত ওয়াহাবী নেতা মৌলবী মুরতাজা দারভাঙ্গীর সিদ্ধান্ত। ৭৩
২৬। গাঙ্গোহী সাহেবের ওয়াহাবীয়াৎ অবলম্বন। ৭৫
২৭। গাঙ্গোহী সাহেবের মতে 'তাক্‌বিয়াতুল ইমান' গ্রন্থখানি আল্লাহ্ তাআলার কোরআন পাক হইতেও শ্রেষ্ঠ। ৭৮
২৮। ওয়াহাবীগণের দ্বারা সংগৃহীত 'মুশরেক' ও 'কাফেরের' তালিকা। ৭৯
২৯। ওয়াহাবীগণকে চিনিবার সহজ উপায়। ৮১
৩০। মুনাফিক কে? ৮২
৩১। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি বেয়াদবির জন্য আল্লাহ্ তাআলার গজব। ৮৫
৩২। যাঁহারা হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ও সাল্লামকে আদব করেন তাঁহাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সুসংবাদ। ৯০
৩৩। যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহ আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি বেয়াদবি ও গুসতাখি করে তাহারা কাফের ও তাহাদের উপর কতলের হুকুম। ৯১
৩৪। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ও সাল্লামের তাওহীনকারীর উপর দরবারে রোসালত্ হইতে কতলের নির্দেশ। ৯৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

৩৫। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মহব্বৎ ও তাযিম ব্যতিরেকে কোন এবাদত্‌ই ফলদায়ক নহে। ৯৫
৩৬। যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের খর্বতা করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ তাআলার কাফের বলিয়াছেন। ৯৯
৩৭। ইমানদার কাহারা? ১০০
ক) যাহারা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে মহব্বৎ করে না তাহাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা। ১০০
খ) রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে স্মরণ করিলে আল্লাহ্ তাআলাকেই স্মরণ করা হয়। ১০১
গ) বেইমান ও ইমানদারের পরিচয়। ১০২
৩৮। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অনুসরণের তরীকা। ১০৪
৩৯। হুযুরে আকরম সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসময়ে বিদ্যমান ও বিরাজমান। ১০৭
৪০। আযাযীল মর্‌দুদ্ হইল কেন? ১০৮
৪১। ইমানের পরীক্ষা। ১০৯
৪২। বেইমানদিগের সহিত সম্পর্ক বর্জনের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের ফরমান ১১২
৪৩। বেলাদৎ শরীফ। ১১৪
৪৪। দরুদ ও সালাম বওক্তে কেয়াম। ১১৬
৪৫। পরিচিতি ১২০
৪৬। পুস্তকখানি সম্পর্কে পীরানে ত্বরীকত্, ওলামায়ে হাক্কানি ও সুফিয়ে কেরামদের মন্তব্য। ১২৬

— x —

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জো নামে মোহাম্মদ প্য কোরবাঁ নহীঁ হ্যায়
খোদাকী ক্যসম্ ওহ্ মুসল্মাঁ নহীঁ হ্যায়।
জো মুন্কির্ হ্যায়, তাযীম্ মহ্বুবে হক্কা
ওহ্ মর্দুদ্ ক্যা মিস্লে শয়্তাঁ নহীঁ হ্যায়?
না জো দে সকে জান, ইশক্কে নবী মেঁ,
মোকাম্মল্ কাভী উস্কা ইমাঁ নহীঁ হ্যায়।
জো নামে মোহম্মদ প্য সর্ দে দে হাঁস্ কর্,
ওহ্ ক্যা ফখ্রে গঞ্জে শহীদাঁ নহীঁ হ্যায়?
হো তুম নাখোদা ছোড় দী তুম্ প্য ক্যশ্তী,
হ্যায় তুফাঁ মগর্ খাওফে তুফাঁ নহীঁ হ্যায়।
নমায্ আওর্ রোযা উন্হী কা হ্যায় স্যদ্কা,
উনহী কা দিয়া ক্যা এহ, কোরআঁ নহী হ্যায়?
জো র্যব সে মিলাদে ওহ, মুহসিন, হ্যায় ক্যয়সা
উস্ এহ্সান সা কোঈ এহসাঁ নহীঁ হ্যায়।
জো আয়্সে করীম আওর্ মুহ্সিন্ কো ভুলে,
মুসলমান তো ক্যা ওহ, ইনসাঁ নহীঁ হ্যায়।
সানায়ে প্যয়ম্বর সে চিঢ় জানে ওয়ালো,
খোদা ক্যা উন্হীঁকা সানাখাঁ নহীঁ হ্যায়?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গুযারিশ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা, তাঁহার সর্বোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নূরের দ্বারা কুল মুখ্লুকাত সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নূর হইতেই আরশ্, লওহ, কালাম, আস্মান, যমীন, জিন, ইন্সান, মালায়েক্, খেচর, ভূচর, জলচর, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারকা প্রভৃতি আঠারো হাজার মখ্লুকাত্ সৃষ্টি হইয়াছে।

আমেনা মায়ের নয়নের মণি, আরবের দুলাল, সাহারার ফুল, মরু ভাস্কর হুযুরে আক্রম্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতেছেন "সেরাজুম মুনীরা।" তাঁহারই নূরের ঝর্ণাধারায় সারা জাহান দীপ্ত, উজ্জ্বল, ভাস্বর, জ্যোর্তিময়। তাঁহারাই বর্কতে আল্লাহ্'র বান্দারা পায় নেয়ামতের সন্ধান, অন্ধ পায় আলো, পথভ্রষ্ট পায় পথ, তৃষ্ণাতুর পায় পানী, অন্নহারা পায় অন্ন, ভিক্ষার্থী পায় ভিক্ষা, আশেক পায় মাশুক, জ্ঞান সন্ধানী পায় জ্ঞানের সন্ধান; তাঁহারই ওসিলায় খোদা-প্রেমিক পায় "সেরাতুল মুসতাকীম্।" তিনি হইতেছেন ন্যায় ও সত্যের দিশারী, সাম্য ঐক্য ও উদারতার বার্তাবাহক শান্তির অগ্রদূত, নবজাগরণের পথিকৃত। আবার ভীষণ হাশরের ময়দানে তিনিই রক্ষক, শেষ বিচারের দিনে তিনি শাফাআৎকারী, এক কথায় তিনি হইতেছেন "রাহ্মাতুল্লীল্ আলামীন।"

কবি বলিয়াছেন ঃ-

'নবী না হ'য়ে দুনিয়ার — না' হ'য়ে ফিরিশ্তা খোদার
হ'য়েছি উম্মত্ তোমার — তার তরে শোকর হাজার বার।'

আমরা বারগাহে এলাহীতে বারবার শুক্রানা প্রেরণ করিতেছি এই কারণে যে, আমরা এমন একজন নবীর উম্মৎ হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি যিনি ছিলেন সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। যাঁহার নূরের তাজাল্লিয়াতে মুসা আলায়হিস সালাম বেহুঁশ হইয়াছিলেন, যাঁহার উম্মত্ হইবার জন্য ঈসা আলায়হিস্ সালাম লালায়িত। যাঁহার জন্য আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁহার ফেরেশ্তাগণ সর্বদা দরুদ্ পাঠ করিতেছেন, যাঁহার পদস্পর্শে আরশে মোআল্লার সম্মান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যাঁহার হকীকৎ আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কেহই অবগত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নহেন, যাঁহাকে সম্মান প্রর্দশন না করিবার জন্য আল্লাহ্ পাক আযাযীলের উপর লা'নতের তাওক চাপাইয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার শানে বেয়াদবি করিবার জন্য আবুলহাবের উপর গযব্ নাযিল হইয়াছিল, যাঁহার উপর মহাসত্য বহনকারী মহান গ্রন্থ ক্বোর্আন শরীফ নাযিল হইয়াছিল, যিনি প্রচার করিয়াছিলেন ন্যায় ও সত্যের ললিত বাণী বহনকারী ধর্ম "ইসলাম।"।

আমরা এই মহান ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছি, ইহার জন্য আমরা গর্বিত। কিন্তু যে ন্যায়নীতি ও সত্যের উপর ইসলামের ভিত্তি রচিত, উহার প্রতি কিছু সংখ্যক ভণ্ডতপস্বী মুসলমান নামধারী শয়তান চরম আঘাত হানিতেছে। এমন কী মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলা এবং তাঁহার চরম সত্যের ধারক ও বাহক আহ্মাদে মুজ্তাবা মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি অবমাননাকর এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। ইহারা ইসলামের কলঙ্ক, আল্লাহ্'র অভিশপ্ত, মহান সত্যদাতা রসুলের উম্মত্ হওয়ায় অযোগ্য, পথভ্রষ্ট নরাধম। ইহাদের কবল হইতে পবিত্র আরবভূমিও মুক্ত নয়, যাহাদের সম্বন্ধে রসূলপাক পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহারা ওয়াহাবী সম্প্রদায় নামে পরিচিত, যাহাদের পথপ্রদর্শক ছিল নজদবাসী খারেজী শ্রেষ্ঠ মহম্মদ ইব্নে আবদুল ওয়াহ্হাব্। ইহাদের ধর্মীয় মতাবাদের মূলকথা হইতেছে আল্লাহ'র রসূলের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ অসভ্য ব্যবহার এবং বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি চরম দুর্ব্যবহারপূর্বক তাঁহাদের আদেশ উপদেশকে অবহেলা করা।

উক্ত ধর্মবিরোধী মতবাদকে মূলধন করিয়া ভারতের বুকে এক শ্রেণীর ধর্মদ্রোহী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে সাধারণ মুলমানদের সরল অন্তরে উক্ত ভ্রমপূর্ণ মতাবাদকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে লোক দেখানো বিরোধিতা প্রদর্শন করিলেও তাহাদের উদ্দেশ্য ঐ ওয়াহাবী মতবাদকে প্রচার করিয়া সাধারণ মুসলমানের ইমান লুণ্ঠন পূর্বক তাহাদিগকে দোযখে প্রবেশ করাইবার পথ প্রশস্ত করা।

এক্ষণে উক্ত ভণ্ডামী ধোঁকাবাজ এবং ইমান লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ও আসল সত্যকে সকলের সমক্ষে উপস্থাপন করিবার জন্যই আমাদের সংগ্রাম। একটি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লোকও যাহাতে ভণ্ডামী ও ধোঁকাবাজীর শিকার হইয়া পথভ্রষ্ট না হয় সেইজন্যই আমাদের আপ্রান চেষ্টা। মোজাহেদের বজ্রমুষ্ঠিতে যালিমের চক্র ভেদ করিয়া অন্যায়ের মস্তক চূর্ণ করতঃ ইমানদারদের শুনাইতে হইবে তাওহীদের অমৃতবাণী।

কিছুদিন পূর্বে হাওড়া জেলার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি 'ওয়াহাবী কাহাকে বলে' এবং এই সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। আমিও তাঁহাদের অনুরোধে স্বীকৃত হই। কিন্তু শারিরীক অসুস্থতা এবং অন্যান্য বহু কারণে পুস্তক্ রচনায় দেরী হইতে থাকে। উক্ত হাওড়া জেলার পানিয়াড়া গ্রাম নিবাসী জনাব গোলাম মহম্মদ ইয়াসীন খাঁন সাহেব এবং বিকি হাকোলা গ্রাম নিবাসী নবীন হক সাহেবের বার বার তাগিদায় এবং পীড়াপীড়িতে আমি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পুস্তকটি সমাপ্ত করিতে সক্ষম হই। এঁরা আমার মুরিদান। এঁদের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করিতেছি।

আমি কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কিংবা কাহারও উপর ব্যক্তিগত আক্রোশ সাধন অথবা কোন প্রকার নাফ্সানীয়াতের বশবর্ত্তী হইয়া পুস্তকটি রচনা করি নাই। করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা, তাঁহার পেয়ারা রসূল ও তাঁহার বুর্জুগানে দ্বীনের মহিমা প্রচার এবং যাহা ন্যায়, সত্য, সুন্দর ও চিরভাস্বর তাহাই সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরাই আমার পুস্তক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পাঁশকুড়া নিবাসী বিখ্যাতআলেম মওলানা সৈয়দ মুহম্মদ মুহসিন আল্ হুসইনী, চেরাগে বাংগাল এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্ন ও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া একটি সুদীর্ঘ, হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য প্রকাশ করেন যাহা পুস্তকের পরিশেষে 'পরিচিতি' নামক অধ্যায়ে সংযোজিত হইয়াছে। ইহার জন্য মওলানা সাহেবের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

–আরজগুজার–

গ্রন্থকার

মাওলানা শাহ আবুতাহির মহম্মদওলিউল্লাহ আলক্বাদেরী

পটাশপুর, মেদিনীপুর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঃ নিবেদন ঃ

আমার চাচাজান পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা শাহ আবুত্বাহির মহঃওলিউল্লাহ আলক্বাদেরী (রা:আ:) কর্তৃক প্রণীত "কে ইমানদার?" পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ ১৩৮১ সালের ভাদ্র (১৫ই শা'বান, ১৩৯৪ হি:) এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ২৪শা মাঘ ১৩৮৮ (১১ই রবিউল সানী ১৪০০ হি:) সালে প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে পুস্তকখানি চাহিয়া বিভিন্ন জায়গা হইতে অনুরোধ আসিতে থাকায় এবং প্রয়োজনমত দিতে না পারিবার কারণে এক ধর্মীয় অপরাধবোধ পীড়া দিতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় কয়েক বৎসরের মূল্যবান সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। আযিযাম আবুযার মহঃ ফায়জুর রহমান আলক্বাদেরী (এম.এ., বি.এড., এল.এল.বি.) তাহার কর্মজীবনের অতিব্যস্ততা সত্ত্বেও এই মূল্যবান পুস্তকখানি প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করায় বিভিন্ন প্রান্তের সরলপ্রাণ সুন্নি মুসলমানদের ঐকান্তিক অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হইল। আযিযাম আবুযার সাল্লামাহু আমার একমাত্র পুত্র। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আযরে আযীম প্রদান করুন। আমীন। কোনরূপ ব্যক্তিগত আক্রোশ বা হিংসার দ্বারা পরিচালিত না হইয়া কেবল সরলমতি মুসলমান ভাইদের সঠিক পথের দিশা দেওয়ার কর্তব্য পালন করিতে এই প্রচেষ্টা, আল্লাহ তায়ালা, তাঁহার পেয়ারা মাহবুব সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের মহিমা প্রচার এবং যাহা ন্যায়, সত্য ও চির ভাস্বর তাহা সর্ব্বসমক্ষে তুলিয়া ধরাই একমাত্র উদ্দেশ্য। পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশনার সহিত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপণ করি। সর্ব্বোপরি যাহাদের হেদায়েত তথা সৎপথ প্রাপ্তির জন্য এই প্রচেষ্টা তাহারা এর মাধ্যমে নিজেদের ইমান আক্বিদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করিব। শত প্রচেষ্টাতেও যে ভুল-ত্রুটি সংশোধন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সম্ভব হইল না তাহার জন্য আপনাদের ক্ষমাসুন্দর মননের প্রত্যাশী। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হাবিবের সাদকায় তওফিক্ প্রদান করুন।

বিনীত

খাদেমুল কওম

মাওলানা শাহ আবুনসর মহঃ ফজলুর রহমান আল-ক্বাদেরী।
গদ্দিনশীন, খানকাহ-এ-আলিয়া ক্বাদেরীয়া ত্বাহেরীয়া, পটাশপুর,
পূর্ব-মেদিনীপুর।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লেখকের পরিচিতি

"কিঁউ ওলিউল্লাহ আজ গালি শুনি হ্যায়,
উঠ্ মেরে ধুম মাচানে ওয়ালে।"

জন্ম ৫ই রবিউল আউয়াল ১৩৩৭ হিজরি মোতাবেক বাং ২৪শা অগ্রহায়ণ ১৩২৫ সাল। তিনি বালা শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহার আব্বাজান হযরত মওলানা শাহ্ সুফি আনিসুর রহমান আহ্মদ ক্বাদরী (রাঃ আঃ) 'র নিকট হইতে। এরপর ফুরফুরা মাদ্রাসায় ও পরবর্তীতে বর্ত্তমান বাংলাদেশের সিরাজ গঞ্জস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে মহাবিদ্যালয়ে অধ্যায়ন সমাপ্ত করেন। প্রথম কর্মজীবন আরম্ভ হয় স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে। শিক্ষকের ভূমিকায় তৃপ্তি না আসায় তিনি নিজ জীবন কওমের খিদ্মতে উৎসর্গ করেন। এই সময় মারফত তত্ত্ব জ্ঞান পিপাসায় তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই অবস্থায় তাঁহার আব্বাজানের নির্দ্দেশ মত তিনি বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলাস্থিত আমঝর শরিফে গমন করেন। উদ্দেশ্য হজরত গওস পাকের বংশধর সৈয়েদুল হিন্দ হযরত আমির মহম্মদ ক্বাদেরী (রাঃ আঃ)র সিলিসিলায় তৎকালিন গদ্দিনশীন মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আব্দুর রায্যাক ক্বাদেরী (রাঃ আঃ)র নিকট হইতে বাইয়াত হইয়া মারফত তত্ত্ব অর্জন করা। কিন্তু, সেখানেও এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তিনি আমঝার শরিফে পৌঁছাইবার পর দেখিলেন, গদ্দিনশীন ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ কেহই খান্কাহ শরিফে সেইদিন উপস্থিত নেই। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে তিনি সৈয়েদনা পাকের মাঝার শরিফে নিজ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। রাত্রে স্বপ্নে সৈয়েদনা পাক তাঁহাকে জানাইলেন যে, তিনি যেন তৎকালিন গদ্দিনশীনের মেজ ভ্রাতা হযরত মওলানা শাহ সুফি হাফিজ ও ক্বারী সৈয়দ বদিউদ্দিন আহমদ ক্বাদেরী (রাঃ আঃ)র নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। অপর দিকে হযরত মওলানা শাহ সুফি হাফিজ ও ক্বারী সৈয়দ বদিউদ্দিন আহ্মদ্ ক্বাদেরী (রাঃ আঃ) কেও সৈয়েদনা পাক স্বপ্নে পটাশপুর শরিফ হইতে আগত মওলানা শাহ সুফি আবূতাহির মহম্মদ ওলিউল্লাহ (রাঃ আঃ)র আগমন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত করেন ও বাটীতে ফিরিয়া তাঁহাকে বাইয়াত করিবার নির্দেশ দেন। পরিদিন হযরত মৌলানা শাহ সুফি হাফিজ ও ক্বারী সৈয়দ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বদিউদ্দিন আহম্মদ ক্বাদেরী (রা.আ.) আমঝর শরীফে প্রত্যাগমন পূর্বক সৈয়েদনা পাকের নির্দেশমত তাঁহাকে বাইয়াত করেন। এরপর অতি শীঘ্রই তিনি "ইল্ম মারফতে" বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন ও পীর ও মুর্শিদের হৃদয় জয় করেন। তাঁহার পীর ও মুর্শিদ তাঁহাকে উপযুক্ত মনে করিয়া নিজস্ব সমূহ নেয়ামত, খেলাফত ও জানাশিনী (১৫ই সওয়াল ১৩৬৭) হিজরি প্রদান করেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এযাবৎ নিজস্ব খানদানের বাহিরের কোন ব্যক্তিকে খেলাফত দেওয়ার নির্দ্দেশ সৈয়েদনা পাকের ছিল না। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি সৈয়েদনা পাকের নির্দেশ মতো সর্ব্বপ্রথম এই নেয়ামত হাসিল করিবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। অপরদিকে নিজের খানদানের গদ্দিও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। এইখানে তাঁহার বংশ পরিচয়ের কথা একটু বলা প্রয়োজন। এই খানদান হুযুর রসুলে করিম সাল্লালাহু আলায়হে ও সাল্লামের যামানায় তাঁহার আসহাবে সুফফার মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ আঃ)র বংশের হযরত আব্দুননবী দরবেশ বুতসেকেন্দ বাগদাদী সুম্মাল পটাশপুরী হইতে জারি। মোঘল বাদশাহ হযরত মওলানা শাহ্ ঔরঙ্গজেব (রাঃ আঃ) হযরত আব্দুননবী দরবেশ বুতসেকেন্দ বাগদাদী, পটাশপুরী (রাঃ আঃ) কে পটাশপুরের শাহী এমামত্ ও খেতাবত্ প্রদান করেন। এই শাহী এমামত ও খেতাবত তখন হইতে মোঘল বাদশাহ হযরত মওলানা শাহ ঔরঙ্গজেব (রাঃ আঃ)'র ফরমান অনুসারে বংশ পরম্পরায় আজও জারি রহিয়াছে। হযরত মওলানা শাহ সুফি আবুত্বাহির মহম্মদ ওলিউল্লাহ (রাঃ আঃ)'র আমলে ঐ শাহী এমামত ও খেতাবত এবং নিজ খানদানী কুত্বিয়তের গদ্দির ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

তিনি তাঁহার সারা জীবন আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের দ্বীনের খিদ্মতের জন্য ওয়াকফ্ (উৎসর্গ) করিয়াছিলেন। তিনি রসুলল্লাহ সাল্লালাহো আলায়হে ও সাল্লামের দ্বীনের সহি রহবার ছিলেন এবং চৌদ্দশত হিজরির যামানার শরিয়ত, হক্কিকত, ত্বারিকত ও মারেফতের খনি ছিলেন। তিনি ঐ যামানার একজন বিশিষ্ট আলেম ও ইসলামের নীতিবিরোধীদের জন্য একজন বড় মোজাহিদও ছিলেন। রসুলুল্লাহ সাল্লালাহো আলায়হে ও সাল্লাম এবং সৈয়েদনা হজরত গওসুল আযাম (রাঃ আঃ)'র মহব্বতে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অন্তরের এই ঐশ্বর্যের স্পর্শে মুসলিম সমাজের ঈমানকে তাজা করিবার মানসে এবং এই সমাজের হৃদয়ে সহিহ্ ধর্ম্মীয় আলোড়ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি এক রকম নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া পর পর তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রথমে তিনি "ইয়াদগারে ইমাম ও তারিকায়ে ইসলাম" পুস্তকখানি উর্দু ভাষায় সম্পূর্ণ করেন। ঐ সময় উড়িষ্যার ধামনগর শরিফ হইতে হুযুর মোজাহিদে মিল্লাত হযরত আল্লামা শাহ সুফি মওলানা হাবিবুর রহমান ক্বাদেরী (রাঃ আঃ) পটাশপুর শরিফে তশরিফ আনেন। কথা প্রসঙ্গে পুস্তকের প্রসঙ্গ উঠিলে হুযুর মোজাহিদে মিল্লাত এক উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেন, "উর্দু ভাষায় এরূপ পুস্তক অনেক রহিয়াছে কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষায় এইরূপ পুস্তকের আজ সত্যই বড় অভাব।" হুযুর মোজাহিদে মিল্লাতের কথা মত তিনি উক্ত পুস্তককে পুনরায় বাংলা ভাষায় লেখেন। ক্রমে "তাযিয়া কী হারাম?" ও "কে ইমানদার?" পুস্তকও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত করেন। হুযুর মওলানা শাহ সুফি আবূতাহির মহম্মদ ওলিউল্লাহ (রাঃ আঃ) হুযুর মোজাহিদে মিল্লাতের সম্পর্কে মামা হোতেন। কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন। আজ সম্ভবতঃ বাংলা , বিহার ও উড়িষ্যার এমন কোনো খানকাহী পীর ও সুন্নি আলেম নেই যাঁহারা হযরত মওলানা শাহ সুফি আবূতাহির মহম্মদ ওলিউল্লাহ (রাঃ আঃ)'র বুজুর্গী ও ইলম্ সম্বন্ধে পরিচিত নন। ১৮ই জ্বিলকাদ ১৩৯৫ হিজরি মোতাবেক ২৪শা কার্ত্তিক ১৩৮৩ সাল সন্ধ্যাকালে ৫৮ বৎসর বয়সে আত্মীয় স্বজন ও শিষ্যগণকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিজ খালিকে হাক্কিকীর সহিত মিলিত হন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলাস্থিত গ্রাম, পোষ্ট. ও থানা-পটাশপুরে ১৭ই জ্বিলক্বদ দিবাগত সন্ধ্যা হইতে ১৯শে জ্বিলক্বদ দিবাগত মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অসংখ্য মুরিদ ও অনুসারীগণের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ ধর্মীয় আবেগে তাঁহার বাৎসরিক উরস মোবারক 'উরস্-এ-ত্বাহেরী' এই খাদিমের তত্ত্বাবধানে উদযাপিত হয়।

— প্রকাশক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিস্‌মিল্লাহির্ রাহমানির্ রহীম।

কে ইমানদার?

নাহ্‌মদহু ও নুসাল্লি আল্লা রাসুলিহিল্ কারীম।

নজ্‌দী ফির্‌কা (দল)

আরবের একটি খান্দান বনী তমীম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বনী তমীমের বাসভূমি ছিল নজদের ভূমিখণ্ডে। আল্লামা আবুল ফাওজ আমীনুল বোগদাদী (রহমাতুল্লাহে আলায়হে) আরবের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ কেতাব "সাবায়েকুয্ যাহাব্ ফি আন্‌সাবীল্ আরব" এর মধ্যে ফরমাইতেছেন যথা ঃ— (আরবী এবারতের অর্থ) "আরবের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বনী তমীম একটি গোষ্ঠী, যাহা তান্‌জার পুত্র উমর এবং উমরের পুত্র তমীমের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত। ইহাদের বাস করিবার জায়গা নজদের ভূমিখণ্ডে ছিল।"

সাবায়েকের বর্ণনা হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, বনী তমীম নজদের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটি গোষ্ঠী এবং বনী তমীমগণ বংশানুক্রমে নজদেরই অধিবাসী ছিল।

ঐ নজদের ভূমিখণ্ডে উক্ত বনী তমীমের খান্দান হইতে পথভ্রষ্ট গুমরাহ্ দলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যাহা নজ্‌দী ফির্‌কা নামে প্রসিদ্ধ। সেই নজ্‌দী দলের প্রাদুর্ভাবের সম্বন্ধে হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্বেই ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন। তিনি কেবল ভবিষ্যৎবাণী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বরং ঐ দলের ফিত্‌না-ফাসাদ (বিশৃঙ্খল ধর্মমত) হইতে বাঁচিয়া থাকিবার এবং তাহাদের ভ্রান্ত মত হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য তাহাদের পরিচয় পত্র পর্যন্তও উল্লেখ করিয়া নিজ উম্মতগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন আর তাহাদের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার জন্যও কঠোর নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে সহিহ্ মুসলিম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শরীফে হযরত আবুহোরায়রা রাদি আল্লাহু আনহু হইতে অত্র হাদীস শরীফ বর্ণিত হইয়াছে, হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যথা ঃ— "য়াকুনু ফী আখিরিয্ যামানি দাজ্জালুনা কাযযাবুনা য়াতুনাকুম্ মিনাল্ আহাদীসি বিমা লাম্ তাস্মাউ আন্তুম্ ওলা আবাওকুম্ ফা ইয়্যাকুম্ ও ইয়্যাহুম্ লা এদুল্লুনাকুম্ ওলা য়ুফ্তিনুনাকুম্"। অর্থ ঃ— আখেরী যামানায় কতকগুলি ধোঁকাবাজ মিথ্যাবাদী লোকের প্রাদুর্ভাব হইবে যাহারা তোমাদের এমন হাদীসগুলি পেশ করিবে যাহা ইতিপূর্বে তোমরা শ্রবণ করো নাই বা তোমাদের পূর্ব পুরুষগণও তাহা শ্রবণ করেন নাই। অতএব তোমরা তাহাদের ভ্রান্ত মত হইতে সাবধান থাকো এবং তাহাদের ধোঁকাবাজী হইতে দূরে থাকো, পাছে তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট না করে এবং ফিতনা ফাসাদের (বিশৃঙ্খল ধর্মমতের) অন্তর্ভুক্ত না করে।"

আমাদের যামানা অপেক্ষা আমাদের পূর্ব পুরুষগণের যামানা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর যামানার অধিকতর নিকটবর্ত্তী ছিল। আল্লাহতায়ালা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে "সিরাজাম্ মুনীরা" (উজ্জ্বল প্রদীপ) বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি প্রদীপের আলো হইতে যত নিকটবর্তী হইবে সে ততোধিক আলোকিত দেখাইবে। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ নিঃসন্দেহে ইমানদার ও দ্বীনদার মুসলমান ছিলেন। সুতরাং, তাঁহাদের অনুগত হওয়াই তদীয় সন্তানগণের পক্ষে একান্ত কর্তব্য ও মঙ্গলজনক।

দুনিয়ায় হামেশা ঐ ব্যক্তিগণই পথভ্রষ্ট হয় যাহারা নিজ ইমানদার পিতৃপিতামহের তরীকা ছাড়িয়া দিয়াছে। যদি হযরত আদম আলায়হিস সালাম এর পুত্রগণ সকলেই তাহাদের পিতা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের তরীকার উপর চলিত এবং হযরত নূহ্ আলায়হিস সালাম এর পুত্র হযরত নূহ্ আলায়হিস্ সালাম এর মত ও পথ অবলম্বন করিত তাহা হইলে তাহারা কখনও গুমরাহ ও কাফের হইত না। তাহারা তাহাদের বুজুর্গ পিতার তরীকা ত্যাগ করিয়াছিল বলিয়াই গুমরাহ্ ও কাফের হইয়াছিল। যাঁহারা নিজেদের ইমানদার পূর্ব পুরুষগণের তরীকায় চলেন তাঁহারা কখনও গুমরাহ হন না, কারণ তাঁহারা নবুওয়াতের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আফ্তাবের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হওয়ার ফলে নবুওয়াতের নূর হইতে অত্যধিক ফায়েজ (করুণা) অর্জন করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহারা অবশ্যই আমাদের অপেক্ষা অধিক ধার্মিক ছিলেন এবং তাঁহাদের তরীকাও আমাদের তরীকা অপেক্ষা নিশ্চয়ই সঠিক বা পবিত্র ছিল।

আমাদের ইমানদার পূর্ব পুরুষগণ ফাতেহা, মীলাদ, ক্বেয়াম, তিজা, চালিসওয়াঁ, বর্‌সী (মৃত ব্যক্তির তিন দিনের, চল্লিশ দিনের এবং বৎসরের ফাতেহা) গেয়ারোঁওঁী (চাঁদের এগার তারিখে বড় পীর সাহেবের ফাতেহা) বারওঁী (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের চাঁদের বার তারিখে ফাতেহা) শবেবারাতের হালওয়া, আওলিয়াআল্লাহ এর নজর ও নেয়াজ প্রভৃতি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন এবং সেগুলিকে জায়েয বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধুনা ঐ নজ্‌দী ফির্‌কার অনুসরণকারীগণ মৌলবী মাওলানার বেশে আমাদের নিকট আসিয়া মনগড়া মাস্‌আলা বয়ান করতঃ ঐ তরীকা সমূহকে হারাম বলিয়া ফাত্ওয়া দিতেছে এবং আমাদের মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ (আক্বীদা) প্রচার করিয়া আমাদিগকে পিতৃ-পুরুষগণের তরীকা হইতে অতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিতেছে। তাই আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়া থাকি যে, ঐ তরীকাগুলি তো আমাদের দ্বীনদার পিতৃপিতামহের আমলে প্রচলিত ছিল, এখন কেমন করিয়া ঐগুলি হারাম হইল?

সত্য সংবাদদাতার ভবিষ্যৎ বাণী

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর এরশাদ পাক সহিহ্ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মদীনা তাইয়েবার পূর্বদিকে নজদের এলাকা হইতে বনী তমীমের খান্দানে নজ্‌দী ফির্‌কা প্রকাশিত হইবে যাহারা বাহ্যত মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাদের মুখে ক্বোরআন শরীফের আবৃত্তি হইবে। তাহারা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কথায় কথায় হাদীস শরীফ শুনাইতে থাকিবে এবং মুসলমানদিগকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নামায রোযার অতি ভক্ত হইবে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের ভ্রান্ত মত এবং নবী ও ওলির শানের প্রতি বেয়াদবি ও দুর্ব্যবহারের জন্য দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। হাদীস শরীফ, যথা ঃ— "আন্ আলীইন্ রাদিয়াল্লাহু আন্হু কালা সামিয়্তু রাসুলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ও সাল্লাম য়াকুলু সা এখ্রুজু কাওমুন্ ফী আখিরিয্ যামানি এহ্ দাসুল্ আস্নানি সুফাহাউল্ আহ্লামি য়াকুলু মিন্ খায়্রি কাওলিল্ বারিয়াতি লা য়ুজাবিযু ইমানুহুম্ হানাজিরাহুম্ য়ামরুকুনা মিনাদ্ দ্বীনি কামা য়াম্রুকুস্ সাহ্মু মিনার্ রামিয়াতি।" অর্থ ঃ— "হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলিতেছেন যে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে ইহা বলিতে শুনিয়াছেন যে, আখেরী যামানায় এমন এক বেওকুফ (নির্বোধ) দল বাহির হইবে যাহারা মুখে মিষ্ট কথা বলিবে কিন্তু তাহাদের ইমান তাহাদের গলা হইতে নিম্নে নামিবে না। তাহারা দ্বীন হইতে এইরূপে বহির্ভূত হইবে যেরূপ তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।" অত্র হাদীসকে ইমাম বোখারী নিজ সহীহ এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। হুযুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের এরশাদ পাক হইতে ইহা স্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত যে আখেরী যামানায় এমন এক দল বাহির হইবে যাহাদিগকে প্রকাশ্যে মুসলমান বলিয়া মনে হইবে, মুখে তাহারা মিষ্ট মিষ্ট কথা বলিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ইসলাম হইতে খারিজ হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, ঐ গুমরাহ্ দল কোন দিক হইতে বাহির হইবে? এ সম্বন্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন যথা ঃ— "আন্ আব্দিল্লাহ্ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা আন্নাহু সামি'তো রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ও সাল্লাম ও হুয়া মুস্তাক্বেলুল্ মাশরিকি য়াকুলু আলা আন্নাল্ ফিত্নাতা হাহুনা মিন্ হায়সো য়াত্লুউ কার্নুস্ শায়তান্। আখ্রাজাহুল্ বোখারী ফী সাহিহেহী।" অর্থ ঃ— "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লুহু আনহুমা হইতে রেওয়ায়েত আছে

www.YaNabi.in

যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম কে এমন অবস্থায় ইহা বলিতে শুনিয়াছেন, যে সময় তাঁহার চেহারা মোবারকের অবস্থান পূর্ব দিকে ছিল। "সাবধান, ফিতনা এই দিকেই রহিয়াছে যেখান হইতে শয়তানের দল বাহির হইবে।" অত্র হাদীস পাককে ইমাম বোখারী নিজ সহিহ্ এর মধ্যে রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

অন্য হাদীস শরিফ, যথা ঃ— "আন্ আবী সায়ীদিনীল্ খুদ্রী রাদিয়াল্লহু তাআলা আন্হু আনিন্ নাবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম্ ক্বালা এখ্রুজু নাসুন মিন্ কিবালিল্ মাশ্রিকি য়াক্রুউনাল্ ক্বুর্আনা লা য়ুজাউযু তারাকিহিম্ য়াম্রুকুনা মিনাদ্দ্বীনি কামা য়াম্রুকুস্ সাহ্মু মিনার রামিয়অতি। আখ্রাজাহুল বোখারী ফী সাহিহেহী।" অর্থ ঃ— "হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়েত আছে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন "কতিপয় লোক পূর্বদিক হইতে বাহির হইবে যাহারা মুখে ক্বোর্আন পাঠ করিবে কিন্তু ক্বোর্আন তাহাদের কণ্ঠ হইতে নিম্নে নামিবে না। তাহারা দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। অত্র হাদীস পাককে ইমাম বোখারী নিজ সহিহ্ এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদিসের কেতাবগুলিতে এই মযমুনের আরও বহু হাদীস পাক মৌজুদ আছে, যাহার দ্বারা ইহা জানা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ঐ গুমরাহ বেদ্বীন শয়তানের দলের বাহির হইবার জায়গা মদীনা তাইয়েবা হইতে পূর্বদিকে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, মদীনা তাইয়েবা হইতে পূর্বদিকের কোন্ এলাকা হইতে শয়তানের দল বাহির হইবে? ইহার সম্বন্ধেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যে শয়তানের দল নজদ্ হইতেই বাহির হইবে এবং ঐ দল নজ্দী ফির্ক্বা বলিয়া কথিত হইবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নজ্‌দী ফির্‌কা (শয়তানের দল) নজদ্‌ প্রদেশ হইতে বাহির হইবে।

(হাদীস শরীফ্‌) "আন্‌ আব্‌দিল্লাহ্‌ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুমা কালা কালান্‌ নাবীয়ু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়্‌হি ওসাল্লাম্‌ আল্লাহুম্মা বারিক্‌ লানা ফী শামীনা আল্লাহুম্মা বারিক্‌ লানা ফী এমানিনা। কালু ইয়া রাসুলাল্লাহি ও ফী নাজাদিনা। কালা আল্লাহুম্মা বারিক্‌ লানা ফী শামিনা আল্লাহুম্মা বারিক্‌ লানা ফী এমানিনা। কালু ইয়া রাসূলাল্লাহ ওফী নাজাদিনা। ফা আযুন্নুহু কালা ও ফিস্‌ সালিসাতি হুনাকায্‌ যালাযিলু ওল্‌ ফিতানু ও বেহা য়াত্‌লুউ কারনুস্‌ শায়্‌তান। আখ্‌রাজাহুল বোখারী ফী সাহিহেহী অত্‌ তির্‌মিজি ফী জামিয়িহী।" অর্থঃ—"হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হইতে রেওয়ায়েত আছে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "হে আল্লাহ, আমাদের শাম্‌দেশে বরকত দাও; হে আল্লাহ, আমাদের ইয়েমেন দেশে বরকত দাও।" কতিপয় লোক আরজ করিল, "ইয়া রসূলাল্লাহ আমাদের নজদ্‌ দেশের জন্য দোওয়া করুন।" হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হিও সাল্লাম ফরমাইলেন, "হে আল্লাহ্‌ আমাদের শাম্‌দেশে বরকত দাও; হে আল্লাহ্‌ আমাদের ইয়েমেন দেশে বরকত দাও।" আবার ঐ কতিপয় লোক আরজ করিল, "ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাদের নজদ্‌ দেশের জন্য দোওয়া করুন।" বর্ণনাকারী বলিতেছেন, তৃতীয়বারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন যে, সেখানে (নজদে) ভূমিকম্প ও ফিত্‌না হইবে এবং সেখানে হইতে শয়তানের শিং (দল) বাহির হইবে।" এই হাদীসকে ইমাম বোখারী এবং তিরমিযী বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে উক্ত হাদীস শরীফ হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, গুমরাহ্‌ শয়তানের দল নজদ্‌ হইতেই বহির্গত হইবে।

হাদীস শরীফে যে নজদ্‌ এলাকায় ভূমিকম্পের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দ্বারা এমন ভূমিকম্প বুঝায় না যাহা সাধারনতঃ ভূখণ্ডে হইয়া

www.YaNabi.in

থাকে। ঐ ভূমিকম্পের দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, নজদের এলাকায় শয়তানের দল বাহির হইবে যাহাদের জঘন্য আক্বীদা প্রচারে ইসলামী দুনিয়ায় ভয়াবহ আলোড়ন ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়া ইমানদারগণের ইমান বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হইবে। যখন ভূমিকম্প হয় তখন ভূমি কম্পিত হইয়া যেইরূপ ঘর-বাড়ী ধূলিসাৎ হইয়া যায় সেইরূপ যখন মুসলমানগণের আকীদা জঘন্য হইয়া যায় অর্থাৎ-খোদা, রসূল ও আওলিয়া কেরামের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি লোপ পাইয়া যায়, যাহার ফলে তাঁহাদের তাযীম হইতে মুসলমানগণ বিমুখ হয়, যদিও তাহা বিন্দুমাত্রও হয়, তখন ইহার দ্বারা তাহাদের মধ্যে ধর্মীয় ভূমিকম্প আসে, যাহারা দ্বারা তাহাদের কল্‌মা, নমায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, (যেগুলির ইসলামের স্তম্ভ) এবং সমূহ এবাদত ও যাবতীয় নেক আমলের অট্টালিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া সম্পূর্ণরূপে শয়তানের দলভুক্ত হয়। নজ্‌দী ফির্‌কা নিজদিগকে বাহ্যিক মুসলমান বলিয়া দেখাইবে কিন্তু তাহাদের জঘন্য আকীদার জন্য তাহারা দ্বীন ইসলাম হইতে এইরূপ খারিজ হইবে যেইরূপ তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। হুযুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম তাহাদিগকে শয়তানের দল বলিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, ঐ নজ্‌দী ফির্‌কা (দল) কোন্‌ খান্দান হইতে বাহির হইবে? সদীহ্‌ হাদীস শরীফ হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঐ গুমরাহ পথভ্রষ্ট নজ্‌দী শয়তানের দল বনী তমীমের কবীলা (গোষ্ঠী) হইতে বাহির হইবে।

নজ্‌দী ফির্‌কা বনী তমীমের কবীলা (গোষ্ঠী) হইতে বাহির হইবে।

আরব দেশের 'জো'রানা' একটি মোকাম বা স্থান। একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম 'জো'রানাতে' তশরীফ্‌ রাখিয়াছিলেন এবং সাহাবায়ে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কেরাম, মোজাহেদীনে এযামগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। এমন সময়ে হোনায়েন হইতে গনীমতের মাল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নিকট আনিত হইল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম নিজ মোবারক হস্ত হইতে ঐ সামগ্রীগুলি বণ্টন করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই দলের মধ্য হইতে তমীমী খান্দানের একজন লোক দণ্ডায়মান হইল এবং বেয়াদবি ও উদ্ধত মনোভাব সহকারে বলিল "হে মহম্মদ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং বেইন্‌সাফী করিও না," অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, ঐ বেয়াদব ও উদ্ধত লোকটি এইভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে সম্বোধন করিল, "ইয়া রসুলাল্লাহ্‌ আপনি হক্‌ ইন্‌সাফ করুন যেহেতু আপনি হক্‌ ইন্‌সাফ্‌ করেন নাই।" যখন ঐ নজ্‌দী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের সহিত উদ্ধত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ বাদানুবাদ করিতেছিল তখন হযরত উমর ফারুক আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ঐ নজদীর বেয়াদবি ও দুর্ব্যবহার সহ্য হইল না। তিনি ঐ বেয়াদব ও গুস্তাখের (অশিষ্টের) কতল করিবার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর নিকট অনুমতি চাহিলেন। রহ্‌মতে আলম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "হে উমর, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। তাহার ঔরষ হইতে ঐ সম্প্রদায় বহির্গত হইবে যাহারা নিজদিগকে ইসলামে এবং নামায ও রোযায় নিয়মিত রত দেখাইবে কিন্তু তাহারা ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।" এই মযমুনের হাদীস শরীফ উল্লেখ করিতেছি যথা ঃ— "আন্‌ আবী সায়িদিনীল্‌ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হু ক্বালা বায়্‌নামান্‌ নবীউ সাল্লাল্লাহুআলায়হিও সাল্লামা য়ুকাস্‌সেমু জাআ আব্‌দুল্লাহ জুল্‌খাওয়ায়্‌সেরা আত্‌ তামীমী ফা ক্বালা, "এ'দেল ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌", কালা, "ওয়ায়্‌লাকা' ও মাইঁ এ'দেলু এযালাম্‌ আ'দেল" ফাকালা উমারাবনিল্‌ খাত্‌তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হু, "এ'যেন লী ফা আদ্‌রেবু অনুকাহু," ফাকালা, "দা'হু ফাইয়া লাহু আস্‌হাবান্‌ য়ুহাক্কেরু আহাদুকুম্‌ সালাতাহু মাআ সালাতিহি ও সিয়ামাহু মাআ সিয়ামিহি য়ামরুকুনা মিনাদ্‌দ্বীনে কামা য়ারুকুস্‌ সাহমু মিনার রামিয়াতি।"

আখরাজাহুল বোখারী ফী সাহীহেহী। অর্থ ঃ— "হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হু হইতে রেওয়ায়েত আছে, তিনি বর্ণনা করিতেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম আমাদের মধ্যে গনীমতের মাল বণ্টন করিতেছিলেন এমন সময়ে বনী তমীম খান্দানের আবদুল্লাহ্‌ জুলখাওয়ায়সেরা আসিয়া বলিতে লাগিল, "ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌, আপনি হক্‌ ইনসাফ করুন।" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "তোমার বিনাশ হউক!" যদি আমি ইন্‌সাফ্‌ না করি তাহা হইলে আর কে ইন্‌সাফ করিবে?" তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলিলেন, "হুযুর আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাহাকে কতল করিয়া দিই।" হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "তাহাকে ছাড়িয়া দাও, তাহার এরূপ জমায়াত (দল) হইবে যাহাদের নমাযের মোকাবেলায় (তুলনায়) তোমরা নিজেদের নমাযকে এবং যাহাদের রোযার মোকাবেলায় তোমরা নিজেদের রোযাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে অথচ তাহারা দ্বীন ইসলাম হইতে এমন ভাবে বহির্ভূত হইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।" উক্ত হাদীসকে ইমাম বোখারী নিজ সাহীহের মধ্যে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। বোখারীর অন্য এক রেওয়ায়েতে জুল্‌খাওয়ায়সেরার ঔরষ হইতে পথভ্রষ্ট দল বাহির হইবার কথা উল্লেখ আছে। অতএব জানা গেল যে, জুল্‌খাওয়ায়সেরার ঔরষ হইতে জাত যে দল বাহির হইবে তাহারা আপাতঃদৃষ্টিতে খাঁটি মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা বেদ্বীন, বেইমান ও শয়তানের দল হইবে।

বনী তমীমের জুলখাওয়ায়সেরা, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে "ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌", সম্বোধন করিয়া নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল কিন্তু তাহার মধ্যে ইমান অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর প্রতি মহব্বৎ ও তাযীম ছিল না, তাই হুযুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানের প্রতি "এ দেল্‌" (অর্থাৎ আপনি ন্যায়বিচার করুন) এই হীন ভাষা ব্যবহার করিয়াছিল। এই ভাষার দ্বারা প্রমানিত হইতেছে যে, হুযুর রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অবিচারক এবং নিজেকে

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতে অধিকতর ন্যায়বিচার ও জ্ঞানী মনে করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত নিজের বিবেক বুদ্ধি ও মতকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সল্লাম এর বিবেক, বুদ্ধি ও মত হইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ভাবিয়া বেয়াদবির চরম সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল যাহার ফলে তাহাকে হুযুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম "ওয়ায়লাকা" (তোমার বিনাশ হউক) এই অভিশাপে অভিসম্পাত করেন। কেবল বাহ্যিক ইসলামী আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, নমায, রোযা, ইত্যাদি পালন করিলে মোমেন, মুসলমান হওয়া যায় না। প্রকৃত ইমানদার মুসলমান সেই হয় যাহার অন্তঃকরণে হুযুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি অটুট তাযীম, মহব্বত, ভক্তি ও আনুগত্য স্থান পাইয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা ফরমাইতেছেন ঃ— "ফালা ও রাব্বিকা লা য়ুমিনুনা হাত্তা য়ুহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বায়নাহুম্ সুম্মা লা য়্যাজিদু ফী আন্ ফুসিহিম্ হারাজান মিম্মা ক্বাদায়্তা ও য়ুসাল্লিমু তাস্লিমা।" অর্থ ঃ— "হে মহবুব, তোমার প্রতি-পালকের শপথ তাহারা ইমানদার হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা পরস্পরের ঝগড়া বিবাদে তোমাকে বিচারক সাব্যস্ত করে। অতঃপর, তুমি যাহা তাহাদের জন্য বিচার ও ফায়সলা কর যেন তাহারা তাহাতে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ না করে এবং সর্বান্তঃকরণে তাহা মানিয়া লয়।" আল্লাহ্ তাআলার পূত পবিত্র বাণী দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামএর ফায়াসলা বা নির্দ্ধারিত মতামত নিঃসঙ্কোচে ও সর্বান্তঃকরণে মানিয়া লওয়া ইমানদারের পরিচয় কারণ আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই তাঁহার রসূলের মতামতকে প্রাধান্য দিয়াছেন। সুতরাং, যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ফায়সালার উপর রাজি নহে এবং তাঁহার মতের উপর নিজের মতামত জাহির করে, তাহারা যত বড় আলেমই হউক না কেন, তাহারা বেইমান, বেদ্বীন ও কাফের। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর বিচার, ফায়সলা ও নির্দ্ধারিত মতকে অবিশ্বাস করা এবং তাঁহার বিবেচনার উপর নিজের মত প্রচার করা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এর শানে বেয়াদবি ও গুস্তাখী করার নামান্তর মাত্র, তাই ঐ বেয়াদব ও উদ্ধত ব্যক্তিগণকে আল্লাহ্ তাআলা বেইমান, বেদ্বীন বলিয়াছেন।

অলৌকিক ভবিষ্যৎবাণীর সত্যতা প্রকাশ

হুযুর সাইয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইল। তাহা এইভাবে পূর্ণ হইল যে, তিনি যে দিক যে এলাকা এবং যে খান্দান হইতে শয়তানী দলের বাহির হইবার ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন সেই দিক (পূর্ব); সেই এলাকা (নজ্দ্) এবং সেই খান্দান (বনী তমীম) হইতে শয়তানী দল (নজ্দী ফির্কা) বাহির হইল যাহারা জঘন্য আক্বীদা পোষণ করিয়া দ্বীনদার মুসলমানদিগকে মুশরেক ও বেদ্আতী বলিল এবং তাঁহাদিগকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিল এবং তাহার ফলে নিজেরাই জাহান্নামের ইন্ধন হইল।

নজ্দী ফিরক্বা এখনও মৌজুদ আছে।

কোন কোন নজ্দী মতাবলম্বী লোক বলিয়া থাকে যে, নজ্দী ফিরক্বা এখন আর নাই। কিন্তু তাহাদের কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামএর মতবাদের বিপরীত। হাদীস শরীফের মধ্যে যে নজ্দী ফিরক্বার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহাও সাব্যস্ত হইয়াছে যে, এ দল বিভিন্নকালে নূতন নূতন জমায়াত (দল) এর বেশে বাহির হইতে থাকিবে এবং নমায ও রোযার বাহ্যিক তাক্ওয়া ও পর্হেজ্গারীর আবরণে থাকিয়া সাধারণ মুসলমানদিগকে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ্ করিতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

থাকিবে। এমনকি ঐ নজ্‌দীগণের সর্বশেষ দল দাজ্জালের পাতাকা তলে আসিয়া মোমিন মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। হাদীসের কেতাব নেসায়ীর মধ্যে হযরত আস্‌লামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যথা ঃ— "লা এযালুনা য়াখ্‌রুজুনা হাত্তা এখ্‌রুজু আখিরুহুম্ মাআল্ মাসিহীদ্ দজ্জালি।" আখ্‌রাজাহুন্ নিসাঈ ফী সুনানিহী। অর্থ ঃ— "তাহারা বরাবর জাহির হইতে থাকিবে এমনকি তাহাদের সর্বশেষ দল দাজ্জালের সাথী হইয়া বাহির হইবে।

এক্ষণে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের এর্‌শাদ পাক হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, নজ্‌দী ফির্‌কা শেষ হয় নাই বরং তাহারা দাজ্জালের সৈন্য হইবে এবং মোমিন মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। এই মর্‌মুনের একটি হাদীস ইমাম ইব্‌নে মাজা ও নিজ সোনানের মধ্যে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কতিপয় নজ্‌দী ফির্‌কার শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা করিতেছি যাহারা ইসলাম ধর্মে বিশৃঙ্খল মতবাদ সৃষ্টি করিয়া দ্বীনদার মুসলমানদিগকে মুশরেক ও বেদ্‌আতী বলিয়া তাঁহাদের ধনসম্পত্তি লুঠতরাজ করত তাঁহাদিগকে অন্যায়ভাবে কতল করিয়াছে।

কতিপয় নজ্‌দী ফির্‌কার শ্রেণি বিভাগ সম্বন্ধে বর্ণনা।

(১) আযারাকা। এই দল নাফে ইব্‌নে আযারকের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে।

(২) নজ্‌দাৎ। এই দল নজ্‌দা ইব্‌নে আমেরের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে।

(৩) মার্‌দাসিয়া। এইদল আবু বেলাল মার্‌দাস হান্‌যালীর দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

(৪) আবাযিয়া। এই দল আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নে আবাযের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

www.YaNabi.in

(৫) আস্‌ফারিয়া। এই দল আব্‌দুল্লাহ ইব্‌নে সেফারের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে।

(৬) ওয়াহাবীয়া। এই দল মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি দল বনী তমীম কবীলার (গোষ্ঠীর) অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরোক্ত নজ্‌দী দলগুলির মধ্যে ৫টি দল হইতে আমাদের দেশ মুক্ত এবং আমাদের দেশের মুসলমানগণ উহাদের বিশৃঙ্খল মতবাদ ও ফিত্‌না ফাসাদ হইতেও মুক্ত আছেন। হাঁ, অবশ্যই শেষোক্ত ওয়াহাবীয়া দল ও তাহার অনুসরণকারীগণ আজও হিন্দুস্থানে বিদ্যমান আছে এবং তাহারা নব নব কলেবরে বাহির হইতেছে। তাহারা মৌলবী মৌলানা বেশে বাহ্যিক পর্‌হেয্‌গারীর আবরণে ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করিয়া নিরীহ দ্বীনদার মুসলমানদিগকে পথভ্রষ্টতার নিম্নতম স্তরে নিক্ষেপ করিতেছে।

ওয়াহাবীয়া ফির্‌কা।

ওয়াহাবীয়া দল, নজ্‌দী দলগুলির অন্যতম একটি দল। এইজন্য ওয়াহাবীয়া ফির্‌কাকেও নজ্‌দীয়া ফির্‌কা (দল) বলা হয়। এই ওয়াহাবীয়া দলের প্রতিষ্ঠাতা হইতেছে মহম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজ্‌দী। "মযাহেবুল ইসলাম" এর মধ্যে লিখিত আছে যে, মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নজদ্ দেশের অন্তর্গত অয়ায়না নামকস্থানে ১১১৫ হিজরীতে বনী তমীমের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

আমাদের ধর্মীয় পরিভাষায় ওয়াহাবীকে এইজন্য ওয়াহাবী বলা হয় যে ওয়াহাবীয়াতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা ছিল মহম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহাব নজ্‌দী। যাহারা তাহার আক্বীদা গ্রহণ এবং তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকেই ওয়াহাবী বলা হয়। "মযাহেবুল্ ইসলাম" কেতাবের মধ্যে লিখিত আছে। যথা ঃ— ওয়াহাবী বলিলে মহম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের অনুসরণকারীগণকেই বুঝায় যাহাদিগকে হিন্দুস্থান, আরব, রুশ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং নিশ্চয়ের অধিকাংশ মুসলমানগণ ইসলামের সীমা লঙ্ঘনকারী বলিয়াছেন এবং তাহাদের আকায়েদ্ (ধর্মীয় মতবাদ) ও কার্যকলাপের সম্বন্ধে ইহা বলিয়াছেন যে, তাহারা আম্বিয়াও আওলিয়াগণের মোজেযাত্ ও কারামাত্কে (অলৌকিক ঘটনাবলীকে) অস্বীকার করিত এবং সমূহ দ্বীনদার মুসলমানগণ যাঁহারা তাহাদের মতের বিপক্ষে ছিলেন তাঁহাদিগকে কাফের বলিত ও কতল করিত"।

আল্লামা সাইয়দ আহ্মাদ্ দাহ্লান মাক্কী রাহ্মাতুল্লাহে আলায়হে "দোরারে সুন্নিয়া" এর মধ্যে ফরমাইতেছেন যথা ঃ— "ও এক্ফীকা আন্না আগ্লাবান্ খাওয়ারিজি ও আক্সারাহুম্ মিন্হুম্ ও আন্নাত্ তাগীয়াতা ইব্না আব্দিল ওয়াহ্হাব মিন্হুম।" অর্থ ঃ— "তোমাদের জানিবার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে প্রায়ই এবং বেশীরভাগ খারেজীগণ বনী তমীম হইতেই বাহির হইয়াছে এবং আব্দুল ওয়াহহাবের পুত্র বিদ্রোহী মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব তাহাদের মধ্যেই ছিল।" অতঃপর উক্ত আল্লামা আহমদ দাহালান মাক্কী রাহামাতুল্লাহে আলায়হে ফরমাইতেছেন যথা ঃ— আরবী এবারতের অর্থ ঃ— "ইহা হইতে আরও সুস্পষ্ট কথা ইহাই হইতেছে যে এই গর্বিত মহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাহাব হইতেছে বনী তমীমের খান্দানের অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যক্তিই হইতেছে ঐ যুলখাওয়ায়সেরা তমীমীর বংশজাত, যাহার সম্বন্ধে বোখারী শরীফের হাদীস শরীফে হযরত আবু সাইদ্ খুদ্রী রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে যে তাহার ঔরষ হইতে পথভ্রষ্ট দল বাহির হইবে ... ইত্যাদি।"

নজ্দিয়া দলের পরিচয়।

নজ্দীয়া (ওয়াহাবীয়া) দল প্রকাশ্যে কোর্আন শরীফ পাঠ করিবে, হাদীস শরীফ শুনাইবে, নমায ও রোযার অতি ভক্ত হইবে, কোর্আন শরীফ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ও হাদীস শুনাইয়া তব্লীগও করিবে, তাহাদের বাহ্যিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া সরলপ্রাণ অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মুসলমানগণ তাহাদিগকে শরীয়তের অতি ভক্ত এবং খাঁটি মুসলমান বলিয়া ধারণা করিবে কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম তাহাদের বাহ্যিক পর্হেযগারীর মুখোশ খুলিয়া ধোঁকাবাজী কার্য্যকলাপের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং নিজ উম্মতগণের উপর দয়া পরবশ হইয়া উম্মত্গণকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছেন যে, নজ্দীয়া দলের লোকজন কোর্আন পাঠ করিবে কিন্তু কোর্আন তাহাদের হলক্ (কণ্ঠ) হইতে নিম্নে নামিবে না, নমায পড়িবে কিন্তু তাহাদের অন্তরের কালিমা তাহাদের চেহারা হইতে প্রকাশিত হইবে, তাহারা কোর্আন ও হাদীস শুনাইয়া তব্লীগ করিবে এবং নিজ জমায়াতকে কোর্আনের প্রকৃত অনুসরণকারী বলিয়া ঘোষণা করিবে কিন্তু তাহারা প্রকৃতপক্ষে বেদ্বীন ও বেঈমান হইবে। আমি উল্লিখিত পরিচয়গুলিকে হাদীস পাকের আলোকে পেশ করিতেছি যথা ঃ—

তাহারা কোর্আন পাঠ করিবে কিন্তু কোর্আন তাহাদের হলক্ হইতে নিম্নে নামিবে না।

(হাদীস শরীফ) "আন্ আবীযার্ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু কালা কালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলয়হি ও সাল্লাম ইয়া বাদী মিন্ উম্মাতী কাওমান্ য়াক্রাউনাল, কুর্আনা লা য়ুজাবেযু হুলুকাহুম্, য়াম্রুকুনা মিনাদ্ দ্বীনে কামা য়াম্রুকুস্ সাহমু মিনার্ রামিয়াতে।" (আখ্রাজাহু ইব্নে মাজা ফী সুনানেহী) অর্থ ঃ— হযরত আবুযার রাদি আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন যে, আমার পরে আমার উম্মতে এমন এক সম্প্রদায় হইবে যাহারা কোর্আন পাঠ করিবে কিন্তু কোর্আন তাহাদের গলা হইতে নিম্নগামী হইবে না, তাহারা দ্বীন (ধর্ম) হইতে এমনভাবে বহির্ভূত হইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাহির হইয়া যায়।" অত্র হাদীসকে ইব্নে মাজা নিজ সুনানের মধ্যে রেওয়ায়েত্ করিয়াছেন।

যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নজ্দীয়া ওয়াহাবীয়া দলের প্রতি অবলোকন করা যায় তাহা হইলে ইহা পরিস্ফুট হইবে যে, যদিও তাহারা প্রকাশ্যে ক্বোর্আন পাকের তেলাওআৎ করে কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণের উপর তেলাওআৎ এর প্রভাব বিস্তার করে না। ইহার কারণ এই যে, তাহাদের অন্তঃকরণে (মনে) না আছে নবীর তাযীম্ ও আদব, আর না আছে ওলীর ইজ্জৎ (সম্মান)। প্রবাদ আছে যে, 'মুখে ক্বোর্আনের তেলাওআৎ এবং মনে খোদার মহবুবগণের সহিত বাগাওয়াত (শত্রুতা)।'

তাহারা হাদীস শুনাইবে কিন্তু ইসলাম হইতে খারিজ হইবে।

(হাদীস শরীফ) "আন্ আব্দিল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু ক্বালা, "ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম এখ্রুজু ফী আখিরিয্ যামানি কাওমুন্ এহ্দাসুল্ আসনানি সুফহাউল্ আহ্লামি একরাউনাল কুরআনা লা যুজাবিযু তারাকীহিম্ য়াকুলুনা মিন্ কাওলে খায়্রিল বারীয়াতি য়াম্রুকুনা মিনাদ্দ্বীনে কামা য়াম্রুকুস্ সাহমু মিনার্ রামিয়াতে।" (আখ্রাজাহুৎ তির্মিযি) অর্থ ঃ— "হযরত আব্দুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত আছে, হুযুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, আখেরী যামানায় এমন এক বেওকুফ্ ও নির্বোধের দল বাহির হইবে যাহারা ক্বোর্আন তেলাওআৎ করিবে কিন্তু তাহাদের মনে তেলাওআতের প্রভাব থাকিবে না। তাহারা হাদীস শুনাইবে অথচ তাহারা ইসলাম হইতে এমনভাবে বহির্ভূত হইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।" (অত্র হাদীস পাক্কে তিরমিযি রেওয়ায়েত করিয়াছেন।)

নজ্দী ওয়াহাবীয়া দলের পরিচয়গুলির মধ্যে উক্ত পরিচয়ও বিশেষ

www.YaNabi.in

উল্লেখযোগ্য যে তাহারা কথায় কথায় হাদীস শুনাইয়া থাকে এবং বুজুর্গানেদ্বীনের মতের খেলাফ্ তাহার (উক্ত হাদীসের) মত্লব্ বয়ান করিয়া মুসলমানদিগকে পথভ্রষ্ট ও গুমরাহ করিয়া থাকে।

তাহারা ক্বোর্আনী তব্লীগের দাবী করা সত্ত্বেও রসুলের উম্মত হইতে খারিজ হইবে।

(হাদীস শরীফ) "আন্ আনাস্ ইবনে মালেক্ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু আন্ রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম কালা, "সায়াকুনা ফী উম্মতী কাওমুন্ য়াদ্উনা এলা কিতাবিল্লাহি ও লায়সুমিনা ফী শায়য়িন্।" (আখ্রাজাহু আবু দাউদ)। অর্থ ঃ— "হযরত আনাস্ ইব্নে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত্ করিতেছেন, "আমার উম্মাতে এক কাওম (দল) হইবে যাহারা প্রকাশ্যে মানবদিগকে ক্বোর্আনের দিকে আহ্বান করিবে অথচ তাহারা কোন মতেই আমা হইতে হইবে না।" (অত্র হাদীস শরীফকে ইমাম্ আবুদাউদ রেওয়ায়েত করিয়াছেন।)

হাদীস পাকের বর্ণনা অনুযায়ী ইহা দেখা যায় যে নজ্দীয়া ওয়াহাবীয়া দল মুসলমানদিগকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে এবং ক্বোর্আনী আহ্কামের তব্লীগও করে কিন্তু বুজুর্গানে দ্বীনের সহিত মন্দ আক্বীদা পোষণ ও তাঁহাদের বিপরীত পথ এখ্তেয়ার করিবার জন্য তাহারা ইসলামের গণ্ডি হইতে বহির্ভূত হইয়াছে। তাহাদের মতে কেবল তাহারা ও তাহাদের দলভুক্ত লোকগণই মোমেন মুসলমান এবং সারা জাহানের মোমেন মুসলমানগণ মুশ্রেক ও বেদ্আতী। তাহারা নমায ও রোযার অতি ভক্ত হইবে কিন্তু তাহাদের জঘন্য আক্বীদার জন্য তাহারা ইসলাম হইতে খারিজ হইবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহারা মস্তক মুণ্ডন করাইবে

(হাদীস শরীফ) "আন্ আবী সায়ীদিনিল্ খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু আনিন্ নাবীয়ি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম কালা, "য়াখ্‌রুজু নাসুন্ মিন্ কিবালিল্ মাশ্‌রিকি য়াক্‌রাউনাল্ কুরআনা লা য়ুজাবেযু তারাকীহিম্ য়াম্‌রুকুনা মিনাদ্ দ্বীনে কামা য়াম্‌রুকুস্ সাহ্‌মু মিনার্ রামিয়াতি সুম্মা লা য়াউদুনা ফীহি হাত্তা য়াউদাস্‌সাহ্‌মু এলা ফাওকিহী, ক্বীলা মা সীমাহুম্ কালা সীমাহুমুত তাহ্‌লীক্।" (আখ্‌রাজাহুল বোখারী)

অর্থ ঃ— 'হযরত আবু সাইদ্ খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু হইতে বর্ণিত, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত্ করিতেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "কতিপয় লোক পূর্ব দিক (অর্থাৎ মদীনা শরীফের পূর্বদিকে নজ্‌দের এলাকা) হইতে বাহির হইবে যাহারা ক্বোর্‌আন পাঠ করিবে কিন্তু তাহাদের গলা হইতে ক্বোর্‌আন নিম্নে নামিবে না, তাহারা দ্বীন (ইসলাম ধর্ম) হইতে এমনভাবে বহির্ভূত হইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। আবার তাহাদের ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসা ঠিক ঐরূপ অসম্ভব হইবে যেরূপ নিক্ষিপ্ত তীরকে ফিরাইয়া আনা অসম্ভব হয়। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহাদের প্রকাশ চিহ্ন কি? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "মস্তক মুণ্ডন করানো।" (অত্র হাদীস পাককে ইমাম্ বোখারী রেওয়ায়েত করিয়াছেন।)

ওয়াহাবীয়া মতাবলম্বী ঐরূপ বহু পোশাকী মুসলমান ও মৌলবী মওলানাকে দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা ক্বোর্‌আন পাক পাঠ করে ও ক্বোর্‌আনী তব্‌লীগ্ করে কিন্তু রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এবং বুজুর্গানে দ্বীনের প্রতি তাযীম্ ও ভক্তি যাহা ক্বোর্‌আনী আহ্‌কামের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা তাহাদের অন্তরে স্থান না পাওয়ার জন্য ক্বোর্‌আনী আসর্ তাহাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করিতে পারে না। সুন্নী আলেমগণ বেইমানগণের সহিত তাহাদের জঘন্য আকীদার বিরুদ্ধে বহুবার মোনাজারা করিয়াছেন। তাহারা মোনাজারায় পরাস্ত হইয়া এবং প্রকৃতই যে তাহারা তাহাদের বাতিল আক্বীদার জন্য ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইয়াছে ইহা নিশ্চিত জানিয়াও তাহারা তাহাদের বাতেল আকীদা বর্জ্জন করিয়া আবার ইসলামের দিকে ফিরিয়া আসে নাই, কারণ যাহারা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানের প্রতি বেয়াদবি ও গুস্তাখি করে ও বুর্জুগানে দ্বীনের তাওহীন করে তাহারা আল্লাহ্ তাআলার অভিশপ্ত হইয়া যায়। যাহার ফলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সমূহ চিরতরে বরবাদ্ হইয়া যায় এবং তাহারা আর সৎপথ প্রাপ্ত হয় না। কারণ আল্লাহ্‌তাআলা ফাসেক্ কাওম্‌কে হেদায়েত করে না।

নজ্‌দীয়া ওয়াহাবীয়া খন্দানের লোকেরা প্রায়ই মাথা মুড়াইয়া থাকে। যদিও মাথা মুড়ান শরীয়তে নিষেধ নহে কিন্তু ঐ খান্দানের ইহাও একটি পরিচয়।

তাহারা মুসলমানদিগকে কতল (হত্যা) করিবে।

(হাদীস শরীফ) "আন্ আবী সায়ীদিনিল্ খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু ক্বালা কালা রাসুলুল্লাহি সল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম ইন্না মিন্ দায়দী হাযা কাওমান্ য়াক্‌রাউনাল্ কুরআনা লা য়ুজাবেযু হানাজিরাহুম য়াম্‌রুকুনা মিনাদ্‌দ্বীনে মুরুকাস্ সাহমি মিনার রামিয়াতি য়াকতুলুনা আহ্‌লাল্ ইস্‌লামে ওয়াদ্‌উনা আহ্‌লল্ আওসানে।" (আখ্‌রাজাহুল বোখারী ফীসাহিহেহী)।

অর্থাৎ ঃ— "হযরত আবু সাইদ খুদ্‌রী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন্হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে হুযুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "এই ব্যক্তির (জুল্‌খাওয়ায়্‌সেরার) ঔরষ হইতে যে দল বাহির হইবে তাহারা প্রতিনিয়ত ক্বোর্‌আন পাঠ করিবে কিন্তু ক্বোর্‌আন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহাদের গলা হইতে নিম্নগামী হইবে না। তাহারা দ্বীন (ধর্ম) হইতে এমন ভাবে বাহির হইয়া যাইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহারা মুসলমানদিগকে কতল (হত্যা) করিবে এবং বুৎপরস্তগণ (পৌত্তলিকগণ) কে ছাড়িয়া দিবে।" অত্র হাদীস ইমাম বোখারী নিজ সাহীহের মধ্যে রেওয়ায়েত্ করিয়াছেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, যখনই নজ্দীয়া দল আক্রমণ করিয়াছে তখনই মুমেন্ মুসলমানগণেরই উপর আক্রমণ চালাইয়াছে এবং কেবল মুমেন মুসলমানদিগকেই কতল করিয়াছে। অতীতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে জানিতে পারা যায় যে নজ্দীয়া দল যখন খারেজিয়াতের রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল তখন তাহারা হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু ও অন্যান্য সাহাবা কেরামের উপরই আক্রমণ চালাইয়াছিল এবং সাহাবা কেরাম্কে মুশ্রেক ও বেদ্আতী বলিয়া হত্যা করিয়াছিল। পরে নজ্দীগণ মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহাহাব নজ্দীর আশ্রয়ে ওয়াহাবীয়াতের রূপে রূপান্তরিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল এবং হেজাযেরই উপর আক্রমণ করিয়া সেখানকার মুসলমানগণের ধন দৌলৎ লুণ্ঠন করতঃ তাঁহাদিগকে কতল করিয়াছিল। আবার আব্দুল আযীয্ নজদীর বিদ্রোহ ঘোষণা ও আক্রমণ কারবালা মোআল্লার উপরই হইয়াছিল এবং তথাকার মুসলমানদিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে কতল করিয়াছিল, এমন কি হযরত ইমাম্ হোসায়েন আলায়হিস্ সালামের রাওযা পাকের ধনদৌলৎ পর্য্যন্তও লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল (আসারুল আদ্হার)। আবার সউদ ইব্নে আব্দুল আযীযও তায়েফের উপর আক্রমণ করিয়া সেখানকার মুসলমানদিগকেই কতল করিয়াছিল। নজ্দী ওয়াহাবীগণ ফ্রান্স, জাপান, গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রভৃতি দেশের উপর কখনও আক্রমণ করে নাই, তাহাদের আক্রমণ বরং মক্কা মোকাররামা ও মদীনা মোনাউওয়ারার উপরই হইয়াছে এবং সেখানকার মুসলমানগণকেই কেবল তাহারা হত্যা করিয়াছে। ইতিহাসে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, নজ্দীগণ ইহুদী, খৃষ্টান, মূর্তিপূজক অথবা অন্য কোন মুশ্রেক জাতি বা

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

ধর্মাবলম্বীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের প্রত্যেকটি আক্রমণ ও হত্যালীলা একমাত্র সুন্নী মুসলমানগণকে কেন্দ্র করিয়াই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ, তাহারা দ্বীনদার মুসলমানদিগকে মুশ্রেক্ ও বেদআতী মনে করিত।

আল্লামা শামী রাহ্মাতুল্লাহে আলায়হি 'রদ্দুল মোহ্তার শর্হে দুর্রে মোখতার' কেতাবের মধ্যে বর্ণনা করিতেছেন, "যেমন আমাদের যামানায় আব্দুল ওয়াহাবের অনুসরণকারীগণ নজদ্ হইতে বাহির হইয়া মক্কা মোকার্রমা ও মদীনা মোনাউওয়ারাকে বলপূর্ব্বক দখল করিয়াছিল। তাহারা নিজদিগকে হাম্বালী মাজ্হাবের মতাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিত; কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস ইহাই ছিল যে, কেবল তাহারাই মুসলমান এবং তাহাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণ মুশরেক্। এই বিশ্বাসের জন্যই ওয়াহাবীগণ আহ্লে সুন্নত ও আহ্লে সুন্নতের আলেম গণকে হত্যা করা জায়েয মনে করিয়াছিল, যাহার ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের গৌরবকে চূর্ণ করিলেন ও তাহাদের শহরগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং ১২৩৩ হিজ্রিতে মুসলমান সৈন্যগণকে ওয়াহাবীগণের উপর বিজয়ী করিলেন। 'রদ্দুল মোহতার" কেতাবের এবারত্ হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যাইতেছে যে, নজ্দীয়া ওয়াহাবীয়া দল নিজ আকীদার বিরোধী মুসলমানগণকে মুশ্রেক ও কাফের ধারণা করে, যাহার প্রমাণ ওয়াহাবীয়া দলের প্রতিষ্ঠাতা খোদ্ মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজ্দী স্বীয় কুখ্যাত কেতাব "কেতাবুত তাওহীদের" মধ্যে নিজ আকীদা সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছেন যথা ঃ— (আরবী এবারত্) "মুশ্-রিকু যালিকায্ যামানি আখাফ্ফু কুফ্রান্ মিন্ মুস্লেমী হাযায্ যামানি।"

অর্থাৎ ঃ— "আরবের জাহেলীয়াতের যুগে মুশ্রেকগণের কুফ্র এই যামানার মুসলমানগণের কুফ্র হইতে অধিকতর হালকা ছিল।"

উক্ত এবারত্ হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, নজ্দীয়া ওয়াহাবীয়া দলের প্রতিষ্ঠাতার নিকট বর্ত্তমান যুগের দ্বীনদার মুসলমানগণ জাহেলিয়াতের যামানার মুশরেকগণ হইতে নিকৃষ্টতর। এই জন্য ওয়াহাবীয়া দলের লোকজন যে কোন মুসলমানকে মুশ্রেক অথবা বেদ্য়াতী বলিয়া থাকে। প্রত্যেক মুসলমান

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জানে (যে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মুসলমান রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম এর দরবার পাকে উপস্থিত হয় ও রাওযা পাকের নিকটে আদবের সহিত হাত বন্ধন অবস্থায় দাঁড়াইয়া নিজ মাওলাকে 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' বলিয়া সম্বোধন করতঃ নিজ মোনাজাতের মধ্যে তাঁহাকে বার্গাহে এলাহীতে ওয়াসীলা (মাধ্যম) জানিয়া সেই মাধ্যমের বর্কতে বার্গাহে এলাহীতে দোওয়া করে, আবার তাঁহার নিকট শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করে কিন্তু ওয়াহাবীগণের ইমাম্ মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজ্দী নিজ প্রণীত "কেতাবুদ্ তাওহীদের' মধ্যে লিখিয়াছে যে, নবীর কবর শরীফের জিয়ারতের জন্য সফর করা, নবীর কবর শরীফের নিকটে হাত বন্ধন অবস্থায় দাঁড়ানো নবীকে 'ইয়া রসূলাল্লাহ' বলিয়া সম্বোধন করা, নবীকে বার্গাহে এলাহীতে ওয়াসীলা (মাধ্যম) জ্ঞান করা, নবীকে নিজের শাফাআতকারী জানা, নবীর নিকট শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সমূহ কার্য শীর্ক এবং এইরূপ কার্য পালনকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রত্যেকেই মুশরেক্। এই ব্যাপারে ওয়াহাবীগণের প্রথম ইমাম ঐ মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহহাব নজ্দীর লিখিত "কেতাবুদ্ তাওহীদ" পুস্তক হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করিতেছি যাহা পাঠকগণ পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন যে, ওয়াহাবীয়া দল শির্কের কেমন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে যাহার দ্বারা দিবারাত্র কিভাবে দ্বীনদার মুসলমানগণের উপর শির্ক ও বেদ্আতের গুলি বর্ষণ করিতেছে।

উদাহরণ স্বরূপ 'কেতাবুত্ তাওহীদে'র কয়েকটি উদ্ধৃতি।

(১) (আরবি এবারত্) "ফাওয়াহিদুন্ য়া'বুদুন নাবিয়া ও মুত্তাবিআয়্হি হায়্সু য়া'তাকিদুহুম্ শুফাআহু ও আওলিয়া–আহু ও হাযা আক্বাহু আন্ওয়াইস্ শির্ক।

অর্থাৎ ঃ— "অতএব কোন ব্যক্তি নবী ও তাঁহার অনুসরণকারিগণকে পূজা করে এমন কি তাঁহাদিগকে নিজের শাফাআৎকারী ও সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করে, ইহা নিকৃষ্টতম শির্ক।"

পাঠকগণ, আহ্লে সুন্নতুল জমাআৎ এর আক্বীদা মোতাবেক নবী ও ওলীর প্রতি তাযীম ও আদব করা মুসলমানগণের উপর ফর্য। উম্মতের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের এবং আওলিয়ায়ে কেরামের শাফাআৎ ও সাহায্য বহু হাদীস পাক ও বুজুর্গানে দ্বীনের কাওল এবং উম্মতের ইজ্মা হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে। ইহার বিপরীত বেদ্আত্, গুমরাহী এবং কুফর। কিন্তু ওয়াহাবীগণের ইমাম মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজ্দী মুসলমানগণের আকীদার বিপক্ষে বলিতেছে যে, শাফাআতের আকীদা শির্ক এবং কোন নবী বা ওলীকে সুপারিশকারী ও সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করা শির্ক অর্থাৎ বুৎ পূজা। কি জঘন্য আক্বীদা!

(২) (আরবী এবারত্) "মান্ এ'তাকাদান্ নাবিআ ও গায়রাহু ওলিয়াহু ফাহুয়া ও আবু জাহিলিন্ ফিস্ শির্কে সাওয়াউন্।"

অর্থাৎ ঃ— "যে ব্যক্তি নবী ও ওলীকে নিজ সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি এবং আবুজেহেল একই শ্রেণীর মুশ্রেক্।"

পাঠকগণ! মনোযোগ দিন, আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন যথাঃ— **"ইন্নামা ওলিয়ুকুমুল্লাহু ও রসূলুহু।"**

অর্থাৎ ঃ— "তোমাদের সাহায্যকারী হইতেছেন আল্লাহ এবং তাঁহার রসূল।" উক্ত আয়াৎ পাকে আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং নিজেকে এবং তাঁহার রসূলকে মুসলমানগণের সাহায্যকারী বলিতেছেন কিন্তু ওয়াহাবীগণের ইমাম বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি নবীকে নিজের সাহায্যকারী বলিয়া বিশ্বাস করে সে মুশরেক। ওয়াহাবীয়া দল যে আল্লাহ্ ও রসূলের কত বড় অবাধ্য পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখুন। রসূল যদি সাহায্যকারী না হন তাহা হইলে কে আমাদের সৎপথ প্রদর্শক হইবে এবং কাহার সাহায্যে আমরা দ্বীনদার মুসলমান হইব?

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৩) (আরবী এবারত) "মান্ কালা ইয়া রাসূলাল্লাহি আস্ আলুকাশ্ শাফাআতা, ইয়া মুহাম্মাদু উদ্ উল্লাহা ফী কাযায়িহাজাতী, ইয়া মুহাম্মদু আস্ আলুল্লাহা বেকা ও আতুওয়াজ্জাহু এলাল্লাহি বিকা ও কুল্লুম্ মান্ নাদাহু ফাক্বাদ্ আশ্‌রাকা শির্কান আকবার্।"

অর্থাৎ ঃ— "যে ব্যক্তি ইহা বলে যে, ইয়া রসূলাল্লাহ্ আমি আপনার নিকট শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করিতেছি অথবা ইহা বলে যে হে মুহম্মদ, আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার জন্য আল্লাহর্ নিকট দোওয়া করুন, কিংবা ইহা বলে যে, হে মুহম্মদ, আমি আপনার ওয়াসীলা (মাধ্যম) হইতে আল্লাহ'র দিকে ধাবিত হইতেছি, এবং প্রত্যেকে যাহারা নবীকে এইভাবে ডাকে তাহারা সবাই বড় মুশরেক্।"

মুসলমানগণ, আপনারা দেখুন যে, ওয়াহাবীগণের ইমাম পরিষ্কারভাবে বলিতেছে যে, ইয়া রসূলাল্লাহ্ বলা শির্ক এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম এর নিকট শাফাআতের জন্য প্রার্থনা করা শির্ক এবং হুযুরকে ওয়াসীলা (মাধ্যম) জ্ঞান করাও শির্ক অথচ সহীহ্ হাদীস শরীফ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এক অন্ধ ব্যক্তিকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন যথাঃ— (হাদীস শরীফ) **আল্লাহুম্মা ইন্নি আতাওয়াজ্জাহু এলায়কা নাবিয়িকা মুহাম্মাদিন নাবিউর রাহ্‌মাতি ইয়া মুহাম্মাদু ইন্নি আতাওয়াজ্জাহু বিকা এলা রাব্বি লিএক্‌দিয়া লী হাজাতী।**"

অর্থাৎ ঃ— "হে আল্লা, আমি, তোমার নবী মুহম্মদ রহমতের নবীর ওয়াসীলা হইতে তোমার দিকে ধাবিত হইতেছি, হে মুহম্মদ, আমি আপনার মাধ্যমে নিজ প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হইতেছি এইজন্য যে আমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন।" উক্ত দোয়াকে ইমাম তিরমিজী, ইব্‌নে মাজা, তিব্‌রানী এবং অন্যান্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ হাদীসের কেতাব সমূহে রেওয়ায়েত করিয়াছেন এবং তাহার সত্যতা সম্বন্ধেও বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু ওয়াহাবীগণের নিকট ঐ প্রকারের দোয়া করা শির্কের অন্তর্ভুক্ত ইহা এইজন্য যে ঐ দোয়া এর মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামকে ডাকা হইতেছে এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাঁহার ওয়াসীলা সম্বন্ধে উল্লেখও আছে। ঐ কথাগুলি ওয়াহাবীগণের নিকট শির্ক এবং ঐরূপ যাহারা করে তাহারা মুশ্‌রেক্ (নাউযোবিল্লাহ্)। অতএব ওয়াহাবীগণ উক্ত হাদীস শরীফের কঠোর প্রতিবাদ করায় ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে তাহারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের মত ও পথকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এমনকি তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামকেও মুশরেক্ না বলিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। কারণ যে মত শির্ক হয় সেই মতের শিক্ষাদাতাও মুশরেক্ বলিয়া গণ্য হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের মত ও পথের বিরুদ্ধতা কী খাঁটি ইমানদার মুসলমানের পরিচয়? যাহারা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের তরীকার বিপরীত তরীকা অবলম্বন করে তাহাদের নমায, রোযা ও বাহ্যিক পর্‌হেজ্‌গারী কী কার্য্যকরী হইতে পারে? অবশ্যই যাহারা রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের বিরুদ্ধাচারী তাহারাই শয়তানের দল, তাই ঐরূপ গুমরাহ ও বেদ্বীন ব্যক্তিগণকে হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম শয়াতনের দল বলিয়া ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন।

(৪) (আরবী এবারত্) "আস্‌সাফ্‌রু এলা কাব্‌রি নাবিয়িন্ ও ওলিয়িন্ ও সায়িরিল্ আওসানি শির্কুন আক্‌বার।"

অর্থাৎ ঃ— "নবী ও ওলীর কবর এবং সমূহ বুতের দিকে সফর করা বড় শির্ক।"

কি জঘন্য আক্বীদা! ওয়াহাবীগণের ইমাম, মহামান্য নবীগণ ও ওলীগণের পাক রাওযাগুলিকে বুতের সামিল করিল এবং ঐ পাক রাওযাগুলির যিয়ারতের জন্য হাজির হওয়াকে শির্ক বলিল কিন্তু হাদীস শরীফ পাঠ করিলে ইহা জানা যায় যে, হুযুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম কবরের যিয়ারত্ করিবার জন্য উম্মতগণের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং নিজ কবর শরীফ যিয়ারত্ করিবার জন্য ইহা ফরমাইয়াছেন ঃ— "যে ব্যক্তি আমার কবরের যিয়ারৎ করিল তাহার জন্য আমার শাফাআত্ ওয়াজেব হইল।" ওয়াহাবীগণের আক্বীদা অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মুসলমান যাঁহারা সুদূর দেশ অতিক্রম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করিয়া নবীর বা ওলীর রওযা পাকে উপস্থিত হন তাঁহারা সকলেই মুশ্‌রেক্ (নাউযোবিল্লাহ্)। ওয়াহাবীগণ রসূলুল্লাহ্'র মত ও পথের কেমন খেলাফ্ মতবাদ সৃষ্টি করিয়া মুমেন মুসলমানদিগকে গুম্‌রাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাই অবলোকন করুন। ওয়াহাবীগণ তাহাদের উক্ত অপবিত্র মতবাদের দ্বারা কী কাফের ও মুর্‌তদে পরিণত হয় নাই?

(৫) (আরবী এবারত্) "ওয়াহিদুন্ য়া'বুদুল্ আওসানা হায়্‌সু য়ুআয্ যিমু কাব্‌রান নাবীয়ি ও য়াকিফু ইন্দাহু কামা য়াকিফু ফিস্ সালাতি।"

অর্থাৎ ঃ— "যাহারা নবীর কবরের তাযীম্ করে এবং কবরের নিকট নমাযের ন্যায় হাত বন্ধন অবস্থায় দাঁড়ায় তাহারা বুৎ পূজা করে।"

হায় আফ্‌সোস্! ঐ বদ্‌নসীবের মনে কি এক কণিকা পর্যন্তও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মহব্বত নাই যাহার জন্য সে নবীর কবরের একটুও তামীম্ করিল না? এমন কি নবীর কবর শরীফকেও বুৎ বলিল এবং লক্ষ লক্ষ মুসলমান যাঁহারা কবর শরীফের নিকট হাত বন্ধন অবস্থায় দাঁড়ান তাঁহাদিগকেও মুশ্‌রেক বলিল! অথচ আমাদের শরীয়তে ঐরূপ দাঁড়াইবার বিধান রহিয়াছে। এইরূপ বাতেল মত পোষণকারীকে কী কেহ মুসলমান বলিতে পারে? যাহারা মুসলমানকে অন্যায়ভাবে কাফের ও মুশ্‌রেক বলে তাহারাই কাফের ও মুশ্‌রেক। নবীর কবরের তাযীম্ করা প্রকৃতপক্ষে নবীর প্রতিসম্মান প্রদর্শন করা। তিনি হামেশার জন্য নিন্দা এবং উম্মত্‌গণের কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। নবীর তাযীম্ হইতে কে বিমুখ হইয়াছিল? শয়তানই হইয়াছিল। অবশ্যই ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ওয়াহাবীগণ শয়তানের পথ এখ্‌তেয়ার করিয়া শয়তানের দলভুক্ত হইয়াছে।

(৬) (আরবী এবারত্) আইয়ুহাল্ মাজানীনা লিমা লা তাকুলুনা ইয়া আল্লাহু ও হুয়া মাআকুম্ ফা আইয়ু হাজাতিন্ এলাল্ মাজিয়ি এলা মহাম্মদীন্ ওয়াররুজুয়ি এলায়হি।"

অর্থাৎ ঃ— "হে পাগলগণ, তোমরা ইয়া আল্লাহ্ (হে আল্লাহ) বল

না কেন? অথচ সে (আল্লাহ) তোমাদের সঙ্গে। সুতরাং মুহম্মদের দিকে যাইবার এবং তাঁহার দিকে ধাবিত হইবার কী দরকার?"

মোনাফেক্‌গণ কেবল অআল্লাহ্ তা আলাকেই মানে রেসালতকে মানে না যাহার জন্য তাহারা রসূলের প্রতি মহব্বত ও তাযীম্ করে না। তাহাদের মনে রসূলের তাযীম্ ও মহব্বত না থাকার ফলে তাহারা রসূলের শত্রু ও অবাধ্য। যাহারা কেবল আল্লাহ তাআলো মানে কিন্তু রসূলকে মানে না তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাকেও মানে না। যাহারা রসূলকে মহব্বত ও তাযীমের সহিত মানে তাহারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাকে মানে ও মহব্বত্ করে, ইহাই কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। আমরা হযরত মুহম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামেরই মাধ্যমে ইসলাম প্রাপ্ত হইয়া মুসলমান বলিয়া দাবী করিতেছি। যদি আমরা তাঁহার নিকট না যাই এবং তাঁহার গোলামী এখ্‌তেয়ার না করি তাহা হইলে আমরা কিরূপে মুসলমান ও ইমানদার হইতে পারিব? মুসলমানগণ জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে মরণ পর্যন্ত তাঁহারই মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ আমাদিগকে প্রত্যেক সময়ে ও প্রত্যেক অবস্থায় তাঁহারই রীতিনীতি, আদেশ নির্দেশ পালন করিয়া তাঁহার তরীক্বার দিকে ধাবিত হইতে হয়, তাহা না হইলে আমরা কোন্ জন্তুর আদর্শ গ্রহণ করিয়া মুমেন মুসলমান বলিয়া গণ্য হইব? রসূল হইতে কাহারা দূরে থাকে? কেবলমাত্র শয়তানই দূরে থাকে। অতএব ওয়াহাবীগণ হইতেছে শয়তানের দল, তাই তাহারা রসূল হইতে নিজেদের সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছে এবং আমাদিগকেও তাহা ছিন্ন করিতে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। নাউযোবিল্লাহ্।

(৭) (আরবী এবারত) "আম্‌মাস্ সাবিকুনা ফাল্‌লতা ওল্ উয্‌যা ওস্ সুওয়াআ ও আম্‌মাল্ লাহিকুনা ফা মুহাম্মাদান্ ও আলীয়ান্ ও আব্‌দাল্ কাদের ওল্ কুল্লু সাওয়াউন।"

অর্থাৎ ঃ— "অগ্রবর্তী লোকগণ 'লাত, উয্‌যা ও সোওয়া'কে পূজা করিত এবং পরবর্তী লোকগণ মুহম্মদ, আলী এবং আব্‌দুল কাদেরকে পূজা করে অথচ (প্রস্তরের নির্মিত মূর্ত্তি) 'লাত, উয্‌যা ও সোওয়া' এবং মুহম্মদ, আলী ও আব্‌দুল কাদের সকলেই হইতেছে সমান।"

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উক্ত বদ্‌নসীব ওয়াহাবীগণের ইমাম উক্ত নাপাক এবারতে হুযুর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম্ হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজ্‌হাহু এবং হযরত গাওসুল আযম রাদিআল্লাহু আন্‌হুকে মুশরেক্‌গণের জীবনহীন বুতের সামিল করিল। ইহার চেয়ে ওয়াহাবীগণের বেদ্বীনী ও বেইমানীর প্রকাশ্য দলিল আর কি হইতে পারে? নবী ও ওলীগণের সহিত ওয়াহাবীগণের এত শত্রুতা! যেমন পাক শরীয়তে আমাদিগকে বুৎ হইতে দূরে থাকিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে তেমনই ওয়াহাবীগণ আমাদিগকে নবী ও ওলী হইতে দূরে থাকিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। পাক শরীয়তানুযায়ী আমাদের আকীদা হইতেছে, আমরা যতই নবী ও ওলির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে পারিব ততই আমরা সৌভাগ্যবান হইব। কিন্তু ওয়াহাবীগণ আমাদিগকে নবী ও ওলীর সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার শিক্ষা প্রদান করিতেছে। নবী ও ওলী যদি বুৎ হইলেন তাহা হইলে কে আমাদের সৎ পথপ্রদর্শক হইবে? পক্ষান্তরে ওয়াহাবী নজ্‌দী, নবী ও ওলীকে বুতের পর্য্যায়ে পর্য্যবসিত করিয়া তাহার পূর্বপুরুষ যুল্‌খাও-য়ায়সেরার পথ অবলম্বন করিয়া নবী ও ওলীর শানের প্রতি বেয়াদবী ও অসভ্যতার চরমসীমা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী দ্বীন ইসলাম হইতে এরূপ খারিজ হইয়া গিয়াছে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। নবী হইতে বিরত থাকা কি ওয়াহাবীগণের তাওহীদ? এরূপ তাওহীদের সৃষ্টিকর্তা তো স্বয়ং আযাযীল ছিল। সে নবী এবং নবীর তাযীম্ হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতঃ কেবল আল্লাহ্ তাআলাকেই মানার এক নূতন তাওহীদের বুনিয়াদ কায়েম করিয়া নিজে শয়তান মরদুদে পরিণত হইয়াছিল। ঐ নজদী ওয়াহাবীগণের ইমামের তাওহীদ শয়তানী তাওহীদ ছিল, যাহার ফলে সে এবং তাহার অনুসরণকারিগণ শয়তানী তাওহীদ এখ্‌তেয়ার করিয়া শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমাদের পাক শরীয়তে তাওহীদের ব্যাখ্যা ইহাই যথাঃ (আরবী এবারত্) "ফাত্ তাওহীদু য়াদ্‌খুলু ফীহে কুল্লুমা য়াতাআল্লিকু বিযাতিহী তাআলা ও আস্‌মায়িহী ও সিফাতিহী ও রুসূলিহীল্ কেরাম।" (আল্ হেদায়াতো এলা সেরাতিল্ মুস্‌তাকীম)।

অর্থাৎ ঃ—"বস্তুতঃ তাওহীদ ইহাই যাহার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার ও তাঁহার মহান রসূলগণের যাত নামসমূহ এবং গুণাবলী অন্তর্ভুক্ত।"

আবার ঐ কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে যথা ঃ— (আরবী এবারত) "ফা হুয়া মুতাআল্লাকুন্ বিযাতিল্লাহি তায়ালা ও যাতি রুসুলিহীল্ কেরাম।"

অর্থাৎ ঃ— "তাওহীদ উহাই যাহা আল্লাহ্ তাআলার যাতের সহিত এবং তাঁহার রসূলগণের যাতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।" সুতরাং, আল্লাহ্ তাআলাকে মানার সহিত যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাঁহার রসূলকে মানা হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ খাঁটি মোওয়াহ্‌হেদ্ (আল্লাহ'র একত্বে বিশ্বাসী) হইতে পারে না। ওয়াহাবীগণ শির্কের বিকৃত অর্থ প্রকাশ করিয়া মুসলমানদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। মোটের উপর শির্ক উহাই যাহা আল্লাহ্ তাআলার অনুরূপ কাহাকেও জানা ও মানা, কিন্তু মুসলানগণ আল্লাহ্ তাআলার মত কাহাকেও জানে না আর মানেও না বরং রসূলকে আল্লাহ্ তাআলার মহবুব এবং ওলীকে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা জনিয়া তাঁহাদের নিকট ধাবিত হয়। সুতরাং, এখানে শির্কের কোন প্রশ্নই আসিতে পারে না।

ওয়াহাবীয়া দলের সমূহ জঘন্য আক্বীদা এবং বাতেল কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে যদি বর্ণনা করা যায় তাহা হইলে একটি বৃহৎ আকারের পুস্তক প্রণয়ন করার প্রয়োজন হইবে। এখানে আমি সংক্ষেপে তাহাদের কয়েকটি জঘন্য আক্বীদার হকীকৎ বর্ণনা করিলাম।

আমার বিশ্বাস যে নজ্‌দীয়া ওয়াহাবীয়া দলের জঘন্য আক্বীদাগুলির হকীকৎ অবগত হইবার পর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের যোবান্ মোবারক্ হইতে তাহাদের বাহ্যিক কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রবণ করিবার পর কোনও মুসলমান তাহাদের বাহ্যিক পর্‌হেজগারীর ফাঁদে পতিত হইবে না এবং তাহাদিগকে শরীয়তের ভক্ত ও খাঁটি মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিবে না।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হিন্দুস্থানে ওয়াহাবীয়াতের প্রাদুর্ভাব

মৌলবী ইসমাইল দেহ্লবীর দ্বারা হিন্দুস্থানে ওয়াহাবিয়াতের প্রথম ফিত্না ফাসাদ প্রকাশ পাইল। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতে ওয়াহাবীয়া আক্বীদা (মত) অবলম্বন করিয়া উক্ত আক্বীদা প্রচারের জন্য মহম্মদ বিন আবদুল ওয়াহাহাব নজ্দীর প্রসিদ্ধ পুস্তক "কেতাবুদ তাওহীদ" এর অনুসরণে উর্দুতে একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সেই পুস্তকের নাম 'তাকবিয়াতুল ইমান' রাখিলেন। তিনি নিজ পুস্তকে নজ্দীর অনুসরণে দ্বীনদার মুসলমানদিগকে কাফের ও মুশ্রেক বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং বুজুর্গানে দ্বীন আম্বিয়া ও আওলিয়ার শানে যে বেয়াদবি ও বর্বরতা করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত, যাহার কয়েকটি এবারত্ উদাহরণস্বরূপ বর্ণিত হইবে। উক্ত খান্দানের মৌলবী ইস্হাক দেহ্লবী অন্যতম। তাঁদের উভয়ের মধ্যে ইহাই পার্থক্য যে মৌলবী ইস্মাইল তক্লীদ্ অমান্য করিয়া গায়ের মোকাল্লিদ্ হইলেন এবং মৌলবী ইস্হাক দেখিলেন যে তক্লীদে থাকিবেন, তাই তিনি চালচলনে হানাফী মজ্হাবে থাকিলেন; কিন্তু উভয়েই আক্বীদায় মহম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজ্দীর মতাবলম্বী হইলেন। দেওবন্দী আলেমগণের পেশ্ওয়া মৌলবী রাশীদ্ আহ্মদ্ গাঙ্গোহীর জীবনী লেখক "তাযকেরাতুর রাশীদ" এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মৌলবী ইস্হাক্ এবং মৌলবী ইস্মাইল এর একই মজ্হাব্ ও একই আক্বীদা ছিল। মৌলবী ইস্হাক্ সাহেবের অনুসরণে মৌলবী আশ্রাফ আলী থান্বী ও মৌলবী রাশীদ্ আহমেদ্ গাঙ্গোহী, মৌলবী কাসেম নানাতোবী (দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) ও খলিল্ আহমেদ্ আম্বেঠবী ওয়াহাবীয়া আক্বীদা (মত) পোষণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা চার জনই হইতেছেন দেওবন্দী আলেমগণের পেশ্ওয়া এবং ইঁহাদের সকলের পেশ্ওয়া হইতেছেন মৌলবী ইসহাক দেহলবী ও মৌলবী ইসমাইল দেহ্লবী। আমি পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি যে ওয়াহাবীয়া খারেজীগণের তাওহীদও মুখ্য উদ্দেশ্য হইল আম্বিয়া ও আওলিয়ার শানের তাওহীন (অবমাননা) করা ও ইমানদার মুসলমানগণকে কাফের ও মুশরেক্ বলা। তাই দেওবন্দী

www.YaNabi.in

আলেমগণের পেশওয়াগণ হুযুর সাল্লাল্লাহ্ আলায়হি ও সাল্লাম ও ওলিগণের পবিত্র শানে অত্যন্ত জঘন্য ভাষা প্রয়োগ ও হীন আচরণ প্রকাশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে যে মর্তবা ও মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন সেই প্রকার মর্তবা ও মর্য্যাদা এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও অধিক মর্তবা নিজেদের সম্বন্ধে বর্তাইয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ও ওলিগণের পদমর্য্যাদা লাঘব করতঃ নিজেরা ইমানের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছেন, যাহার নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেওবন্দী আলেমগণের পেশ্ওয়া মৌলবী আশ্রাফ্ আলিথান্বী "হিফ্যুল ইমান" কেতাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর 'ইল্মে গায়েব্'কে তাওহীন্ করিয়া নিম্নরূপ উক্তি করিয়াছেন ঃ— "আপ্কী যাতে মোকাদ্দাসা পার্ ইল্মে গায়েব্ কা হুকুম, কিয়া জানা আগার্ বাকাওলে যায়েদ্ সাহীহ্ হো তো দার্য়াফ্ত্ তালাব্ আমার্ হ্যায় কে ইস্ গায়েব্ সে মোরাদ বায্ গায়েব্ হ্যায় ইয়া কুল্ গায়েব্ আগার্ বায্ উলুমে গায়বীয়া মোরাদ্ হ্যাঁয় তো ইস্মে হুযুর কী হী ক্যা তাখসীস্ হ্যায় আয়্সা ইল্মে গায়েব্ তো যায়েদ্ ও উম্র বাল্কে হার্ সাবী ও মজনুন বাল্কে জামীয়ে হায়ওয়ানাত্ ও বাহায়েম্ কে লীয়ে ভী হাসিল্ হ্যায়।"

অর্থাৎ ঃ— "হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম এর পবিত্র যাতের জন্য ইল্মে গায়েব্ সাব্যস্ত করা যদি জায়েদের কথা অনুযায়ী সঠিক হয় তবে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, এই গায়েবের (গুপ্ততত্বের) উদ্দেশ্য কি কতিপয় গায়েব্ অথবা সম্পূর্ণ গায়েব? যদি বায্ উলুমে গায়বীয়া (কতিপয় গুপ্ত বিদ্যাই) উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহাতে হুযুরেরই বা কী বিশেষত্ব? এইরূপ ইল্মে গায়েব্ (গুপ্তবিদ্যা) তো জায়েদ, উমর্ বরং প্রত্যেকের এবং পাগল এমনকি পশুপক্ষীকুল ও চতুস্পদ জন্তুদিগের জন্যও সাব্যস্ত রহিয়াছে।"

মৌলবী আশ্রাফ্ আলী থান্বী এখানে ইলমে গায়েব কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন যথা ঃ— 'কুল্ ইল্মে গায়েব' এবং 'বায্ ইল্মে গায়েব'।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বায্ (কতিপয়) ইল্মে গায়েবকে যদিও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের জন্য স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তাহাও সাধারণ মানুষ, পাগল পশুপক্ষী ও চতুস্পদ জন্তুর (অর্থাৎ গাধা, কুকুর, শূকর ইত্যাদির) সমতুল্য করিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর মর্য্যাদাহানি করতঃ নিজ ধৃষ্টতার প্রমাণ দিয়াছেন।

আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— **"ওমা কানাল্লাহু লিয়ুত্-লিয়াকুম্ আলাল্ গায়বি ওলাকিন্নাল্লাহা য়াজ্তাবী মির্ রুসুলিহী মাইঁয়াশাও।"**

অর্থাৎ ঃ— "ইহা আল্লাহ্ তাআলার শান নয় যে তোমাদিগকে তিনি গায়েব অবগত করান, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ইহার জন্য (অর্থাৎ গায়েবের জন্য) রসূলগণের মধ্যে যাঁহাকে চাহেন তাঁহাকে মনোনীত করেন।"

আবার ফরমাইতেছেনঃ— **"আলিমুল্ গায়বি ফালা য়ুযহিরু আলা গায়্বিহী আহাদা ইল্লা মানির্তাদা মির্ রুসুলীন্।"**

অর্থাৎ ঃ— "আল্লাহ তাআলা গায়েবের জ্ঞাতা। তিনি নিজ পছন্দসই রসূল ব্যতীত কাহাকেও নিজ গায়েবের অধিকারী করেন না।

আল্লাহ্ তাআলা আবার ফরমাইতেছেন ঃ **"ওমা হুয়া আলাল্ গায়বি বিদানীন্।"**

অর্থাৎ ঃ— "আমার মাহবুব তোমাদিগকে গায়েবের সংবাদ দান করিতে কৃপণ নন।"

উল্লিখিত আয়াতগুলির দ্বারা জানা যাইতেছে যে আল্লাহ্ তাআলা ইল্মে গায়েবের জন্য রসূলকে মনোনীত করিয়াছেন এবং নিজস্ব গায়েব্ তাঁহাকে দান করিয়াছেন। উক্ত আয়াতগুলির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন উক্তি প্রকাশ করেন নাই যাহা রসূলের জন্য ইল্মে গায়েব্কে একটি গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে, কিন্তু মৌলবী আশ্রাফ্ আলী থান্বী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের জন্য 'বায্ ইল্মে গায়েব্' উল্লেখ করিয়া আবার তাহাও একটি নিকৃষ্টতম গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাল্লামের শানের প্রতি অবমাননার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং নিজে কোর্আনী আয়াতের বিপরীত মতামত প্রকাশ করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছেন।

হযরত মুজাদ্দিদ আল্ফে সানী (রাহ্মাতুল্লাহে আলায়হে) 'মক্তুবাত' শরীফের প্রথম খণ্ডে ফরমাইতেছেন যথা ঃ—

"হার্ ইল্ম্ কে মাখ্সুস্ বেহী উস্ত্ সুব্হানাহু খাস রোসোল্ রা ইত্তেলা মী বাখ্শাদ্।"

অর্থাৎঃ— "যে ইল্ম্ আল্লাহ তাআলার নিজস্ব সেই ইল্মের অবগতি তিনি আপন খাস্ রসূলগণকে দান করিয়াছেন।" এখানে হযরত মুজাদ্দিদ্ (রাহমাতুল্লাহে আলায়হে) তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের ইল্ম্ সম্বন্ধে বায্ ইলম্ উল্লেখ করিয়া কোন সীমা রেখা টানেন নাই।

আল্লামা বুসিরী (রাহমাতুল্লাহে আলায়হে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামর এর শানে ফরমাইতেছেন, যথা ঃ—

"ফাকান নাবীয়ীনা ফী খাল্কীন্ ও ফী খুলুকিন্ ওলাম্ য়ুদানূহু ফী ইল্মিন্ ওলা কারামী।"

অর্থাৎ ঃ— "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম চরিত্রে এবং গঠনে নবীগণ হইতে শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য নবীগণ তাঁহার বিদ্যা এবং দয়ার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।"

আবার তিনি বলিতেছেন ঃ— "ফা ইন্না ফাদ্লা রসূলিল্লাহি লায়সা লাহু হাদ্দুন্ ফা য়ূ'রবু আনহু নাতিকুম্ বিফামী"।

অর্থাৎ ঃ— "কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের বজুর্গীর কোন সীমা নাই যাহা কোন বর্ণনাকারী মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারে।"

আবার উনি বলিতেছেনঃ— "ওস্সাআল্ আলামীনা ইল্মান্ ও হিল্মান্, ফাহুয়া বাহরুন্ লাম্ তা'য়িহাল আ'য়াউ।"

অর্থাৎঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম নিজের বিদ্যা এবং চরিত্রের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টন করিয়াছেন। অতএব তিনি এমনই মহাসাগর যাহাকে কোন পরিবেষ্টনকারী পরিবেষ্টন করিতে পারে না।"

www.YaNabi.in

হযরত ইমাম বুশীরী (রাহ্মাতুল্লাহে আলায়হে) এর [illegible] হইতে জানা

www.YaNabi.in

গেল যে, কোন নবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ইল্মের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই এবং আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে যে বুজুর্গী দান করিয়াছেন তাহারও কোন সীমা নাই। তাঁহার ইল্ম্ (বিদ্যা) সমগ্র জাহানকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে এবং কেহই তাঁহার ইলমের নাগাল পাইতে পারেন নাই। এখানে তো ইমাম বুশীরী (রাহ্মাতুল্লাহে আলায়হে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ইল্ম্ সম্বন্ধে বায্ ইল্ম্ বর্ণনা করিয়া কোন সীমা রেখা টানেন নাই। হায় আফ্সোস্! মৌলবী আশ্রাফ্ আলী থান্বীর রসূলের সহিত এত শত্রুতা যে রসূলের ইল্মের বুজুর্গীর উপর হিংসা বশতঃ রসূলের ইল্মকে চতুষ্পদ জন্তুর ইল্মের সমতুল্য বলিয়া দরবারে রেসালত্ হইতে মুখ কালো করিলেন। পাঠকগণ, আপনারা চিন্তা করুন, মৌলবী আশ্রাফ আলী থান্বীর হীন ভাষার দ্বারা কি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানের প্রতি বেয়াদবি ও অসভ্যতা প্রদর্শন পরিলক্ষিত হয় নাই?

আবার উক্ত আশ্রাফ আলী থান্বী সাহেব তাঁহার "হিফ্জুল ইমান" পুস্তকের মধ্যেই লিখিতেছেন যথা ঃ—

"আগার তামাম্ উলুমে গায়েব মোরাদ্ হ্যাঁয় ইস্তারা্ কে উস্কী এক্ ফারদ্ ভী খারীজ্ না রহে তো উস্কা বুতলান্ দালীল আক্লী ও নাক্লী সে সাবীত্ হ্যায়।"

অর্থাৎ ঃ— "যদি সমূহ ইলমে গায়েব (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর জন্য) উদ্দেশ্য হয় এইরূপে যে, যাহার একটিও তাহার হইতে বহির্গত না হয় তাহা হইলে যুক্তির্তক ও কোর্আন হাদীসের দলিল অনুযায়ী উহার বাতিল হওয়া সাব্যস্ত রহিয়াছে।"

ইতঃপূর্বে মৌলবী আশ্রাফ্ আলী থান্বী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর জন্য বায্ ইল্মে গায়েব মানিয়াও উহাকে এরূপ পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন যাহা নিঃসন্দেহে রসূলের শানের খর্বতা ও অবমাননা প্রকাশ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করে। কিন্তু এক্ষণে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর জন্য কুল গায়েবকে একেবারেই অস্বীকার করিতেছেন। শুধু অস্বীকারই নয় আল্লাহতাআলার উপরও কর্তৃত্ব চালাইয়া কোর্আন পাকের নির্দ্দেশের প্রতি উপেক্ষা পূর্ব্বক নিজ পরকালকে বরবাদ করিয়াছেন।

আল্লাহঅতাআলা আপন হাবীব ও মাহবুবের ইল্মের সম্বন্ধে ফরমাইতেছেন "ও আল্লামাকা মালাম্ তাকুন্ তা'লাম্ ও কানা ফাদ্লুল্লাহি আলায়্কা আযিমা।"

অর্থাৎ ঃ— "হে নবী, আল্লাহ তাআলা তোমাকে শিখাইয়া দিয়াছেন যাহা কিছু তুমি জানিতে না এবং তোমার উপর আল্লাহ তাআলার অসীম করুণা রহিয়াছে।" এখানে অজ্ঞাত বিষয়ের ইল্ম্ (বিদ্যা) অর্থাৎ ইল্মে গায়েব্ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে দান করাকে আল্লাহ্ তাআলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর বুজুর্গী ও প্রশংসার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। উক্ত আয়েত পাকের তাৎপর্য্য ইহাই হইতেছে যে দুনিয়া ও আখেরাতের সমূহ অজ্ঞাত বিষয়গুলি যাহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর অজানায় ছিল তাহা আল্লাহ্ তাআলা নিজ করুণায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে শিখাইয়া দিয়েছেন, এমনকি কোন জিনিষই তাঁহার অজানা রহিল না। যদি কোন জিনিষ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর অজানা থাকিত তাহা হইলে কেনই বা আল্লাহ তাআলা বলিতেন "যাহা তুমি জানিতে না তাহা আল্লাহ তাআলা তোমাকে শিখাইয়া দিয়াছেন।" যদি কেহ বলে যে, অমুক জিনিষ হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম জানেন না তাহা হইলে তাহার উত্তর ইয়াই হইবে "আল্লামাকা মালাম্ তাকুন্ তালাম্।"

অর্থাৎ, যাহা তিনি জানিতেন না তাহা আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে শিখাইয়াছেন। ঐরূপে যতই প্রশ্ন হইতে থাকিবে তাহার উত্তর এরূপে একই হইবে। আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— **"ওমা কানা আতাও রাব্বিকা মাহ্যুরা।"**

অর্থাৎ ঃ— "হে মাহ্বুব, তোমার প্রতিপালকের দান সীমাবদ্ধ নহে।" উক্ত আয়াত পাকের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহ্ তাআলা সমূহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইল্‌মে গায়েব্ যাহার মধ্যে কোন একটিও বাদ নাই, যাহা আপন হাবীব ও মাহ্‌বের অজানা ছিল তাহা তাঁহাকে শিখাইয়া দিয়াছেন। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন, "ফাতাজাল্লালী কুল্লু শায়্‌য়িন্ ও আরাফতু।"

অর্থাৎ ঃ— "আমার জন্য প্রত্যেকটি জিনিষ প্রকাশিত হইল এবং আমি তাহার প্রত্যেকটিকে জানিয়াছি।" (মিশ্‌কাত্ বাবুল্ মাসাজেদ্)।

এক্ষণে থান্‌বী সাহেব রসূলের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিতে যাইয়া তাঁহার মতটি যে কোর্‌আন ও হাদীসের বিপরীতে বর্তাইয়াছে তাহার প্রতি কী তাঁহার লক্ষ্য রহিল না! অবশ্যই রসূলের অবমাননাকারীর চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। যদি আরবী ও ফার্সী ভাষার বহু কেতাব পাঠ করিয়া লইলেই মুসলমান হওয়া যায় তাহা হইলে এইরূপ বহু অমুসলমান রহিয়াছেন যাঁহারা আরবী ও ফার্সী ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদিগকেও মুসলমান বলিতে হয়। নবীগণ বিদ্যার দ্বারাই মাখলুকাত্ অপেক্ষা অসাধারণ ও শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। যদি সাধারণ মানুষ পশুপক্ষী ও চতুষ্পদ জন্তুর বিদ্যা নবীর বিদ্যার সমতুল্য হয় তাহা হইলে নবী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? তবে কি মৌলবী আশ্‌রাফ্ আলী থান্‌বীর মতে চতুষ্পদ জন্তুকেও নবী বলিতে হইবে? নাউযোবিল্লাহ্।

বিদ্যার বুজুর্গী যাহা নবুওতের মহত্বের মধ্যে পরিগণিত, তাহাতে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের বিশেষত্ব রহিয়াছে তাহাকে মৌলবী আশ্‌রাফ্ আলী থান্‌বী একেবারেই অস্বীকার করিয়াছেন। থান্‌বী সাহেবের অন্তরের মধ্যে তো রসূল বৈরিতার আগুন প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে, তাই তিনি তাহা স্বীকার করিবেন বা কেন? তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম এর বিদ্যার বৈশিষ্ট্যকে অগ্রাহ্য ও অবজ্ঞা করিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর বিদ্যাকে প্রথমতঃ সাধারণ মানুষের বিদ্যার সমতুল্য করিয়া বলিতেছেন যে "এরূপ বিদ্যাতো জায়েদ, উমর অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জন্যও সাব্যস্ত রহিয়াছে," ইহা বলিয়াও থান্‌বী সাহেবের মধ্যে রসূল শত্রুতার আগুন নির্বাপিত হয় নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যদি হুযুরের বিদ্যাকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কেবল সাধারণ মানুষের বিদ্যার সমতুল্য বলা হয় তাহা হইলে তো ইহাতে হুযুরের বিদ্যার প্রতি অবমাননা করিবার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণরূপে সফল হইতেছে না। কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেকে বিদ্বান রহিয়াছেন। তাই তিনি পরক্ষণে আবার হুযুরের বিদ্যাকে সাধারণ মানুষের বিদ্যার অপেক্ষও নিম্নস্তরের প্রত্যেক বালক এবং পাগলের বিদ্যার সমতুল্য করিয়া বলিতেছেন ঃ— "এরূপ বিদ্যাতো বরং প্রত্যেক বালক ও পাগলের জন্যও সাব্যস্ত রহিয়াছে।" ইহাতেও থান্‌বী সাহেবের অন্তরের মধ্যে রসূলের প্রতি বিদ্বেষের আগুন ঠাণ্ডা হয় নাই, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যদি তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর বিদ্যাকে বালক ও পাগলের বিদ্যার সমতুল্য বলিয়াই ক্ষান্ত হন তাহা হইলে সম্ভবতঃ ইহাতেও হুযুরের মর্য্যাদাহানির কিয়ংদশ বাকী থাকিয়া যায় কারণ, বহু বালকও জন্মগত দক্ষতা ও প্রতিভার দ্বারা অনেক কিছু জানিতে পারে এবং অনেকে পাগলেরও লেখাপড়া করিয়া মস্তিষ্ক বিকৃতি হইতে দেখা যায় তাই তিনি পরিশেষে রসূলের বিদ্যাকে প্রত্যেক বালক ও পাগলের বিদ্যা অপেক্ষাও নিম্নতর স্তরে পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ চতুষ্পদ জন্তু অর্থাৎ গাধা শূকর প্রভৃতির বিদ্যার সমতুল্য করিয়া বলিতেছেন ঃ— "এরূপ বিদ্যাতো প্রত্যেক পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ ও চতুষ্পদ জন্তুর জন্যও সাব্যস্ত রহিয়াছে।" আল্লাহ! আল্লাহ! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ইল্‌মে গায়েবের প্রতি থান্‌বী সাহেবের এত অবমাননা যাহা কোন অমুসলমানও ব্যক্ত করিতে সাহস করিবে না। কি আশ্চর্য্য! যখনই থান্‌বী সাহেব হুযুর মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর সম্মান ও বুজুর্গীর খর্বতা করিতে ও তাঁহাকে গালমন্দ দিতে আরম্ভ করিলেন তখনই তিনি উল্লু, গাধা, বলদ, কুকুর ও শূকর ইত্যাদি পশুদের জন্যও ইল্‌মে গায়েবকে মানিয়া লইলেন। অথচ আল্লাহ তাআলা রসূল ভিন্ন কাহাকেও ইল্‌মে গায়েব দান করেন না এবং বুজুর্গানে দ্বীন যে ইল্‌মে গায়েব প্রাপ্ত হন তাহা রসূলের দ্বারাই প্রাপ্ত হন। থানবী সাহেবের ইহা অপেক্ষা বেশী ধর্ম বিরোধীতা ও জঘন্য কুফর আর কি হইতে পারে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাদের হানাফী মাযহাবের ইমাম সাইয়েদেনা ইমাম আবু ইউসুফ রাদিআল্লাহু তাআলা আনহু "কেতাবুল খারাজ" এর মধ্যে ফরমাইতেছেনঃ— "আইয়ুমা রাজুলুন্ মুস্‌লিমুন্ সাব্বা রসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামা আও কায্‌যাবাহু আও আব্বাহু আও তানাক্‌কাসাহু ফাকাদ্ কাফারা বিল্লাহি তায়ালা ও বানাত্ মিনহু ইম্‌রাতুহু।"

অর্থাৎ ঃ— "যে ব্যক্তি মুসলমান হইয়া হুযুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের প্রতি অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে অথবা হুযুরের দিকে মিথ্যার সম্বন্ধ করে অথবা হুযুরের প্রতি কোন প্রকারের কলঙ্ক আরোপ করে অথবা যে কোন প্রকারেই হউক হুযুরের মর্য্যাদাকে খর্ব করে সে অবশ্যই কাফের, খোদা তাআলার অস্বীকারকারী হইয়া গেল এবং তাহার স্ত্রী তাহার নেকাহ্ হইতে বহির্ভূত হইল।"

শাফা শরীফ ও বাযাযীয়া এবং ফাতাওয়া খায়রীয়া ইত্যাদির মধ্যে রহিয়ায়ে যথা ঃ—

"আজ্‌মাআল্ মুস্‌লেমুনা আন্না শাতিমাহু সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামা কাফিরুন্ ও মান্ শক্কা ফী অযাবিহী ও কুফ্‌রিহী কাফারা।"

অর্থাৎ ঃ— "সমূহ মুসলমানগণের এই কথার উপর ইজ্‌মা (একমত) রহিয়াছে যে, যে ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শান্ মোবারকের প্রতি গুস্‌তাখী (অসভ্য আচরণ) করে সে কাফের এবং যে ব্যক্তি ঐ অসভ্য আচরণকারীর দোযখ্‌বাসী ও কাফের হওয়ার সম্বন্ধে সন্দেহ করিবে সেও কাফের হইবে।"

ইহা ছাড়া 'মাজ্‌মাউল্‌আন্‌হার' এবং 'দুর্রে মোখতারের" মধ্যে রহিয়াছে যথা ঃ—

"ওয়াল্ লাফ্ যু লাহুল, কাফিরু নীস্‌বাতা নাবীয়ীম্ মিনাল্ আম্বিয়ায়ি লা তুক্‌বালু তাওবাতুহু মুত্‌লাকান্।"

অর্থাৎ ঃ— "যে ব্যক্তি কোন নবীর শান মোবারকের প্রতি বেয়াদবি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করার দরুণ কাফের হইয়াছে তাহার তাওবা কোন প্রকারেও কবুল হইবে না (অর্থাৎ হামেশার জন্য সে দোযখ্‌বাসী হইবে।)

মৌলবী আশ্‌রাফ্ আলী থান্‌বীর অনুসরণকারীগণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন যে এই এবারতে (বক্তব্যে) থান্‌বী সাহেব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ইল্‌মে গায়েবের সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে হুযুরের শান মোবারকের প্রতি কোন বেয়াদবী পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ইহা আশ্‌রাফ্ আলীর প্রতি তাহাদের অযথা পক্ষপাতিত্ব। কারণ উক্ত এবারত্‌টি অনুরূপভাবে যদি আশ্‌রাফ আলী থান্‌বীর প্রতি প্রয়োগ করা হয় এবং ইহা বলা যায় যে আশ্‌রাফ্ আলীর ব্যক্তিত্বের প্রতি বিদ্যা সাব্যস্ত করা যদি জায়েদের কথানুযায়ী শুদ্ধ হয় তবে জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, এই বিদ্যার উদ্দেশ্য অল্প বিদ্যা অথবা সম্পূর্ণ বিদ্যা? যদি অল্পবিদ্যাই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ইহাতে মৌলবী সাহেবের কি বিশেষত্ব? এইরূপ বিদ্যাতো জায়েদ উমর, বরং প্রত্যেক বালক, পাগল এমনকি পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ ও চতুষ্পদ জন্তুর (গাধা, শূকর, বানর, কুকুর ইত্যাদির) জন্যও সাব্যস্ত রহিয়াছে। এই কথার উপর থান্‌বী সাহেবের অনুসরণকারী ও পক্ষ অবলম্বনকারীগণ নিঃসন্দেহে রাগান্বিত হইয়া বলিবেন যে ইহার দ্বারা আশ্‌রাফ্ আলী থান্‌বীর অবমাননা হইতেছে। অথচ ইহা সেই উক্তি যাহা আশ্‌রাফ্ আলী সাহেব হুযুরের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন।

"বাহারুর রায়েক্" কেতাবের মধ্যে আছেঃ—"মান্ হাস্‌সানা কালামা আহ্‌লিল্ আহ্‌ওয়ায়ি আও কালা মা'—নাবীয়ুন্ আও কালামুল্ লাহু মা'নান্ সহীউন্ ইন্ কানা যালিকা কুফ্‌রান্ মিনাল্ কারিলি কাফারাল্ মুহাসসিনু।"

অর্থাৎ ঃ— "যে ব্যক্তি ধর্মবিরোধী (পথভ্রষ্ট) গণের কথাকে উত্তম জ্ঞান করে অথবা বলে যে উহার কোন বিশেষ অর্থ রহিয়াছে কিংবা উক্ত কথার কোন সঠিক অর্থ হইবে, যদি (ধর্মবিরোধী) বক্তার উক্ত কথা কুফ্‌র ছিল তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত কথাকে উত্তম জ্ঞান করে সেও কাফের হইবে।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৩৩৬ হিজরী সনের শফর মাসের আল্ইম্দাদ্ রেসালার (পত্রিকার) ৩৬ পৃষ্ঠায় মৌলবী আশ্রাফ্ আলী থান্বী সাহেব এর এক মুরিদের স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় একটি ঘটনার অভিজ্ঞতা এইরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ— থান্বী সাহেবের মুরিদ স্বপ্নে দেখিতেছেন যে তিনি কল্মা পাঠরত অবস্থায় "লাএলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ'র স্থলে লাএলাহা ইল্লাল্লাহু আশ্রাফ্ আলী রসূলুল্লাহ' পড়িতেছেন। সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল যে তিনি অশুদ্ধ কল্মা পাঠ করিতেছেন। তখন তিনি কল্মা শরীফকে শুদ্ধভাবে পাঠ করিবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিলেন কিন্তু অসংযতভাবে মুহম্মদুর্ রসূলুল্লাহ'র স্থলে, আশ্রাফ্ আলী রসূলুল্লাহ-ই মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল, অথচ ইহা যে অসুদ্ধ এ ব্যাপারে তিনি সচেতন। যখন তিনি জাগ্রত হইলেন তখন তিনি এই খেয়ালকে অন্তর হইতে দূরীভূত করিবার সঙ্কল্প করিয়া দরুদ্ শরীফ্ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দরুদ্ শরীফ্ ও শুদ্ধ উচ্চারিত না হইয়া "আল্লাহুম্মা সাল্লেআলা সাইয়েদনা ও নবীয়েনা ও মাওলানা আশ্রাফ্ আলী" উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই ব্যাপারে মুরিদ বিচলিত হইয়া পীরের (আশ্রাফ্ আলীর) নিকট উক্ত ঘটনাটি পেশ করিলেন। ইহার উত্তরে আশ্রাফ আলী থান্বী বলিলেন, 'এই ঘটনার মধ্যে সান্তনা ছিল যে, তুমি যাহার দিকে রুজু করিয়াছ অর্থাৎ যিনি তোমার পীর তিনি আল্লাহ্'র অনুগ্রহে সুন্নতের অনুসরণকারী।"

এক্ষণে মুসলমানগণ, আপনারা চিন্তা করুন যে, কোন ইমানদার ব্যক্তি তাহার সচেতন অবস্থায় কল্মা শরীফ্ এবং দরুদ্ শরীফে মুহম্মদুর রসূলুল্লাহর'র স্থলে অন্য কাহারও নাম কী কখনও উচ্চারণ করিতে পারে? খোদা না করুন, যদি কাহারও মুখে কল্মা এবং দরুদ শরীফে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নামের পরিবর্তে অন্য কাহারও নাম উচ্চারিত হয় তাহা হইলে ইহা ধরিতে হইবে যে তাহার উপর আল্লাহ্ তাআলার গযব্ নাযিল হওয়ায় শয়তানের অশুভ প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে। এই অবস্থায় যদি তাহার মৃত্যু হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সে বেইমান হইয়া মারা যাইবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইহাতো ছিল মুরীদের অবস্থা কিন্তু পীরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। কারণ মুরিদ্তো নিজের পাঠের অশুদ্ধতার কথা স্বীকার করিয়াই তাহাকে অন্তর হইতে দূর করিবার জন্য বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ঐ অশুদ্ধতা এইরূপভাবে তাহার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, সে শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে অক্ষম রহিল। কিন্তু পীরসাহেব থান্বী তাঁহার মুরিদের কল্মা ও দরুদের ভ্রমপূর্ণ পাঠকে অশুদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত করেন নাই বা উহাকে সংশোধন করিবারও কোন উপদেশ দেন নাই। বরং উহার উপর মুরিদ্কে দৃঢ় নিশ্চয় হইতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং তাহার উপর যাহা ঘটিয়াছে তাহা শুভ লক্ষণ হওয়ার সম্বন্ধে মুরিদের অন্তঃকরণে ইহাই বদ্ধমূল করিয়া দিলেন যে "এই ঘটনার মধ্যে সান্ত্বনা ছিল যে তুমি যাহার দিকে ধাবিত হইতেছ তিনি আল্লাহ'র অনুগ্রহে সুন্নতের অনুসরণকারী।"

ইহার দ্বারা অন্যান্য মুরিদ্গণকে অবগত করানো হইয়াছে যে আশ্রাফ্ আলীর সুন্নতের অনুসরণকারী হওয়ার সম্বন্ধে মুরিদের সান্ত্বনা এইভাবে হয় যে, মুরিদগণ কল্মা এবং দরুদ শরীফে যেন তাঁহার নাম উচ্চারণ করে এবং তাঁহাকে নবী বলিয়া স্বীকার করে। এমন কে মুরিদ্ আছেন যিনি পীরের সুন্নতের অনুসরণসকারী হওয়ার দিক হইতে সান্ত্বনা অর্জন করিতে চাহেন না? উহার দ্বারা এই শিক্ষাই প্রদান করা হইয়াছে যে, সকল মুরিদ্ যেন কল্মা এবং দরুদ্ শরীফ্ পাঠকালীন আশ্রাফ আলীর নামই উচ্চারণ করেন। আবার এই ঘটনাটি অবাধে ছাপাইয়া সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য ইহাই হইতেছে যে মৌলবী আশ্রাফ্ আলীর অন্যান্য মুরিদগণও যেন ঐ ঘটনাটি অবগত হইয়া ঐ মুরিদের পথ অবলম্বন করে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে মৌলবী আশ্রাফ আলী নাবুয়াতের বিশ্বাস ও মর্য্যাদাকে চুরমার করিয়া বেইমানীর চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন।

আবার উক্ত থান্বী সাহেব 'বাস্তুল্ বানান' এর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন যে "বা খোদা দারেম্ কার্ ওবাখালায়েক্ কারে নেস্ত" অর্থাৎ "খোদার নিকটই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমার কাজ এবং মাখলুকের নিকট আমার কোন কাজ নাই।" ইহাতে কি তিনি পরোক্ষভাবে হুযুর সল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম হইতে নিজ সম্বন্ধে বিচ্ছিন্ন করিয়া বেদ্বীনী অবলম্বন করেন নাই? প্রকাশ থাকে যে, উক্ত মৌলবী আশ্‌রাফ্ আলী থানবী সাহেব নিজেকে এবং নিজ ছাত্রগণকেও ওয়াহাবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নের ঘটনাটি ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ — যখন থান্‌বী সাহেব কান্‌পুর মাদ্রাসা জামেউল্ উলুমের মোদারেস ছিলেন তখন এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। উক্ত মাদ্রাসায় মহল্লার কতিপয় স্ত্রীলোক ফাতেহা করাইবার জন্য কিছু মিষ্টান্ন লইয়া আসিয়া ছিলেন। থান্‌বী সাহেবের ছাত্রগণ ফাতেহা দেওয়ার স্থলে সমূহ মিষ্টান্ন (বিনা ফাতেহায়) খাইয়া ফেলিলেন। ইহাতে বহু হাঙ্গামা হইল। থান্‌বী সাহেবককে ইহার সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি আসিয়া লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাইয়ো, এহাঁ ওয়াহাবী রাহ্‌তে হ্যাঁয়। এহাঁ ফাতেহা নেয়াজ্‌কে লিয়ে কুছ মাত্‌লায়া কারো" (আশ্‌রাফুস সাওয়ানেহ্ প্রথম খন্ড)। থান্‌বী সাহেবের উক্ত ভাষণের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মাদ্রাসা জামেউল্ উলুমের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সবাই ওয়াহাবী মতাবলম্বী ছিলেন।

ওয়াহাবীদিগের ইহাও একটি চমৎকার পরিচয় যে, তাহারা দ্রব্যাদি সম্মুখে রাখিয়া ফাতেহা করেন না। থান্‌বী সাহেব ওয়াহাবী ছিলেন বলিয়াই তিনি তাঁহার ছাত্রদের কার্যকলাপের উপর কোন প্রতিবাদ করেন নাই বরং লোকদিগকে ফাতেহার দ্রব্যাদি না অনিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন।

মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী প্রকাশ্যভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের ইল্‌মে গায়েবকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের যথেষ্ট খর্বতা করিয়াছেন, এমনকি যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ইল্‌মে গায়েবের উপর বিশ্বাস রাখে তাহাদিগকে মুশ্‌রেক বলিয়াছেন। যে হেতু উক্ত গাঙ্গোহী সাহেব 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়ার" দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিতেছেন যথা ঃ— "এ আকীদা রাখ্‌না কে আপ্‌কো ইল্‌মে গায়েব্ থা সারীহ্ শির্ক হ্যায়।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ— "তাঁহাকে (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে) ইল্‌মে গায়েব ছিল এইরূপ বিশ্বাস করা স্পষ্টভাবে শির্ক।" এইভাবে গাঙ্গোহী সাহেবের ফাতাওয়া অনুযায়ী থান্‌বী সাহেব মুশরেক্ হইয়া গেলেন।

আবার উক্ত গাঙ্গোহী সাহেব 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়ার' তৃতীয় খণ্ডে লিখিতেছেন যে, "এহ্ জো কাহ্‌তে হ্যাঁঞ কে ইল্‌মে গায়েব্ বাজামীয়ে আশ্‌য়া আঁ হায্‌রাত্ কো যাতী নাহী, বাল্‌কে আল্লাহ্‌কা আতা কিয়া হুয়া হ্যায় সো মাহেয্ বাতিল্ আওর খোরাফাত্ মেঁ সে হ্যায়।"

অর্থাৎ ঃ— "যাঁহারা বলিয়া থাকেন যে সমূহ জিনিষের ইল্‌মে গায়েব্ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের জন্য যাতি (নিজস্ব) নয় বরং আল্লাহ্'র প্রদত্ত। ইহা একেবারেই বাতিল এবং জঘন্য।" উক্ত আকীদাগুলি কোর্‌আন ও হাদীস শরীফের বিপরীত।

'তফসীরে ইমাম্ ইব্‌নে জরীর' এবং 'তফসীরে দুর্রে মন্‌সুরের' মধ্যে রহিয়াছে, একদা একজন মোনাফেক্ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের ইল্‌মে গায়েবের উপর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল— "মুহম্মদ গায়েব সম্বন্ধে কী জানে?" এই কথার উপর আল্লাহ্ তাআলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন যথা ঃ— "ক্বাদ্ কাফার্ তুম্ বাআদা ইমানিকুম্।"

অর্থাৎ ঃ— "তোমরা কাফের হইয়া গেলে ইমান আনার পর।" উক্ত আয়ত্ পাক হইতে জানা গেল যে, যাহারা হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের ইল্‌মে গায়েবের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য ও অবমাননা প্রকাশ করে অথবা অস্বীকার করে তাহারা কাফের।

উক্ত গাঙ্গোহী সাহেব নজ্‌দীর অনুকরণে 'ফতোওয়ায়ে রশীদিয়া'র ৩য় খণ্ডে লিখিতেছেন যথা ঃ—

"গায়ের আল্লাহ্ সে মাদাদ্ মাঙ্গনা আগার্‌চে ওলী হো ইয়া নাবী শির্ক হ্যায়।"

অর্থাৎ ঃ— "আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা যদিও (সাহায্যকারী) ওলি বা নবী হন (তাহা) শির্ক হইতেছে।" উক্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আকীদা কোর্‌আন করীম, হাদীস শরীফ ও বুজুর্গানে দ্বীনের কাওলের খেলাফ্ (বিপরীত)। এ সম্বন্ধে আমি কয়েকটি দলিল সংক্ষেপে পেশ করিতেছি।

যথা ঃ— আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন— "ও তাআওয়ানু আলাল্ বির্রি ওয়াত্ তাক্ওয়া"

অর্থাৎ ঃ— "সৎকার্য্য এবং তাক্ওয়ার উপর একে অন্যের সাহায্য কর।"

আবার ফরমাইতেছেন ঃ— "ওল্ মুমিনুনা ওল্ মুমিনাতু বাদুহুম্ আওলীয়ায়ু বাদ্।"

অর্থাৎঃ— "মোমেন পুরুষ ও স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী।"

আবার ফরমাইতেছেন ঃ— "ইস্ তায়ীনু বিস্ সাব্রি ওয়াস্ সালাত্।"

অর্থাৎ ঃ— "সবর ও নমায হইতে সাহায্য প্রার্থনা কর।" প্রকাশ থাকে যে 'সৎকার্য' ও 'তাক্ওয়া' ও 'মোমেনগণ' এবং 'সবর ও নমাজ' তাঁহার (গাঙ্গোহীর) মতে কি গায়ের আল্লাহ্ নন?

হাদীসের কেতাব "হিস্‌নে হাসীনে"র ২০২ পৃষ্ঠার মধ্যে আছে, যথা— "ও ইন্ আরাদা আওনান্ ফাল্ য়াকুল্ ইয়া এবাদাল্লাহি আয়ীনুনী, ইয়া এবাদাল্লাহি আয়ীনুনী, ইয়া এবাদাল্লাহি আয়ীনুনী।"

অর্থাৎ ঃ "যদি কেহ সাহায্য লইবার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন বলে, হে আল্লাহ'র বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য কর, হে আল্লাহ্'র বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য কর, হে আল্লাহ'র বান্দাগণ, আমাকে সাহায্য কর।"

হযরত ইমাম্ আবুহানিফা রাদিআল্লাহু আনহু 'কাসিদায়ে নোওমানের মধ্যে ফরমাইতেছেন —

"ইয়া আক্‌রামাস্ সকালায়নি ইয়া কান্‌যাল ওয়ারা জুদ্‌লী বিজুদিকা ও আর্‌দিনী বিরিদাকা। আনা তামিয়ূন্ বিল্‌জুদি মিন্‌কা লাম্ য়াকুন্, লি আবী হানীফাতা ফিল্ আনামি সিওয়াকা।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ— "হে সমস্ত সৃষ্টজীব হইতে সম্মানিত ও খোদা তাআলার নিয়ামতের খনি! আপনার দান হইতে আমাকে দান করুন এবং আপনার সন্তুষ্টি হইতে আমাকে সন্তুষ্ট করুন, আমি আপনার দানের আকাঙ্খা করিতেছি, আপনি ব্যতীত এ জগতে আবু হানীফার কেহই নাই।"

উক্ত কাসীদার মধ্যে হযরত ইমাম্ আবুহানিফা রাদিআল্লাহু তাআলা আন্‌হু আল্লাহ ব্যতীত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু মৌলবী রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী বলিতেছেন যে, নবীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা শির্ক। তাহা হইলে গাঙ্গোহী সাহেবের নিকট আবুহানিফা রাদিআল্লাহু তাআলা আন্‌হু মুশরেক হইতেছেন। 'নাউযোবিল্লাহে মিন্ যালেক্।'

'তাফ্‌সীরে কবীর', 'রুহুল বয়ান্' ও 'খাজেনে' সুরা ইউসুফের তফ্‌সীরের মধ্যে লিখিত আছে, যথা ঃ— আল্ ইস্‌তিয়ানাতু বিন্নাসি ফী দাফ্‌য়ীয্ যরারি ওয়ায্ যুল্ মি জায়িযুন্। আল্ ইস্ তিয়ানাতু বিল্ মাখ্‌লুকি ফী দাফ্‌য়ীয্ যারারি জায়িযুন্ (খাযেন)।"

অর্থাৎ ঃ— "দুঃখ, কষ্ট, মুসীবাত ও জুলুম হইতে পরিত্রান পাইবার জন্য মাখ্‌লুক বা মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয্।"

উল্লিখিত দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, নবী ও ওলীগণের নিকট হইতে সাহায্য চাওয়া জায়েয্। ইহাকে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা সত্যের পথ হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। দেখ্, আল্লাহ্, তাআলা ফরমাইতেছেন,

যথা ঃ— "ও মাঁই য়ুশাকিকীর্ রসূলা মিম্ বাদি মা তাবাইয়ানা লাহুল্ হুদা ও এত্ তাবিয্ গায়্‌রা সাবীলিল্ মুমিনীনা নুওয়াল্লিহী মা তাওয়াল্লা ও নুস্‌লিহী জাহান্নামা ও সাআত্ মাসীরা।"

অর্থাৎ ঃ— যদি কেহ সত্য পথ প্রাপ্ত হইবার পর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মোমিনগণের বিপরীত পথ অনুসরণ করে তাহাকে আমি উহাতেই পরিত্যাগ করিব, যাহাকে সে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ভালবাসিয়াছে এবং তাহাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইব যাহা থাকিবার জঘন্য জায়গা।" পাঠকগণ, এখানে বিবেচনা করুন, মৌলবী রশীদ্ আহ্মাদ্ গাঙ্গোহী সাহেব কোর্আন ও হাদীসের আদেশ ও নির্দ্দেশ এবং মোমেনগণের বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া কী বেইমানীর চরম সীমায় পৌঁছিয়া জাহান্নামের পথ এখ্তেয়ার করেন নাই?

দেওবন্দীদের আক্বীদা হইতেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম উর্দুভাষায় দেওবন্দী আলেমগণের ছাত্র। রশীদ্ আহ্মাদ্ গাঙ্গোহী এবং খলীল্ আহ্মাদ্ আম্বেঠবী "বারাহীনে কাতিয়া'র মধ্যে লিখিতেছেন। যথা ঃ—

"এক সালেহ্ ফখ্রে আলম্ আলয়্হিস্ সালাম্ কী যিয়ারাত্ সে খাব্মে মোশার্রাফ্ হুয়ে তো আপ্কো উর্দুমে কালাম্ কার্তে দেখ্কার্ পুছা কে আপ্কো এহ্ কালাম্ কাঁহাসে আগাই আপ্তো আর্বী হ্যাঁয়, ফার্মায়া কে জাব্সে ওলামায়ে মাদ্রাসা দেওবান্দ সে হামারা মোয়াম্লা হুয়া হাম্কো এ যাবান্ আগাই। সুব্হানাল্লাহ্ ইস্সে রুত্বা ইস্মাদ্রাসাকা মালুম্ হুয়া।"

অর্থাৎ ঃ— "একজন ধার্মিক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলেন যে তিনি (হুযুর) উর্দুতে কথা বলিতেছেন। ইহা দেখিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি তো আরবী, কিন্তু উর্দুভাষা আপনি কিরূপে শিক্ষালাভ করিলেন?' ইহার উত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, 'যখন হইতে দেওবন্দ মাদ্রাসার আলেমগণের সহিত আমার সাহচর্য্য হইল তখন হইতে উর্দুভাষা আমার আয়ত্বে আসিল।' সুব্হানাল্লাহ্! ইহার দ্বারা এই মাদ্রাসার মহত্ব জানা গেল।"

আমাদের আহ্লে সুন্নাত্উল্ জামাআতের আক্বীদা হইতেছে যে, নবীগণ যে সকল সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন সেই সকল সম্প্রদায়ের ভাষা তাঁহাদের (নবীদের) আয়ত্বে ছিল। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাল্লাম তো সমগ্র বিশ্বের সমূহ সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। অতএব সমূহ ভাষাই তাঁহার আয়ত্বের মধ্যে। আল্লাহ্ আআলা ফরমাইতেছেন; যথা— **"আল্লামাকা মালাম্ তাকুন্ তা'লাম্।"**

অর্থাৎ ঃ "হে নবী, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে শিখাইয়া দিয়াছেন যাহা কিছু তুমি জানিতে না।" হুযুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যথাঃ— **"উল্লিম্তু ইল্মুল্ আউওয়ালীনা ওয়াল্ আখিরীনা।"**

অর্থাৎ ঃ— "আমাকে সমূহ অগ্রবর্তী এবং পরবর্তী বিদ্যা শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে তেরশত (১৩০০) বৎসরের পর দেওবন্দী আলেমগণ দাবী করিয়াছেন যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম তাঁহাদের নিকট উর্দুভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই বরং এই অভিশপ্ত স্বপ্নকে কেবল স্বপ্নেরই পর্যায়ে না রাখিয়া ইহার দ্বারা দেওবন্দ মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা দেওবন্দ মাদ্রাসার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হইল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন ছাত্র। এইরূপে মৌলবী রশীদ্ আহমাদ্ গাঙ্গোহী এবং খলীল্ আহ্মাদ্ আম্বেঠবী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের বিশ্বব্যাপী বিদ্যাকে অবমাননা করিয়া নিজেদের চরম বেইমানীর পরিচয় দিয়াছেন।

মৌলবী রশীদ্ আহমাদ্ গাঙ্গোহী নিজ ছাত্র মৌলবী খলীল্ আহ্মাদ্ আম্বেঠবীকে উদ্দেশ্য করে 'বারাহীনে কাতেয়া' নামক একটি পুস্তক লিখিয়াছেন, সেই পুস্তকের মধ্যে লিখিতেছেন যথা ঃ— "শায়্তান ও মালাকুল্ মাওৎ কা হাল্ দেখ্কার ইল্মে মুহীতে যমীনকা ফাখ্রে আলম্ কো খেলাফ্ নোসুস্ কাতিয়া কে বেলা দালীল্ মাহয্ কেয়াসে ফাসেদা সে সবিত্ কর্না শির্ক নাহী তো কৌন্সা ইমান্ কা হিস্সা হ্যায়। শায়্তান ও মালাকুল মাওৎ কো এ উস্আত্ নস্ সে সাবিত্ হুয়ী ফাখ্রে আলম্ কী উস্আতে ইল্ম্ কী কাওন্সী নস্সে কাতায়ী হ্যায় কে জিস্সে তামাম্ নোসুস্ কো রদ্ কার্কে এক শির্ক সাবীত্ কার্তা হ্যায়?"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ— "শয়তান ও মালাকুল মাওতের অবস্থা দেখিয়া ফাখ্‌রে আলমের জন্য বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী বিদ্যার অকাট্য প্রমাণের বিনা দলিলে শুধু মাত্র দূষিত মতামত দ্বারা সাব্যস্ত করা শীর্ক নয়তো কোন্ প্রকারের ইমানের অংশ? শয়তান এবং মালাকুল মাওৎ এর জন্য এই বিদ্যার প্রশস্ততা অকাট্য দলিলের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর বিদ্যার প্রশস্ততার সাব্যস্তের জন্য কোন্ প্রকারের অকাট্য দলীল রহিয়াছে, যাহার দ্বারা সমূহ দলীলকে বাতিল করিয়া একমাত্র শির্কই সাব্যস্ত করিতেছে?

এই এবারতে রশীদ্ আহমাদ্ গাঙ্গোহী এবং খলীল্ আহমাদ্ আম্বেঠবী উভয়েই বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী বিদ্যাকে মালাকুল মাওৎ অর্থাৎ হযরত আজ্‌রাইল্ আলায়হিস্ সালাম ও (তাঁহাদের পীর) ইবালীসের জন্য তো কোর্‌আন এবং হাদীস হইতে সাব্যস্ত মানিয়াছেন কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে কেমন মুখভরা গালি দিতেছেন দেখুন, তাঁহার (হুযুরের) জন্য বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী বিদ্যা সাব্যস্ত হওয়া নাকি 'অকাট্য দলীলের বিপরীত'। ইহার ফলাফল ইহাই হইল যে মালাকুল মাওৎ এবং ইবলিস্ এর বিদ্যার প্রশস্ততাকে তিনি কোর্‌আন ও হাদীস হইতে সাব্যস্ত করিলেন কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হিও সাল্লামের বিদ্যার প্রশস্ততার মান্যকারীকে বলিলেন মুশ্‌রেক্ অর্থাৎ যাহার মধ্যে ইমানের কোন অংশ নাই। ইহার দ্বারা তিনটি কথা সাব্যস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের বিদ্যা মালাকুল্ মাওৎ এবং শয়তান হইতে কম। দ্বিতীয়তঃ শয়তান এবং মালাকুল্ মাওৎ হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অধিকতর বিদ্বান মনে করা শির্ক। তৃতীয়তঃ শয়তান এবং মালাকুল্ মাওৎ উভয়েই বিদ্যার প্রশস্ততায় আল্লাহ্ তাআলার শরীক। কেননা শির্ক হইতেছে আল্লাহ্ তাআলার সহিত কাহাকেও শরীক মান্য করা। শির্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং, যে জিনিষকে মাখ্‌লুক (সৃষ্টি) এর মধ্যে কোন একটির জন্য সাব্যস্ত করা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যদি শির্ক হয় তাহা হইলে ঐ জিনিষকে সারা বিশ্বে যাহার জন্য সাব্যস্ত করা হউক না কেন প্রকৃতপক্ষে তাহা শির্কই হইবে।

সুতরাং, গাঙ্গোহী এবং আম্বেঠবী সাহেব যখন বিশ্বের পরিবেষ্টনকারী বিদ্যাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের জন্য মানাকে শির্ক বলিলেন এবং সেই পরিবেষ্টনকারী বিদ্যাকে শয়তান ও মালাকুল মাওতের জন্য দলীলের দ্বারা সাব্যস্ত বলিয়া তাওহীদে গণ্য করিলেন তখন ইহাই প্রমাণিত হইয়া গেল যে গাঙ্গোহী এবং আম্বেঠবী সাহেব উভয়ের নিকট শয়তান এবং মালাকুল্ মাওৎ খোদার শরীক। পাঠকগণ, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে ইন্‌সাফ্ করুন গাঙ্গোহী এবং আম্বেঠবী সাহেব আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের শানের প্রতি চূড়ান্ত অবমানা করিবার কারণে তাহারা যে কাফের হইয়া গিয়াছেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রহিল কী?

শেফা শরীফের শারাহ "নাসীমুর রিয়াজের" মধ্যে লিখিত আছে; যথা ঃ—

"মান্ কালা ফুলানুন্ আলামু মিনহু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামা ফাকাদ্ আব্বাহু ও নাক্কাসাহু ফাহুয়া সাব্বুন।"

অর্থাৎ ঃ— "যে কেহ বলিল যে হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতে অধিক বিদ্যা অমুকের আছে যে হুযুরের উপর কলঙ্ক আরোপ করিল, হুযুরের শানকে খর্ব করিল। সে হুযুরকে গালি দেনেবালা হইল।" অতএব তাহাদের কুফ্‌রিতে আর কী সন্দেহ থাকিল?

মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী "ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়ার" দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিতেছেন যে, "লাফ্‌য্ রাহ্‌মাতুল্লিল্ আলামীন্ সিফাতে খাস্‌সা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম কী নাহি হ্যায়, বাল্‌কে দীগার আওলীয়া, আম্বিয়া ও ওলামায়ে রাব্বানিয়ীন্ ভী মোজেবে রাহ্‌মাতে আলাম্ হোতে হ্যাঁয়, আগারচে জনাব রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম সব্‌মেঁ আলা হ্যাঁয়, লেহাযা আগার্ দুস্‌রে পার্ ইস্ লাফ্‌য্ কো বাতাবীল্ বোল্ দেবে তো জায়েয্ হ্যায়।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ— "রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন্ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের খাস্ সিফত্ (গুন) নয় বরং অন্যান্য আওলিয়া, আম্বিয়া, ওলামাও জগতের রহ্মত্ স্বরূপ হইতেছেন। যদিও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অতএব যদি অপরের প্রতি এই শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাহা হইলে জায়েয হইবে।"

রাব্বুল আলামিন্, বিশেষভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে "রাহমাতুল্লিল্ আলামীন" অর্থাৎ "সারা জাহানের রহমত" আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। মুসলমানদেরও এই কথার উপর ইমান রহিয়াছে যে, "রাহ্মাতুল্লিল্ আলামীন" অকাট্যভাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের খাস্ সিফৎ (গুণ) যাহার মধ্যে অন্যান্য নবীগণও অংশীদার নন। কিন্তু দেওবন্দী মতবাদে এই গুণের এইরূপে অসম্মান করা হইয়াছে যে দেওবন্দের প্রত্যেক আলেম হইতেছে "রাহ্মাতুল্লিল আলামীন" অর্থাৎ রসূলের অংশীদার। এই মতবাদের দ্বারা পরোক্ষভাবে গাঙ্গোহী সাহেব নিজেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের সমকক্ষ বলিয়া জাহির করিয়াছেন, ইহা গাঙ্গোহী সাহেবের চূড়ান্ত বেইমানীর পরিচয়।

উক্ত রশীদ্ আহমোদ্ গাঙ্গোহী নিজ "ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়ার" প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন, যথা ঃ— "আক্দ্ মাজ্লিসে মাওলুদ্ আগারচে ইস্মে কোই আমর্ গায়ের্ মাশরু না হো মাগার্ এহ্তেমাম্ ও তাদাই ইস্মেভী মাওজুদ্ হ্যায়, লেহাযা ইস্ যামানা মে দুরুস্ত নাহীঁ।"

অর্থাৎ ঃ— "মীলাদ মাজ্লিসের সংগঠন যদিও তাহার মধ্যে কোন শরীয়তের বিপরীত কার্য হয় না কিন্তু তাহার মধ্যে আয়োজন ও নিমন্ত্রণ থাকার বিধায় একালে দুরুস্ত (ঠিক) নয়।"

উক্ত ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত আছে, যথা ঃ—

"মহফিলে মীলাদ্মে জিস্মে রেওয়াযেত্ সহীহা পাড়হি জাবেঁ আওর্ লাফ্ ও গাযাফ আওর রেওয়ায়াতে মাওযুওয়া আওর কাযেবা না হোঁ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শারীক্ হোনা কায়সা হ্যায়? আল্জাওয়াব্ নাজায়েয্ হ্যায় বাসাবাব্ আওর ওজুহ্কে।"

অর্থাৎ, "মাহ্ফীলে মিলাদ্ যাহার মধ্যে সহীহ্ রেওয়ায়েত (শুদ্ধ ঘটনাবলী) পঠিত হয় এবং অশুদ্ধ, মিথ্যা, মনগড়া ঘটনাবলী বর্ণিত না হয় এইরূপ মিলাদ্ শরীফে যোগদান করা কেমন হইতে পারে? ইহার উত্তরে গাঙ্গোহী সাহেব বলিতেছেন, "নাজায়েয"।

উক্ত খণ্ডে আরও লিখিত আছে যথা ঃ— "ইনয়েকাদে মাজ্লিসে মিলাদ্ (বদুনে কেয়াম বারেওয়ায়াতে সাহীহ্ দুরুস্ত হ্যায় ইয়া নহীঁ? আল্জাওয়াব্ — "ইন্য়েকাদে মাজ্লিসে মাওলুদ হার্ হাল্মে নাজায়েয্ হ্যায় তাদাই আম্রে মান্দুব্কে ওয়াস্তে মনা হ্যায়।"

অর্থাৎ "মালীদ্ মজ্লিসের সংগঠন যাহার মধ্যে বিনা কেয়ামে কেবল মাত্র শুদ্ধ ঘটনাবলী পঠিত হয় এইরূপ মাজ্লিসে মীলাদের সংগঠন করা সঠিক কিনা? ইহার উত্তরে গাঙ্গোহী সাহেব বলিয়াছেন, "নিমন্ত্রনাদি মুস্তাহাব্ কার্য হওয়া বিধায় মীলাদের মাজ্লিস্ সংগঠন করা প্রত্যেক অবস্থাতেই নাজায়েয্।"

উক্ত ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডে গাঙ্গোহী সাহেব আবার লিখিতেছেন। যথা ঃ— "জিস্ উর্স্ মে সির্ফ্ কুর্আন্ শরীফ্ পড়া জাবে আওর তাক্সীম্ শীর্নী হো শরীক্ হোনা জায়েয্ হ্যায় ইয়া নহী?" আলজাওয়াব্ "কিসী উর্স আওর মাওলুদ্ মেঁ শারীক্ হোনা দুরুস্ত নহীঁ আওর কোই সা উর্স্ আওর মাওলুদ্ দুরুস্ত নাহী।"

অর্থাৎ ঃ— "যে 'উর্স' এর মধ্যে কেবল কোর্আন শরীফ পঠিত হয় এবং শির্নী বিতরণ হয় তাহাতে যোগদান করা জায়েয কিনা? ইহার উত্তরে গাঙ্গোহী সাহেব বলিতেছেন, "কোন উর্স ও মৌলুদে যোগদান করা ঠিক নয় এবং কোন প্রকারের উর্স ও মৌলুদ ঠিক নয়।"

আবার "বারাহীনে কাতিয়ার" (তাঁহার মনোনীত পুস্তকের) মধ্যে লিখিত আছে, যথা ঃ—

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"এ মাজ্‌লিস্ হামারে যামানা কী বিদ্‌আত্ ও মুন্‌কার্ হ্যায় আওর্ শার্‌আন্ কোই সুরাতে জাওয়ায্ ইস্‌কী নহিঁ হো সাক্‌তী।"

অর্থাৎ, "আমাদের যুগের মাজলিস্ (উর্স ও মীলাদের মাজ্‌লিস্) বিদআৎ এবং পরিত্যক্ত। শরীয়ত অনুযায়ী কোন প্রকারেই ইহা জায়েয্ হইতে পারে না।"

প্রিয় সুন্নী মুসলমান ভাইগণ, হে মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নামের উপর প্রাণ ধন-মান উৎসর্গকারী, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের পবিত্র ইয়াদগারের (স্মরণের) সহিত গাঙ্গোহী সাহেবের শত্রুতার প্রতি লক্ষ্য করুন। দেখুন, কেমন করিয়া তিনি মীলাদের মাজ্‌লিস্‌কে নিষিদ্ধ, পরিত্যক্ত ও বিদআৎ বলিয়া গালভরা উক্তি করিতেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, মীলাদের মাজ্‌লিসে যদিও কোন নাজায়েয্ কার্যকলাপ হয় না তবুও তাহা নাজায়েয্। আবার বলিয়াছেন, যে মীলাদের মাজ্‌লিসে কেবল শুদ্ধ রেওয়ায়েত্ (ঘটনাবলী) পাঠ করা হয় এবং কোন প্রকারের মিথ্যা ও মনগড়া রেওয়ায়েত্ পাঠ করা না হয় তবুও তাহা নাজায়েয্।

আবার বলিতেছেন যে, "মীলাদের মাজ্‌লিসে যদি কেয়ামও না হয় এবং শুধুমাত্র শুদ্ধ রেওয়ায়েত পঠিত হয় তাহাও নাজায়েয্।" আবার বলিতেছেন যে, মীলাদের মাজলিসে যদি কেবল কোর্‌আন শরীফ পাঠ করা হয় তাহাও নাজায়েয্। আবার বলিতেছেন, প্রত্যেক অবস্থায় মীলাদের মাজ্‌লিস্ নাজায়েয্।' আবার বলিতেছেন, "কোনও মীলাদের মাজ্‌লিস্ তাহা যে কোন প্রকারেরই হউক না কেন নাজায়েয্ হইবে" আবার বলিতেছেন, "মীলাদের মাজ্‌লিস্ বিদাআৎ এবং গুনাহ্ (পাপ)।"

মীলাদ শরীফের মাজ্‌লিসে মুসলমানদিগকে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়, এই অজুহাতের উপর ভিত্তি করিয়া গাঙ্গোহী সাহেব মীলাদ্ শরীফের মাজ্‌লিস্‌কে নাজায়েয প্রমাণ করিবার জন্য উপরোক্ত জঘন্য উক্তিগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, দেওবন্দের বাৎসরিক জলসায় নিমন্ত্রণ করা জায়েয্, ছাত্রদিগকে পাগড়ী প্রদান করিবার মাজ্‌লিসে নিমন্ত্রণ

 www.YaNabi.in

করা জায়েয, তাহাদের অন্যান্য জল্‌সার জন্যেও লোকজনদিগকে ডাকা জায়েয, কিন্তু মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের মীলাদ শরীফ শ্রবণ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে নিমন্ত্রণ করা নাজায়েয্ ও হারাম্। হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর সহিত গাঙ্গোহী সাহেবের তো শত্রুতা, সেইহেতু হুযুরের যিকিরের মাজ্‌লিসও তাঁহার চক্ষুশুল। অতএব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের স্মরণ ও স্মরণের মাজ্‌লিস তাঁহার ফাৎওয়া অনুযায়ী বিদআৎ এবং গুনাহের (পাপের) কার্য হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবশ্য নিজেদের জন্য সেই মাজলিস শুভকার্যে পরিণত হয়, হারাম হালাল হইয়া যায়, বিদআৎ সুন্নতে পরিণত হয়। কি জঘন্য আকীদা! মীলাদ্ শরীফ হইতেছে রসূলুল্লাহ'র চর্চা। রসূলের চর্চা হইতে দূরে কে থাকে? শয়তানই নিশ্চয়। এক্ষণে গাঙ্গোহী সাহেব কোন্ স্তরে নামিয়া গিয়াছেন তাহা সহজেই অনুমেয়।

মৌলবী রশীদ্ আহমাদ্ গাঙ্গোহী "ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়ার" তৃতীয় খন্ডে লিখিতেছেন, যথা ঃ— "মহার্‌রম্ মে যিকরে শাহাদাতে হোসায়েন আলায়হেস্ সালাম্ কার্‌না আগার্‌চে বারেওয়ায়াতে সহীহা হোইয়া সাবীল্ লাগানা শারবাত্ পিলানা, চান্দা সাবীল্ আওর শর্‌বাত মে দেনা ইয়া দুধ্ পিলানা, সব্ নাদুরুস্ত আওর্ তাশাব্বোহ, রাওয়াফেজ্ কী ওয়াজাহ্ সে হারাম্ হ্যায়।"

অর্থাৎ ঃ— "মাহর্‌রমে হযরত হোসেন আলায়হিস্ সালামের শাহাদাতের আলোচনা করা যদিও তাহা শুদ্ধ ঘটনাবলী হয় অথবা পানি বিতরণ করা, শরবত পান করানো সাবীল এবং শরবতে চাঁদা দেওয়া অথবা দুধ পান করানো সমূহ অন্যায় ও রাফেজীগণের অনুসরণ হেতু হারাম।" উক্ত "ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়ার" দ্বিতীয় খণ্ডে পুনরায় লিখিতেছেন। যথা ঃ—

"হিন্দু তেহ্‌ওয়ার্ হোলী ইয়া দেওয়ালী মে আপ্‌নে ওস্‌তাদ, ইয়া হাকিম ইয়া নাওকার কো খেলায়েঁ ইয়া পুরী ইয়া আওর কুছ্‌খানা বাতাওর্ তোহ্‌ফা ভেজ্‌তে হ্যাঁঞ ইন্ চিযোঁ কা লেনা আওর খানা ওস্‌তাদ্ ইয়া হাকীম ও নাওকার মোসল্‌মান্‌কো দুরুস্ত হ্যায় ইয়া নহী? আল্‌জাওয়াব দুরুস্ত হ্যায়।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ— হিন্দুগণ হোলী অথবা দেওয়ালীর পার্বনে নিজ শিক্ষক, হাকিম অথবা চাকরকে কচুরি, পুরি অথবা অন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য খাওয়াইয়া থাকেন এবং উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া থাকেন। এই দ্রব্যাদির নেওয়া ও খাওয়া মুসলমান ওস্তাদ, হাকিম এবং চাকরের জন্য ন্যায়সঙ্গত কিনা? ইহার উত্তরে গাঙ্গোহী সাহেব বলিয়াছেন, "ন্যায়সঙ্গত।"

এক্ষণে উক্ত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে মহর্‌রমে ইমাম হোসেন আলায়হিস্ সালামের নেয়াজের শরবত পান করা হারাম্ কিন্তু হোলী দেওয়ালী প্রভৃতি পার্বনের পুরি কচুরি খাওয়া জায়েয। মুসলমানগণ, আল্লাহ'র ওয়াস্তে ইনসাফ্ করুন, কোনও মুসলমানের মুখ এবং কলম হইতে কি এইরূপ জঘন্য কথা বাহির হইতে পারে? আফ্‌সোস্! শুদ্ধ রেওয়ায়েতের সহিত হযরত ইমাম হোসেন আলায়হিস সালাম এর গুণাবলী এবং শাহাদাতের ঘটনাবলী বর্ণনা করাকেও হযরত ইমাম আলী মাকামের নেয়াজের শরবতকে গাঙ্গোহী সাহেব হারাম্ সাব্যস্ত করিবার জন্য রাফেজীগণের অনুকরণের হেতু দর্শাইয়াছেন। কিন্তু, হোলী দেওয়ালীর পুরি কচুরিতে হিন্দুগণের অনুকরণ তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কে স্থান পাইল না। ইহা কেনই বা পাইবে তাঁহার তো খোদার প্রিয় বান্দাগণের সহিত শত্রুতা এবং দেবতাগণের সহিত মিত্রতা রহিয়াছে। কারণ ইনি (গাঙ্গোহী) হইতেছেন দেওয়ের বান্দা এবং তাঁহারা (হিন্দুরা) মহাদেওয়ের বান্দা ছোট বা বড় ভাই উভয়ের মধ্যে তো সহাবস্থান থাকা আবশ্যক।

একজন কবি বলিয়াছেন ঃ— কালামুল্লাহ্ পার্ ইমান্ ইন্‌কা হো নাহী সাক্‌তা, রসূলুল্লাহ্ কে ফার্‌যান্দসে জিস্‌কো আদাওয়াৎ হ্যায়। রসূলুল্লাহ্ কী তাওহীন্ উন্‌কী আল্ পার্ হাম্‌লে খোদাকে দুশ্‌মানোঁ কী বাস্ এহী গোয়া এবাদত্ হ্যায়।"

মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী 'ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া'র প্রথম খন্ডে লিখিয়াছেন, যথা ঃ—

"মায্‌হাবে জামীয়ে মোহাক্কেকীন্ আহ্‌লে ইস্‌লাম ও সুফীয়ায়ে কেরাম্

www.YaNabi.in

ও ওলামায়ে এযাম্ কা ইস্ মাস্‌আলামে এ রায় হ্যায় কে কিয্‌ব্ (মিথ্যা) দাখেলে তাহ্‌তে কুদরাত্‌ে বারী তাআলা হ্যায়।"

অর্থাৎ, "আহলে ইস্‌লামের সমূহ মহাক্কেকীনের মায্‌হাবে ও সুফীগণ এবং উচ্চস্তরের আলেম্‌গণের অত্র মাস্‌আলায় ইহাই সিদ্ধান্ত যে, মিথ্যা খোদা তাআলার কুদ্‌রতের আয়ত্বের অন্তর্ভুক্ত।" এই প্রকার মৌলবী খলিল্ আহমাদ্ আম্বেঠবী "বারাহীনে কাতেয়ার" মধ্যে, মৌলবী মাহমুদ হাসান 'যাহাদুল মাকল' এর মধ্যে ও মৌলবী ইস্‌মাইল দেহলবী 'রেসালা একরোজি'র মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।

উক্ত আক্বীদা ইসলামী আক্বায়েদের একেবারেই বিপরীত। মিথ্যা বলা হইতেছে আয়েব (কলঙ্ক)। আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক আয়েব হইতে পবিত্র। অতএব মিথ্যা বলা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই মিথ্যা তাঁহার কুদ্‌রতের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা নিজ সততা সম্বন্ধে কোর্‌আন শরীফে একাধিকবার ঘোষণা করিয়াছেন। আফসোস! যদি দেওবন্দী পেশওয়াগণের মতে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষে মিথ্যা বলা সম্ভব হয় তাহা হইলে কোর্‌আন শরীফে যাহা কিছু বলা হইয়াছে তাহাও মিথ্যা হওয়া অসম্ভব নয়। যাহার খোদা মিথ্যবাদীও হইতে পারে তাহার রসূলের সত্যবাদী হওয়া কেমন করিয়া সাব্যস্ত হইবে? সুতরাং এক্ষণে না কোরআন সত্য রহিল, না দ্বীন ইমান। এককথায় দেওবন্দীগণের পেশ্‌ওয়াগণ দ্বীন ইমান ও কোর্‌আনের মূল উৎপাটন করিয়া দিলেন। ইহার অপেক্ষা অধিক বেইমানী আর কী হইতে পারে?

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসেম্ নানুতবী 'তাহজীরুন্নাসে'র মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের আখেরী নবী হওয়া এবং ঐ ব্যাপারে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন, যথা ঃ—

"আউওআম্ কে খেয়াল্ মে তো রসূলুল্লাহ্ সাল্‌আম কা খাতেম্ হোনা বাইমা'না হ্যায় কে আপ্‌কা যামানা আম্‌বিয়ায়ে সাবেক্ কে যামানা কেবাদ্ আওর্ আপ্ সাব্‌মে আখের্ নাবী হ্যাঁয় মাগার্ আহ্‌লে ফাহম্ পার্

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাওশান্ হোগা কে তাকাদ্দুম্ ইয়া তাআখ্খুর যামানী মে বিয্ যাত্ কুছ ফাজিলাত্ নাহী।"

অর্থাৎ ঃ— "সর্ব্বসাধারণের খেয়ালে তো রসূলুল্লাহ'র খাতেম হওয়া এই অর্থে যে তাঁহার যামানা অতীতের নবীগণের যামানার পর এবং তিনি সকলের মধ্যে শেষ নবী কিন্তু জ্ঞানীগণের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে যামানার দিক দিয়া অগ্রবর্তী এবং পরবর্তী হওয়ার মধ্যে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নাই।"

আবার কাসেম্ সাহেব বলিতেছেন, যথা, "আগার্ বিল্ফারয্ বাদ্ যামানা নাবাবী সাল্আম্ভী কোই নাবী পায়্দা হো তো ফের্ভী খাতেমিয়াতে মোহম্মাদীমে কুছ্ ফারাক্ না আয়েগা।"

অর্থাৎ ঃ— "বস্তুত যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর যামানার পরেও কোন নবীর আবির্ভাব হয় তাহা হইলেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শেষ নবী হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটিবে না।"

মুসলমানগণ, আমাদের আহ্লে সুন্নত্ওল জামাআতের ধর্ম্মীয় বিশ্বাস হইতেছে যে, আমাদের পেয়ারা নবী হুযুরে আক্রাম্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী। যাঁহার যামানার মধ্যে বা পরে কেয়ামত পর্যন্ত কখনও নতুন নবীর আবির্ভাব হইবে না। যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর যামানার পরে কোন নূতন নবীর আবির্ভাব হয় তাহা হইলে তিনি সর্বশেষ নবী ইবা থাকিলেন কী করিয়া এবং আল্লাহ্ তাআলা যে তাঁহাকে অকাট্যভাবে 'খাতামান নবীয়ীন" অর্থাৎ শেষ নবীর আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন তাহার সাব্যস্ত থাকিল কোথায়? আল্লাহ তাআলার বিধানকে নানতোবী সাহেব একেবারেই অস্বীকার করিয়া বলিতেছেন যে, ঐ রূপ আক্বীদা মূর্খ লোকের আক্বীদা। তবে কী আল্লাহ তাআলা নানুতোবী সাহেবের নিকট মূর্খ? হায়রে ইমান! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের আখেরী নবী হওয়ার জন্য তাঁহার পবিত্র শানের যে শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে তাহাও তিনি মানিতে রাজি নহেন। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের যামানার পর নবীর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আবির্ভাবের সম্ভাবনা উল্লেখ করিয়া এক নূতন ধর্মমত সৃষ্টির সূত্রপাত করিয়াছেন। যাহার ফলে মির্জা গোলাম্ আহ্মাদ্ কাদ্য়ানী নাবুওয়তের দাবী করিয়া বসিল।

নানুতোবী সাহেবের কী এতই উর্বর মস্তিষ্ক যে, জ্ঞানদাতা আল্লাহ্ তাআলার নির্দ্দেশের উপরও হস্তক্ষেপ করিলেন? খোদার উপর খোদ্কারী! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন, "লা নাবীয়া বা'দী"

অর্থাৎ ঃ— "আমার পর কোনও নবী নাই।" ইহার উপরও অস্বীকার! নানুতোবী সাহেবের নিকট নবীর বাণী কি মূর্খ লোকের বাণী? আল্লাহ তাআলার নির্দ্দেশের প্রতি অগ্রাহ্য করিয়া নানুতোবী সাহেব কি ইবলীস্ সাহেবের সমশ্রেণীভুক্ত হইলেন না? আবার রসূলুল্লাহর হাদীসের প্রতি অমান্য করিয়া নানুতোবী সাহেব কি রসূলের উম্মত্ হইতে খারিজ হন নাই?

'ফাতাওয়া আতামমোহ', 'ইশবাহ' ও 'নাজায়ের' ইত্যাদির মধ্যে বর্ণিত ইয়াছে যে 'যদি কেহ মুহম্মদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামকে সর্বশেষ নবী না জানে সে মুসলমান নয়। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর নবীগণের মধ্যে শেষ নবী হওয়া এবং সকল আম্বিয়ার যামানা হইতে তাঁহার যামানা পশ্চাদবর্তী হওয়া স্বীকার করা জারুরীয়াতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। জারুরীয়াতে দ্বীনের অস্বীকারকারী কাফের।"

মৌলবীকাসেম্নানুতোবী "তাহাজীরুন্নাসের" মধ্যে আবার লিখিতেছেন যথা ঃ— "আম্বিয়া আগার্ আপ্নী উম্মত্ সে মুম্তায হোতে হ্যাঁয় তো উলুমুহীমে মুম্তায্ হোতে হ্যাঁয় বাকী রাহা আ'মাল, ইস্মে বাসা আওকাৎ বাযাহের্ উম্মতী মাসাবী হো যাতে বল্কে বাড় জাতে হ্যাঁয়।"

অর্থাৎ, "নবীগণ যদি নিজেদের উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন তবে বিদ্যাতেই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। বাকি থাকিল আমল (কার্যকলাপ)। ইহাতে অধিক সময় প্রকাশ্যে উম্মত্গণ নবীগণের সমতুল্য হইয়া যান বরং বাড়িয়া যান।"

আমাদের আহলে সুন্নাতুল্ জমাআতের আক্বীদায় নবী ব্যতীত অন্য

www.YaNabi.in

কেহ যদিও তিনি সাহাবী, গাওস বা ওলী হন বিদ্যায় ও কার্যকলাপে নবীর (বিদ্যা ও কার্যকলাপের) সমতুল্য হইতে পারেন না। বরং যাঁহারা সাহাবী নহেন তাঁহাদের কার্যকলাপ সাহাবীদের কার্যকলাপের সমতুল্যও হইতে পারে না। হাদীস শরীফে আছে সাহাবীর কিছু জব খয়রাত করা আমাদের শত শত মণ স্বর্ণ খয়রাত করা অপেক্ষাও উত্তম। নবীগণ ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম দ্বীন ইসলাম প্রচারের জন্য সবকিছু মেহনেত ও মুসীবাৎ বরদাস্ত করিয়াছেন, মুশরেক্‌গণের দেওয়া কষ্ট এবং অবমাননা সহ্য করিয়াছেন, তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন, হাক্কানীয়তের ফারেরা (পতাকা) উড্ডীন করিয়াছেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন জগৎকে তাওহীদ্ ও রেসালতের নূর হইতে আলোকিত করিয়াছেন, ও মূর্তি পূজককে খোদা তাআলার সত্য পূজারীতে পরিণত করিয়াছেন; যাহাদের বর্ণনা হইতে কোর্‌আন ও হাদীসের সমুদ্র ঝলমল করিতেছে, যাহার এক কণিকাও কার্যে পরিণত করা কোনও উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু নানুতোবী সাহেবের নিকট উক্ত আমল্ (কার্যকলাপ) নাবুওয়াতের বুজুর্গীর মধ্যে গণ্য নহে। তিনি নবীর কার্যকলাপের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতঃ তাঁহার (নবীর) শানের প্রতি চরম অবমাননা পূর্বক অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছেন। যাহার ফলে স্পষ্টভাবে ইহাই কী প্রমাণিত হইল না যে তিনি একজন পাক্কা 'বেইমান'?

মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ গাঙ্গোহী সাহেবের একজন ছাত্র মৌলবী হোসেন আলী "বালাগাতুল্ হায়রান্" কেতাবে বর্ণনা করিতেছেন যে, তিনি (হোসেন) একদিন স্বপ্নে দেখিতেছেন যে তাঁহাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম পুল্‌সেরাতে লইয়া গেলেন। হঠাৎ তিনি (হোসেন আলী) দেখিলেন যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম পুল্‌সেরাত্ হইতে পড়িয়া যাইতেছেন তখন তিনি (হোসেন) হুযুরকে পতন হইতে রক্ষা করিলেন।

পাঠকগণ চিন্তা করুন, উক্ত মনগড়া স্বপ্নের দ্বারা হুযুরের শানের কিরূপ অসম্মান করা হইতেছে। হাদীস শরীফে আছে যে, হুযুর সল্লাল্লাহু

www.YaNabi.in

আলায়হি ও সাল্লাম পুল্‌সেরাত্ হইতে পদস্খলিত ব্যক্তিদের জন্য "রাব্বে সাল্লিম্" বলিয়া দোয়া ফরমাইবেন যাহার বার্‌কাতে তাহারা পতন হইতে রক্ষা পাইবে। এইরূপে হুযুরের একজন সাধারণ গোলামও এক নিমেষে পুলসেরাত্ অতিক্রম করিতে পারিবে। সুতরাং যে বলে "আমি পুল্‌সেরাত হইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের পতন রক্ষা করিলাম," সে কী ইমানদার হইতে পারে?

আবার উক্ত মৌলবী হোসেন আলী উক্ত পুস্তকে লিখিয়াছেন যথাঃ— "খোদা তাআলা কো বান্দোঁকে কামোঁ কী পাহ্‌লে সে খাবর নহী হোতী। জাব্ বান্দে আচ্ছে ইয়া বুরে কাম্ কার্‌লেতে হ্যাঁয় তাব্ উস্‌কো মালুম্ হোতা হ্যায়।"

অর্থাৎ ঃ— "খোদা তাআলাকে বান্দাগণের কার্যকলাপের পূর্ব হইতে কোন খবর থাকে না। যখন বান্দা ভাল অথবা মন্দ কাজ সমাধা করিয়া ফেলে তখন তিনি সেই কার্যগুলি অবগত হন।"

খোদা তাআলা বান্দাগণের ভবিষ্যৎ কার্যাবলী সম্বন্ধে অবগত নহেন এই কথার দ্বারা হোসেন আলী স্পষ্টতঃ আল্লাহ্ তাআলার ইল্‌মে গায়েব্ অস্বীকার করিতেছেন এবং আল্লাহ্ তাআলার বিদ্যাকে সাধারণ মানুষের বিদ্যার পর্যায়ে আনয়ন করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। খোদা তাআলা চিরকালই সমূহ কার্য সম্বন্ধে অবগত আছেন। তাঁহার বিদ্যা শাশ্বত, চিরন্তন ও অব্যয়। যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তাআলাকে কোন বিষয় বা বস্তু হইতে অজ্ঞাত মনে করে সে নিঃসন্দেহে বেদ্বীন ও বেইমান।

দেওবন্দী আলেমগণের ইমাম মৌলবী ইস্‌মাইল দেহলবী তাঁহার "একরোজী রেসালায়" লিখিয়াছেন যথা ঃ— "হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের সমতুল্য ও দৃষ্টান্ত সম্ভবপর।"

কি জঘন্য আক্বীদা! যাহার বাদৌলতে কুল্ মাখ্‌লুকাত সৃষ্টি হইয়াছে তাঁহার আবার সমতুল্য দৃষ্টান্ত হওয়া কি সম্ভবপর? মৌলবী ইস্‌মাইল দেহলবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিকৃষ্টতম বেইমানীর চরম সীমায় পৌঁছিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা এমন সৃষ্টিকর্তা যাঁহার কেহ সমতুল্য নহে এবং তাঁহার মহ্বুব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এমন বান্দা যাঁহারও কেহ সমতুল্য নহে। তিনি সারা জাহানের রহ্মত এবং গুনাহ্গারের শফায়াত্কারী। তাঁহার গুণাবলীর জন্যই তাঁহার সমতুল্য হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

উক্ত মৌলবী ইস্মাইল্ দেহ্লবী যিনি দেওবন্দী আলেমগণের সর্বশ্রেষ্ঠ পেশওয়া এবং ইমাম নিজ পুস্তক 'সেরাতুল্ মুস্তাকিমে'র মধ্যে লিখিয়াছেন "আয্ওয়াস্ওয়াসায়ে যেনা খেয়ালে মোজামেয়তে যওজয়েখুদ্ বেহ্তর আস্ত্ ওয়া সরাফ্ হিম্মৎ বাসুয়ে শ্যয়্খ্ওয়া আম্সালে আঁ আয্ মোয়ায্ যেমীন্ গো জনাবে রেসালৎ মাআব্ বা'শন্দ বাচন্দীঁ মর্তবা বদ্তর্ আয্ ইস্তিগরাকে দ্যর্সুরতে গাও খারে খুদ্আস্ত কে খেয়ালে আঁ বাতা'যীমো ইজ্লাল্ বা সওয়েদায়ে দিলে ইন্ সান্ মী চ্যস্ পদ্ বা খেলাফে খেয়ালে গাওখর্ কে না আঁকদর্ চ্যস্ পীদ্গী মী বুয়াদ্ ওয়া না তা'যীম্ বাল্কে মহান ওয়া মহকর্ মী বুয়াদ, ওয়া ইঁ তা'যীম্ ওয়া ইজ্লালে গ্যয়র্ কে দ্যর নামায্ ম্যল্হুয্ ওয়া মক্সুদ্মী শওয়াদ্ বা শির্ক মী ক্যশদ।"

অর্থাৎ ঃ— "নমাযের মধ্যে যেনার (পরস্ত্রীর সহিত কাম চরিতার্থ করার) মনোবৃত্তি অপেক্ষা নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গমের খেয়াল উত্তম এবং (ঐ নমাযেরই মধ্যে) নিজের পীর ও বুজুর্গানে দ্বীনের দিকে খেয়াল করা যদিও তাহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের দিকেই হউক না কেন তাহা নিজ গাধা এবং বলদের খেয়ালে ডুবিয়া যাওয়া অপেক্ষাও সহস্র সহস্র গুণ জঘন্যতর। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর খেয়াল সম্মান ও ভক্তি সহকারে অন্তরের মধ্যে আসিবে এবং বলদ ও গাধার খেয়াল (মনের মধ্যে) না আনিবে ঐরূপ সম্বন্ধ ও না হইবে (উহাদের) সম্মান। বরং (মনের মধ্যে বলদ ও গাধার খেয়াল) হীন ও ঘৃণভাবে আসিবে এবং নামাযের মধ্যে অন্যের সম্মান ও ভক্তির খেয়াল শির্কের দিকে আকর্ষণ করে।"

এখানে দেওবন্দী আলেমগণের সর্বশ্রেষ্ঠ পেশওয়া মৌলবী ইস্মাইল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দেহ্লবীর উক্তির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে যদি নমাযী নমাযের মধ্যে পরস্ত্রীর সহিত যেনার, নিজ স্ত্রীর সহিত সঙ্গমের খেয়াল করে অথবা বলদ ও গাধার খেয়ালে ডুবিয়া যায় এমনকি যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অসম্মান ও ঘৃণার সহিত খেয়াল করে তাহা হইলে উক্ত নমাযী দেওবন্দীদের নিকট মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার নমায শুদ্ধ হইবে। পরন্তু যদি নমাযী নমাযের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে সম্মান ও ভক্তির সহিত খেয়াল করে তাহা হইলে দেওবন্দীদের নিকট তাহার নমায শুদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা বরং সে মুশ্রেক্ বলিয়া পরিগণিত হইবে। লাহাওলা ...।

মুসলমান ভাইগণ, ইহাই হইতেছে দেওবন্দীগণের মতবাদ্, যাহাদের উদ্দেশ্য নমাযের মধ্যেও হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের অবমাননা করা। এইরূপ ব্যক্তিগণের উপর আল্লাহ্'র লানত্ (অভিশাপ) বর্ষিত হউক। নমাযে অত্তাহিয়াতের মধ্যে কি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নাম লওয়া হয় না? তাঁহাকে কী ভক্তি সহকারে স্মরণ করা হয় না? তাঁহার এবং তাঁহার আ'ল এর উপর কী সালাম্ ও দরুদ পেশ করা হয় না? এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যখন যাঁহার নাম লওয়া হয় তখন স্বভাবতই তাঁহার খেয়াল মনের মধ্যে উদিত হয়। আবার যাঁহাকে সালাম্ দেওয়া হয় এবং যাঁহার উপর দরুদ্ পাঠ করা হয় তাঁহার খেয়াল নিঃসন্দেহে ভক্তি ও সম্মানের সহিতই হৃদয়ে উদিত হয়। এক্ষণে দেওবন্দীগণের উচিত যে আল্লাহ্ তাআলার উপর ফৎওয়া জারী করিয়া আত্তাহিয়াৎ পড়া বন্ধ করিয়া দেওয়া। তাহা হইলেই তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বোধহয় দেওবন্দীগণ নমাযের মধ্যে আত্তাহিয়াৎ পড়েন না। আত্তাহিয়াৎ না পড়িলে নমায শুদ্ধ হইবে কী? ইহাতো প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে একদল হইবে যাহারা অত্যধিক নমায পড়িবে কিন্তু তাহারা দ্বীন হইতে এমনভাবে বহির্ভূত হইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দেওবন্দী পেশওয়াগণের আক্বায়েদ্ (ধর্মীয় মত) সম্বন্ধে আমি উদাহরণ স্বরূপ সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করিলাম। ঐ পেশওয়াগণের কেন্দ্র হইল 'দেওবন্দ'। অবশিষ্ট যাঁহারা আছেন যেমন, মৌলবী মহ্মুদ্ হাসান্, মৌলবী হোসেন আহ্মদ্, মৌলবী কেফায়েতুল্লাহ্, মৌলবী ইলয়াস্ (তব্লীগ্ জমাআতের প্রতিষ্ঠাতা), মৌলবী ইউসুফ্ প্রভৃতি ঐ পেশওয়াগণের ছাত্র, মুরিদ ও অনুসরণকারী। মক্কা মোকার্রমা ও মদীনা মানাউওয়ারার আলেমগণ দেওবন্দী পেশওয়াগণের কুফ্রী কথাগুলির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদিগকে কাফের বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহারা তাঁদের কাফের ও দোযাখ্বাসী হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিবে তাহারাও কাফের বলিয়া গণ্য হইবে। (হুসামুল হারামায়েন্ দ্রষ্টব্য)

ইসলামী শরীয়তের বিচারে ওয়াহাবী দেওবন্দীগণ কাফের ও মুরতাদ্ হইয়া দ্বীন হইতে যে ভাবে বহিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রমাণতো উপরেই পাওয়া গেল আবার গয়ের ইসলামী আদালতেও যে তাহারা কাফের ও মুর্তাদ্ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে তাহার প্রমাণ নিম্নে প্রদান করা হইতেছে।

উত্তর প্রদেশের ফয়জাবাদ জিলার বিখ্যাত ঐতিহাসিক মোকর্দ্দমা

পেশকার, উকিল, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ প্রভৃতির উপস্থিতিতে এক জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে "হুসামুল হারামায়েনের" সত্যতা উদ্ঘাটন।

হুসামুল্ হারামায়েনের মহান ফৎওয়া কেবলমাত্র আলেম্ সমাজের মধ্যেই নিজের সত্যতার স্বীকৃতির ও বাতিল মতবাদের মূল উৎপাটনের সনদ হাসিল করে নাই, এমন কি কোর্ট কাছারির ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং বিজ্ঞ জজের সম্মুখেও নিজের সত্যতার স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইয়াছিল। ইহার ঘটনা এইরূপ ঃ— হযরত শের ব্যশায়ে আহলে সুন্নত আল্লামা হাশমৎ আলী খান্

www.YaNabi.in

 www.YaNabi.in

সাহেব লাখ্নাবী রাহমাতুল্লাহ্ আলায়হি জেলা ফয়জাবাদের এলাকাধীন ভাদ্রসা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ১৯৪৬ সালের ২২শে মে হইতে ৬জুন পর্যন্ত অবিরাম বক্তৃতায় মায্হাবে আহ্লে সুন্নাতের তাবলিগ্ এবং সুন্নী মুসলমান ও অন্যান্য উপস্থিত জনগণের হেদায়েতের জন্য "হুসামুল্ হারামায়েন" এবং "আস্সাওয়ারামুল হিন্দিয়া" প্রভৃতি পুস্তকের মজ্মুন পাঠ করিয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ওয়াহাবী দেওবন্দীদের কুফ্রী আক্বায়েদ হইতে জনগণকে অবহিত করিবার জন্য 'তাহ্জীরুণ্নাস" "বারাহীনে কাতিয়া" হেফ্জুল্ ইমান এবং "মুখ্তাসার সিরাতে নববীয়াহ" এর কুফ্রী এবারত্গুলি পুস্তক খুলিয়া খুলিয়া জনসাধারণকে দেখাইতে থাকেন, ইহার ফলে বহু সংখ্যক ওয়াহাবী দেওবন্দী যাঁহারা নিজেদের পেশওয়াদের কুফ্রী আক্বীদা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন না তাঁহারা অনেকেই তাওবা করিয়া সুন্নি মুসলমান হইয়া গেলেন। দেওবন্দী ওয়াহাবীগণ আল্লামা লাখ্নাবীর হাতে ওয়াহাবীয়াতের মূল উৎপাটিত হইতেছে দেখিয়া নিজদেরে ওলামাদের সহিত আলোচনা করতঃ আল্লামা লাখ্নাবীর বিরুদ্ধে ফয়জাবাদের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালের এজ্লাসে মোকর্দ্দমা দায়ের করিলেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় এইরূপ অভিযোগ করা হইল ঃ—

বিবাদী মৌলানা হাশ্মৎ আলী ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন রাত ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত বক্তৃতায় আমাদের ধর্ম্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে অযথা সমালোচনা করেন এবং এক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার মানসে তিনি বলেন যে মৌলবী আশরাফ্ আলী থান্বী, মৌলবী কাসেম নানুতবী, মৌলবী খলীল্ আহ্মাদ্ আম্বেঠবী, মৌলবী রশীদ্ আহ্মাদ্ গাঙ্গোহী এবং মৌলবী আব্দুল্ শুকুর কাকুরউয়ি প্রভৃতি কাফের, মুর্তাদ্ এবং বেদ্বীন। এইরূপে তিনি আমাদের এবং আমাদের ওলমাদের অবমাননার চরম করিয়াছেন। মান্যবর বিবাদী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী লোক। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৯৮, ৫০০, ১৫৩ ধারা অনুযায়ী তিনি অপরাধী। অতএব অপরাধীর অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করা হউক।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আবেদনকারীগণ ঃ— আব্দুল হামিদ্‌খাঁন্, সেরাজুল হক্ খাঁন্, হাবিবুল্লা সর্ব্বসাকিন ঃ— কস্‌বা ভাদ্‌রসা, জেলা ফয়জাবাদ। তাং—১২ই জুন, ১৯৪৬ সাল।

আবেদন অনুযায়ী হযরত শেরে বেশয়ে আহলে সুন্নত (আহ্‌লে সুন্নতের অরণ্যের সিংহ) আল্লামা লাখনাবী কোর্টে উপস্থিত হইলে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ অনুযায়ী তাঁহার নিকট জবাব তলব করিলেন তখন তিনি সেই এজ্‌লাসে 'তাহ্‌জিরুন্নাস্', 'বারাহীনে ক্বাতিয়া', 'হিফ্‌জুল্ ইমান', 'ফটো ফাতাওয়া মহ্‌রী ও দাস্তখাতি গাঙ্গোহী' এবং মৌলবী আব্দুস্ সকুর প্রণীত 'মুখ্‌তাসার সিরাত নববীয়া" ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রদান করিলেন এবং ঐ পুস্তকগুলির কুফ্‌রী এবারত সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটকে অবগত করাইলেন ও ইহার সহিত তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে ইহাও ব্যাখ্যা করিলেন যে সুন্নি সমাজের বিখ্যাত পেশওয়া শ্যায়খুল ইসলাম আলা হযরত আহ্‌মাদ্ রাজা রাদিআল্লাহ তাআলা আন্‌হু, দেওবন্দী পেশওয়াগণ যথা ঃ— মৌলবী আশ্‌রাফ্ আলী থান্‌বী, মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী, মৌলবী খলীল্ আহ্‌মাদ্ আম্বেঠবী, মৌলবী কাসেম নানুতবী প্রভৃতির উপর তাহাদের সন্দেহাতীত কুফ্‌রী আক্বায়েদের সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী কাফের ও মুর্তাদের ফৎওয়া জারী করিয়াছেন, যাহা মহান পুস্তক 'হুসামুল্ হারামায়েনের' মধ্যে মুদ্রিত হইয়া সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ফৎওয়ার সত্যতা স্বপক্ষে আরবের মহান পেশওয়াগ্ এবং হিন্দুস্থানের ২৬৮ জন ওলামায়ে ইসলাম নিজেদের মোহরসহ স্বাক্ষর প্রদান করিয়াছেন। 'হুসামুল্ হারামায়েনে'র ফৎওয়ার মধ্যে শরীয়তের একটি আদেশ ইহাও রহিয়াছে, যে ব্যক্তি উক্ত ওয়াহাবী দেওবন্দী মৌলবীদের কুফরী আক্বায়েদ সম্বন্ধ অবগত হইয়াও তাঁহাদিগকে কাফের বলিয়া স্বীকার না করে বা তাঁহাদের কাফের হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সেও কাফের বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। এইজন্য সুন্নি ওলামায়ে ইসলাম মৌলবী কাকরউয়ীর উপর কুফ্‌রী ফৎওয়া প্রদান করেন। কারণ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মৌলবী কাকরউয়ি নিজের পুস্তক নুস্‌রতে আসমানি'র ১৫, ২৭, ৪৭ এবং ৪৮ পৃষ্ঠায় মৌলবী থান্‌বী এবং আম্বেঠবীর কুফ্‌রী এবারত্ সমূহের পক্ষ সমর্থন করেন। অতএব "আন্‌নাজ্‌ম" পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আব্দুস সুকুর কাকুরউয়ী শরীয়তের কানুন অনুযায়ী কাফের, মুর্‌তাদ ও বেদ্বীন।

আবার আল্লামা লাখ্‌নাবী রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলয়হি নিজের দাবীর সত্যতার সমর্থনে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাসের জন্য তাঁহার এজ্‌লাসে 'হুসামুল্ হারামায়েন্, 'আস্‌সাওয়ারিমুল হিন্দিয়া' এবং অন্যান্য পুস্তক পেশ করিয়া ইহার সহিত নিজের লিখিত সুদীর্ঘ বয়ানও পেশ করিলেন; যাহাতে তিনি 'হিফ্‌জুল্ ইমানের' ৮ পৃষ্ঠা 'বারাহীনে ক্বাতীয়ার' ৫১ পৃষ্ঠা, 'ফটো ফাতাওয়া গাঙ্গোহী' এবং অন্যান্য পুস্তকের এবারত্ এইরূপ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইলেন যাহাতে ইংরেজী শিক্ষিত অমুসলমান ম্যাজিস্ট্রেটও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে মৌলবী থানবী, মৌলবী গাঙ্গোহী ইত্যাদি ওয়াহাবী মৌলবীগণ নিশ্চিতরূপে পয়গম্বরে ইসলাম হযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি ও গুস্তাখী করিয়াছে, সেইহেতু ইহারা 'হুসামুল হারামায়েন' এর ফৎওয়া অনুযায়ী কাফের ও মুর্‌তাদে পরিণত হইয়াছে।

এইস্থানে ওয়াহাবী কখনও যেন এরূপ ধারণা না করে যে, কোন ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আল্‌মোহন্নাদের মাজ্‌মুন্ শোনায় নাই বা থান্‌বী প্রভৃতি দেওবন্দী আলেমদিগকে মুসলমান বলিয়া প্রমাণ করে নাই, বরং এজ্‌লাসে হাকিমের নিকট ওয়াহাবী দেওবন্দীগণ বিশেষজ্ঞ হিসাবে মৌলবী আব্দুল ওফা শাজাহাঁপুরীকে আল্লামা হযরত হাশমৎ আলী লাখ্‌নাবী সাহেবের বিরুদ্ধে পেশ করেন। এজ্‌লাসে হযরত শেরে বেশায়ে আহলে সুন্নত আল্লামা লাখ্‌নাবীর সহিত মৌলবী আবুল্ ওফা শাজাহাঁপুরীর এক সুদীর্ঘ মোনাজারা হয়, যাহাতে ওয়াহাবী দেওবন্দীদের পেশওয়াদিগকে মুসলমান সাব্যস্ত করিবার জন্য উক্ত মৌলবী আবুল্ ওফা শাজাহাঁপুরী দেওবন্দী ম্যাগাজিনের নূতন ও পুরাতন যত অস্ত্র ছিল তাহার সব কিছুই প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু আহ্‌মাদ্

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রেজার সিংহ মৌলানা হাশমাৎ আলী সাহেব হারামায়েনের ফৎওয়া এবং দলিল দ্বারা কুফ্‌র ও ইর্‌তেদাদের হৃৎপিণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন এবং বারগাহে রেসালতের অসম্মানকারী ও ইসলাম বিদ্রোহীদের সমর্থনকারী মৌলবীদিগের মুখোস উন্মোচন করিয়া শরীয়তের দলিলকে অবহেলা করিবার জন্য উক্ত ওয়াহাবী পেশওয়াগণ—মৌলবী থান্‌বী, গাঙ্গোহী, ইত্যাদির কাফের ও মুর্‌তাদ্‌ হওয়ার সম্বন্ধে এমন প্রমাণ দিলেন যে মৌলবী আবুল্‌ ওফার ন্যায় ধূর্ত্ত ওয়াহাবী আলেমও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে দেওবন্দী আলেমগণকে মুসলমান সাব্যস্ত করিতে অক্ষম থাকিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেটের রায়

বিবাদী বলিতেছেন যে, তিনি ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন ভাদ্‌রাসায় কোন বক্তৃতা করেন নাই। বাদীপক্ষ শপথ করিয়া যাহা বলিয়াছে সেইরূপ কোন ভাষা তিনি কখনও প্রয়োগ করেন নাই বা করিতেও পারেন না। বিবাদী অকাট্যভাবে বলিতেছেন যে, তিনি ৭ই জুনের পূর্ব্বে কিছু বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি বিভিন্ন পুস্তক যথা ঃ— "হুসামুল হারামায়েন', 'আস্‌সাওয়ারামুল্‌ হিন্দিয়া' এবং 'মোবাল্লাগে ওয়াহাবীয়া কি জারী' প্রভৃতি পুস্তক হইতে কিছু এবারত্‌ পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ পুস্তকগুলিতে এই মৌলবীগণ — আশরাফ্‌ আলী থান্‌বী, রশীদ্‌ আহ্‌মাদ্‌ গঙ্গোহী, কাসেম নানুতোবী, খলীল আহ্‌মাদ্‌ আম্বেঠবী এবং আব্দুস্‌ সকুর কাকুরউয়ীকে ইসলীম ফৎওয়া দ্বারা বেদ্বীন, কাফের, মুর্‌তাদ এবং দেওয়েরের বান্দারূপে পরিগণিত করা হইয়াছে।

বিবাদীর বক্তৃতায় কী বলা হইয়াছে এখন দেখা যাউক। বিবাদী কী বলিয়াছেন সেই সম্বন্ধে আবেদনকারীরা লিখিত ভাবে আরজিতে কিছুই পেশ করেন নাই। শুধুমাত্র তিনজন বাদী এবং দু'জন সাক্ষীর বর্ণনায় রহিয়াছে যে প্রতিবাদী নিম্নলিখিত ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ ঃ— "মৌলবী

www.YaNabi.in

আশ্‌রাফ্‌ আলী থান্‌বী মৌলবী কাসেম্‌ নানুতোবী, মৌলবী খলীল্‌ আম্বেঠবী, মৌলবী আব্দুস্‌ সকুর কাকুরউয়ী এবং মৌলবী রশীদ্‌ আহ্‌মাদ্‌ গাঙ্গোহী কাফের, মুরতাদ্‌ ও বেদ্বীন হইতেছেন।" বিবাদীও স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কিন্তু ঐ এবারত্‌ ছিল অন্যরূপ। প্রথম নম্বর সাক্ষী বলিতেছে যে, বিবাদীর বক্তৃতাকে কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই, এমনকি ঐ সাক্ষীও লিপিবদ্ধ করে নাই। বিবাদী যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা তাহার মৌখিক স্মরণ রহিয়াছে মাত্র এবং সামান্য কিছু বক্তৃতার ভাবও মনে আছে। ঐ প্রথম সাক্ষীর বর্ণনা অনুযায়ী বক্তৃতার সময় বিবাদী নিজের হাতে পুস্তক লইতে ছিলেন যাহা বিবাদীর বর্ণনার সমর্থক।

বিবাদী স্বীকার করিতেছেন যে, উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে উপরের লিখিত ভাষা তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই এবারত্‌ ছিল ভিন্নরূপ যাহা কিছু সংখ্যক পুস্তকের হাওয়ালা হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। আমার ধারণা অনুযায়ী বিবাদীর সমূহ কার্যাদি সঠিক ছিল; —যাহাতে জনগণ মাযহাবী কথা জ্ঞাত হইতে পারেন, এই পবিত্র উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তকগুলির এবারত্‌ সমূহ পাঠ করিতেছিলেন। এই জন্য বিবাদীর কার্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৫০০ নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। বিবাদীর বক্তৃতার দ্বারা জনগণের মধ্যে উস্কানিমূলক ঝগড়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া কিছু সংখ্যক সাক্ষী বর্ণনা করে। বিবাদীর বক্তৃতা শুনিয়া বহু সংখ্যক (ওয়াহাবী) লোক তাঁহার স্বধর্মাবলম্বী (সুন্নি) হইয়া যান। ইহার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে বিবাদীর বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল।

এই মোকর্দ্দমায় এক অভিজ্ঞ মৌলভী আবুল্‌ ওফা শাহজহাঁ পুরীকে পেশ করা হয়। প্রতিবাদী ধর্ম্মীয় বিষয়ে নিজেই তাঁহাকে সুদীর্ঘ জেরা করিলেন। মৌলবী আবুল ওফা সাহেবের সাক্ষ্যকে মোকর্দ্দমার সাক্ষ্য না বলিয়া ধর্ম্মীয় মোনাজেরা বলা অধিকতর সঙ্গত।

উপরের আলোচনা অনুযায়ী আমার এই ধারণা হয় যে, ১৯৪৬ সালের ৮ইজুন কোন ঘটনাই ঘটেনি, —যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যোগ-সাজশপূর্ণ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিবাদীর পূর্ব্বের বক্তৃতার দ্বারাই ওয়াহাবী ফরিয়াদীদের মনে আঘাত লাগিয়াছিল। প্রতিবাদী (সুন্নি মুসলমানের) আক্বায়েদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন বলিয়াই ফরিয়াদী পক্ষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাঁহার বক্তৃতায় কিছু অংশ লইয়া মিথ্যা মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। আমার মনে হয় প্রতিবাদীকে তাঁহার নিজের জমাআতে বদনাম করিবার জন্যই এই মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। কারণ তিনি একজন মায্হাবী মোবাল্লেগ্। মোকর্দ্দমা চলার সময় দেখা গিয়াছে যে তাঁহার বহু মুরীদ রহিয়াছে।

আমি বিবাদী (মৌলানা হাশমত্ আলী) কে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০, ১৫৩, ২৯৮ ধারা হইতে যে অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা চালানো হইয়াছিল, বেকসুর সাব্যস্ত করিতেছি এবং তাঁহাকে ২৫৮ নম্বর ফৌজদারী ধারা অনুযায়ী মুক্তি প্রদান করিতেছি।

স্বাক্ষর

মহাবীর প্রসাদ আগারওয়াল

প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, ফয়জাবাদ

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল।

সেসন জজের রায়

২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালের ঐ ঐতিহাসিক রায় ওয়াহাবীদের দুনিয়ায় এক আলোড়ন সৃষ্টি করিল। দেওবন্দীদের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া পড়িল তাহাদের সমূহ ফিৎনা এবং পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ন্যায় ও অন্যায়ের সংগ্রামে 'হুসামুল্ হারামায়েনে'রই জয় সূচিত হইল। বার্গাহে রেসালতের শত্রুদের গলায় পরাজয় ও অসম্মানের মালা পড়িল। ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলানা হাশমৎ আলীকে জেলখানার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিবার পরিবর্তে মুক্তি প্রদান করায় তাহাদের (দেওবন্দীদের) মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। এই সঙ্গে 'হুসামুল্

হারামায়েনে'র সত্যতা সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশিত হইল। কিন্তু ইহা কী সহ্য হয়? ম্যাজিস্ট্রেটের রায়কে যে কোন প্রকারে ভাঙ্গিতে হইবে। নিজেদের অকৃতকার্যতাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য দেওবন্দী ওয়াহাবীগণ সেসন জজ ইয়াকুব আলীর দারস্থ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করিল। সেসন কোর্টের বিজ্ঞ জজ সাহেব আপিল সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁহার রায় প্রদান করিলেন যাহার উদ্ধৃতি নিম্নে প্রদান করিতেছি। যথা ঃ—

বিবাদী বর্ণনা করিতেছেন যে ১৯৪৬ সালের ৭ই জুনের পূর্ব্বে তিনি ভাদ্রাসায় কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি 'হুসামুল্ হারামায়েন্', 'আস্সাওয়ারামুল্ হিন্দিয়া' ইত্যাদি পুস্তক হইতে কিছু কিছু এবারত্ পেশ করেন এবং ঐ এবারতে (মৌলবী থান্বী, মৌলবী গাঙ্গোহী, মৌলবী নানুতবী প্রভৃতি) ওয়াহাবী ওলামাগণ যাঁহাদের নাম আরজিতে রহিয়াছে তাঁহাদিগকে ফৎওয়ার দ্বারা কাফের মুর্তাদ্, বেদ্বীন, দেওয়ের বান্দা এবং ওয়াহাবী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন।

১৯৪৬ সালের ৭ই জুনের পূর্ব্বের বক্তৃতা সকল যাহা বিবাদী ভাদ্রাসায় করিয়াছিলেন তাহার মাজমুন্ কোর্টে স্বয়ং বিবাদী পেশ করেন, যাহাকে Ex. D7 এর দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। উভয়পক্ষ হইতে প্রমাণ পাওয়ার পর মহামান্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ রায় প্রদান করিলেন যে বিবাদী ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন তারিখে কোন বক্তৃতাই করেন নাই। বাদীগণ যাহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছেন ঃ— ইহা সাজশী ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। ম্যাজিস্ট্রেট দ্বিতীয় রায় প্রদান করিয়া বলেন যে, উক্তভাষা সমূহ বিবাদী পূর্ব্বে অন্যান্য বক্তৃতায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা তাঁহাদের (ওয়াহাবীদের) সম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল, কেননা তাঁহারা সেই ভাষা সমূহের ব্যাপারে সম্যক অবগত না হইয়াই মিথ্যা মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছিল। যাহার উপর বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মোকর্দ্দমা খারিজ করিয়া দিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, বিবাদী যেহেতু ধর্মীয় প্রচারক হইতেছেন এবং তাঁহার বহুল পরিমানে মুরিদ্ ও মো'তাকিদ্ থাকার দরুণ জনগণের

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মধ্যে তাঁহার সম্মানহানি করিবার জন্যই এই মোকর্দ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। বিবাদীকে এই জন্যই মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল এবং এই মুক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় বিবেচনার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ উকিলগণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং পরস্পর বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে উভয় পক্ষের পেশ করা মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণ সমূহকে গভীরভাবে পঠন ও শ্রবণ করিবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে, এই আবেদন সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের রায় হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, তিনি মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, বিবাদী সৎ উদ্দেশ্যে এবং সৎপথ প্রদর্শন করিবার জন্য পুস্তকগুলির এবারত্ পাঠ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ফায়সালা, যাহাতে তিনি প্রতিবাদীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, উভয়পক্ষের পেশ করা প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পূর্ণরূপে সত্য এবং সঠিক হইয়াছে। বাদীরা আমার নিকট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের ফয়েসলার বিরুদ্ধে কোনপ্রকার ভুল দর্শাইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই আপিল প্রাণহীন। তাই আমি ইহাকে খারিজ করিতেছি।

স্বাক্ষর
ইয়াকুব আলী
সেসন জজ, ফয়জাবাদ
২৮ এপ্রিল ১৯৪৯ সাল।

ওয়াহাবী সম্প্রদায় আহ্‌লে সুন্নত ওল্ জমাআতের প্রকাশ্য শত্রু, তাই সুন্নী মুসলমানগণ তাহাদের নিকট হইতে যেন দূরে থাকেন। আবার ঐ সম্প্রদায় সুন্নি মুসলমানদিগকে নিজ কবলে আনিবার জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কাদ্‌য়ানী, চক্‌ড়ালোবী, নেচ্‌রী, জমাআতে ইস্‌লামীয়া, তব্‌লীগ্ জমাআত, জামিআতে ওলামায়ে হিন্দ্, হেজ্‌বুল্লা প্রভৃতি দল উল্লেখযোগ্য।

www.YaNabi.in

প্রকাশ্যে এই দলগুলি একে অন্যের বিরোধী হইলেও ইহারা দেওবন্দী পেশওয়াগণের পক্ষপাতী। উক্ত দলগুলি দেওবন্দী পেশওয়াগণের রসুল শত্রুতা রূপ জঘন্য আক্বিদার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোন প্রতিবাদ করে নাই। বরং সুযোগ আসিয়া জুটিলেই এই দলগুলি ইসলাম এবং ইমান বিরোধী দেওবন্দী পেশওয়াগণের সম্মানের শ্রদ্ধাভক্তিপ্লুত চিত্তে সম্মানসূচক লম্বা চওড়া বিশেষণ আওড়াইতে বিশেষ সচেষ্ট হইয়া উঠে।

কয়েকজন বঙ্গবিখ্যাত
পীরের ওয়াহাবীগণের সহিত সৌহার্দ।

বঙ্গের আওলিয়াকুল শিরোমনি নামে পরিচিত হেজ্‌বুল্লার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী আব্দুল হাই সাহেবের নির্দেশে, হেজবুল্লার অন্যতম প্রধান সম্মানীয় নেতা পীয়ারডাঙ্গা নিবাসী মৌলবী সৈয়দ আহ্‌মাদুল্লাহ্ সাহেবের সযত্নে তদীয় পুত্র মৌলবী আবুমুসা মোহাম্মাদ আব্দুর্ রউফ কর্ত্তৃক প্রণীত "হকিকতে মোহাম্মদী" নামক পুস্তকে মৌলবী আশ্‌রাফ্ আলী থান্‌বী, মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী ও দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসেম সাহেবগণের নামের শেষে "রাহ্‌মাতুল্লাহ্ আলায়হে" বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে "বিরাট বিরাট আলেম" আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

উক্ত স্বনাম ধন্য হেজবুল্লা নেতার অনুমোদিত এবং তৎ পুত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত "মুসলমান পরিবারের আদর্শ বিবাহ" নামক অন্য একটি পুস্তকেও দেওবন্দী পেশওয়া মৌল্‌বী আশ্‌রাফ্ আলী থান্‌বীকে "হাকিমুল্ উম্মত," "আল্লামা" এবং "রাহ্ মাতুল্লাহ্ আলায়হে" বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে।

সহৃদয় পাঠকবর্গ, ইহা হইতে কী সহজেই প্রতিপন্ন হয় না যে এই সকল হেজ্‌বুল্লার স্তম্ভগণ দেওবন্দী পেশওয়াগণের জঘন্য আক্বীদা সমূহের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিষয়ে সম্যক অবগত হইয়াও তাঁহাদের বিশেষ অনুরাগী, অনুসরণকারী ও একান্ত শ্রদ্ধাবান? কোর্‌আন হাদীস বিরুদ্ধ জঘন্য মতবাদের স্রষ্টা দেওবন্দী গণের সমর্থক, অনুসরণকারী এবং শ্রদ্ধাবান হওয়ার কারণে ধর্মীয় বিধান মোতাবেক হেজবুল্লার নেতা ইসলাম বিরোধী, ধর্মদ্রোহী ও বেইমান কিনা তাহা আপনাদের বিবেচনার উপরেই ন্যস্ত করিলাম।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত "হকিকতে মোহাম্মদী" পুস্তকের ভূমিকায় জনাব আহ্‌মাদুল্লাহ্ সাহেব মেদিনীপুরী লিখিতেছেন "তাঁহার (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের) হকিকতের পরিচয় দিবার জন্য এবং পরিচয় লাভে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার বিরাট উচ্চতার প্রতি যথোপযুক্ত তাযিম ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করিতে আওয়ান হইলাম।"

জনাব আহ্‌মাদুল্লাহ্ সাহেবের উক্ত ভাষণের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের হকিকত্ অবগত হইয়াছেন এবং তাহা সাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য পুস্তক প্রণয়নে অগ্রসর হইয়াছেন। অবশ্যই যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অবগত সে সেই বিষয়ের পরিচয় দানে সক্ষম। জনাব আহ্‌মাদুল্লাহ্ সাহেবের উক্ত উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ধৃষ্টতাপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, হাদিস শরীফের সম্পূর্ণ খেলাফ এবং মুসলমানদের মধ্যে গুম্‌রাহি ও ফিত্‌না ফাসাদ বিস্তার করিবার অপচেষ্টা মাত্র। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন, "হে আবুবকর, আমার প্রতিপালক ছাড়া আমার হকিকত্ সম্বধে কেহই অবগত নহে।" যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের হকিকত্ আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই অবগত নয় তখন আহ্‌মাদুল্লাহ্ সাহেব অবগত হইলেন কী প্রকারে? তিনি কী খোদাই দাবী করিলেন?

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের হকিকত্ অসীম, মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির বহু উর্দ্ধে যাহার এক কণিকাও অবগত হওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আহ্‌মাদুল্লাহ্ সাহেবের দাবী অনুযায়ী তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলয়হি ও সাল্লামের হকিকত্ একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিতে সক্ষম

 www.YaNabi.in

হইয়াছেন। তাঁহার হকিকত্ তো দূরের কথা তাঁহার বুজুর্গির বর্ণনা করিয়া শেষ করাও কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। হযরত এমাম বুশিরি রহমাতুল্লাহ্ আলায়হে 'বুর্দা' শরিফের মধ্যে ফরমাইতেছেন, "কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের বুজুর্গির কোন সীমা নাই যাহা কোন বর্ণনাকারী মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারে।" আবার তিনি বলিতেছেন "দুনিয়ায় যে কওম নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নে সান্তনা লাভ করে সে কেমন করিয়া তাঁদার হকিকত্ সম্বন্ধে অবগত হইতে পারে?" সুতরাং যে ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের হকিকত্ সম্বন্ধে অবগত আছে বলিয়া দাবী করে ও তাঁহার পরিচয় দিতে আওয়ান হয় সে অবশ্যই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের হকিকত্‌কে এক কাল্পনিক নিম্নতম গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করে ও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের খর্বতা করিয়া ওয়াহাবীদের দলভুক্ত হয়। আবার যাহারা রসুলুল্লাহ্'র হাদিসের বিপরীত নিজেদের মত জাহির করে তাহাদের ইমান কী বজায় থাকিতে পারে? কখনই না।

বেইমানকে বেইমান এবং কাফেরকে কাফের না বলিলে যে নিজেরাই বেইমান ও কাফের হইতে হয় তাহাতো আমাদের মুখে শুনিলেন এখন একজন দেওবন্দী মতবাদের সমর্থক আলেমের মুখে তাহা শুনুন।

বিখ্যাত ওয়াহাবী নেতা দেওবান্দ মাদ্রাসার শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যবস্থাপক মৌলবী মুরতাজা দারভাঙ্গীর সিদ্ধান্ত

সুন্নি মুসলমানদের পথ প্রদর্শন এবং উপদেশের জন্য তো কেবলমাত্র আলা হযরত আহ্‌মাদ্ রেজা খান (রাদিআল্লাহো আন্‌হু), মক্কা মকর্‌রমা ও মদীনা তাইয়েবার মহান ইসলামের পেশওয়াগণের এবং বাংলা হইতে পেশোয়ার পর্যন্ত বিখ্যাত আলেমগণের মহান ফৎওয়াগুলিই যথেষ্ট ছিল কিন্তু হুযুরে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আক্‌দাস্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের জীবন্ত মো'জেযা এবং আলা হযরতের শ্রেষ্ঠ কারামত্ দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিদের হেদায়েতের সামগ্রী প্রদান করত ওয়াহাবীদের প্রতিনিধির কলম হইতেও প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক 'হুসামুল্ হারামায়নের'ও সত্যতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। মৌলবী মুর্‌তাজা হাসান সাহেব বর্ণনা করিতেছেন যে ঃ—

যদি মওলানা আহ্‌মাদ্ রেজা খাঁন সাহেবের নিকট কিছু সংখ্যক দেওবন্দী ওলামা (মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী, মৌলবী কাসেম্ নানুতোবী, মৌলবী আশরাফ্ আলী থান্‌বী এবং মৌলবী খলীল্ আহ্‌মাদ্ আম্বেঠবী) প্রকৃতপক্ষে এমনই ছিলেন যেরূপ তিনি (আহ্‌মাদ্ রেজা) তাঁহাদিগকে বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইলে মৌলানা আহ্‌মাদ্ রেজা খাঁন সাহেবের উপর ঐ দেওবন্দী আলেমগণের জন্য কুফ্‌রী ফৎওয়া প্রদান করাই ফর্জ ছিল। যদি তিনি তাহাদিগকে কাফের না বলিতেন তাহা হইলে তিনি নিজেই কাফের হইয়া যাইতেন। যেরূপ ওলামায়ে ইসলাম যখন মীর্জা (গোলাম আহ্‌মাদ্) সাহেবের কুফ্‌রী আকায়েদ্ সম্পর্কে অবগত হইলেন এবং তিনি যখন অকাট্যভাবে কাফের বলিয়া প্রমাণিত হইলেন তখন তাঁহাদের উপর মীর্জা সাহেব এবং মীর্জা সাহেবের অনুসরণকারীদিগকে কাফের ও মুর্তাদ্ বলা ফর্জ হইয়া গেল। যদি তাঁহারা মীর্জা সাহেব এবং তাঁহার লাহোরী কিংবা কাদীয়ানী অনুসরণকারীগণকে কাফের না বলিতেন তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই কাফেরে পরিণত হইতেন। কেননা যে কাফেরকে কাফের না বলে সে নিজেই কাফের হইয়া যায়।

(আসাদ্দুল্ আযাব, পৃষ্ঠা নং-১৩)
মৌলবী মুরতাজা হাসান

উপরোক্ত বর্ণনা কোন সুন্নি আলমের নয়, বরং ইহা দেওবান্দ মাদ্রাসার শিক্ষা সম্পর্কীয় ব্যবস্থাপকের শানদার ফরমান্। অতএব ওয়াহাবী দেওবন্দীগণ নিজেদের জিদ, একগুঁয়েমী, হটকারীতা এবং বিদ্বেষ হইতে বিরত থাকিয়া তাঁহার বয়ানকে মনোযোগের সহিত পাঠ করুন। তাহাদের মওলানা

www.YaNabi.in

মুরতাজা হাসান সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি আলা হযরত আহ্‌মাদ্ রেজা খাঁন সাহেব, মৌলবী গাঙ্গোহী ও মৌলবী নান্‌তোবী ইত্যাদি ওয়াহাবী পেশওয়াদেরকে কাফের ও মুর্‌তাদ্ না বলিতেন তাহা হইলে তিনি নিজেই কাফের ও মুর্‌তাদে পরিণত হইতেন। যেরূপ ওলামায়ে ইসলামের উপর মীর্জা গোলাম আহ্‌মাদ্ কাদীয়ানীকে কাফের ও মুর্‌তাদ্ বলা ফর্জ ছিল ঠিক সেইরূপ আলা হযরতের উপরও ঐ মোলবীদিগকে কাফের ও মুর্‌তাদ্ বলা ফর্জ ছিল।

অতএব শরীয়তের অমোঘ বিধান অনুযায়ী কাফেরকে কাফের এবং মুর্‌তাদ্‌কে মুর্‌তাদ্ বলা আমাদের কর্তব্য হিসাবে পরিগণিত হইবে কিনা তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করুন।

গাঙ্গোহী সাহেবের ওয়াহাবীয়ৎ অবলম্বন

দেওবন্দী আলেমগণের পেশওয়া আহ্‌লে সুন্নতওল্ জমাআতের আক্বীদার খেলাফ্ (বিপরীত) ওয়াহাবীয়াত্ এর মত ও আক্বিদা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে পেশ করিতেছি যথা ঃ—ওয়াহাবীয়াত্ আক্বীদার স্বপক্ষে ও প্রশংসায় দেওবন্দী আলেমগণের পেশওয়া মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী নিজ "ফাতাওয়া রশিদীয়ার' ১ম খণ্ডে লিখিতেছেন ঃ— "মোহাম্মাদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব্ কে মুক্‌তাদীয়োঁকো ওয়াহাবী কাহ্‌তে হাঁয়। উন্‌কে আক্বায়েদ্ উম্‌দা থে, আওর মজ্‌হাব্ উন্‌কা হাম্বালী থা, আল্‌বত্তা উন্‌কে মেজায্ মে শিদ্দাত্ থী, আওর উন্‌কে মুক্‌তাদী আচ্ছে হ্যাঁয় মাগার হাঁ জো হাদ্‌সে বাঢ়্‌গায়ে উন্‌মে ফাসাদ্ আগায়া হ্যায়। আওর অক্বায়েদ্ সাব্‌কে মুত্তাহেদ্ হ্যাঁয়।"

অর্থাৎ ঃ— "মহম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের অনুসরণকারীগণকে ওয়াহাবী বলা হয়। তাঁহার আক্বীদা (ধর্মীয়মত) অতি উত্তম এবং তাঁহাব

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মায্হাব হাম্বালী ছিল। অবশ্যই তাঁহার মেজাজে তীব্রতা ছিল এবং তাঁহার অনুসরণকারীগণ সৎপথে আছেন, কিন্তু যে সীমা অতিক্রম করিয়াছে তাহার মধ্যে ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) আসিয়া গিয়াছে এবং সকলের আক্বীদাই হইতেছে এক।" আবার উক্ত গাঙ্গোহী সাহেব উক্ত ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিতেছেন যথা ঃ— "ইস্ ওয়াক্ত ইন্ আতরাফ্ মে ওয়াহাবী মুক্তাবেয় সুন্নত্ আওর্ দ্বীনদার্ কো কাহ্তে হ্যাঁয়।"

অর্থাৎ ঃ— "এ যুগে, এ দেশে সুন্নতের অনুসরণকারী ও দ্বীনদার গণকেই ওয়াহাবী বলা হয়।"

উল্লিখিত ভাষণের দ্বারা জানা গেল যে দেওবন্দী আলেমগণের পেশওয়া ও কুতুবুল্ আক্তাব্ মৌলবী রশীদ্ আহ্মাদ্ গাঙ্গোহী ওয়াহাবীয়াত্ আক্বীদাগুলিকে অতি উত্তম বলিয়াছেন এবং মহম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাবের অনুসরণকারী ওয়াহাবীগণকে সৎপথগামী ও দ্বীনদার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

অতএব এক্ষণে স্পষ্টই জানা গেল যে, মৌলবী রশীদ্ আহ্মদ্ গাঙ্গোহী ওয়াহাবী ছিলেন, তাহা না হইলে তিনি কখনই ওয়াহাবীয়াত্ আক্বীদাগুলিকে পছন্দ করিতেন না এবং কেবল ওয়াহাবীগণকেই উত্তম বলিতেন না। তাঁহার মতে যাঁহারা ওয়াহাবী নহেন তাঁহারা বিদ্আতি ও বেদ্বীন। দেওবন্দী আলেমগণ নিজদিগকে সুন্নতের অনুসরণকারী ও দ্বীনদার জ্ঞান করেন; সুতরাং তাঁহাদের পেশওয়ার স্বীকার উক্তি অনুযায়ী তাঁহারা ওয়াহাবী, কারণ তাঁহাদেরই পেশওয়ার মতে সুন্নতের অনুসরণ ও দ্বীনদারী কেবল ওয়াহাবীগণেরই মধ্য সীমাবদ্ধ। (নাউযোবিল্লাহে মিন্যালেক্)

পাঠকগণ, এই মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহ্হাব যাহার সম্বন্ধে মৌলবী রশীদ্ আহ্মদ্ গাঙ্গোহী প্রশংসা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে আমাদের আহ্লে সুন্নতের পেশওয়া 'ফাতাওয়া দুর্রে মোখ্তারের' লেখক লিখিতেছেন যে, মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহ্ হাব ফাসেক, খুনী এবং ধর্ম্মদ্রোহী ছিল। 'মোকদ্দামা ফায়যুল বারী'র মধ্যে আছে যে মহম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাব

www.YaNabi.in

নজ্দী অল্প শিক্ষিত ও অল্প জ্ঞানী লোক ছিল। আল্লামা সাইয়েদ্ দাহ্লান্ মাক্কী 'দুররে সুন্নীয়া'র মধ্যে লিখিতেছেন যে আব্দুল ওয়াহ্হাবের পুত্র মহম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ছিল খারেজী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা শামীও মহম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাবকে খারেজী জমাআতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজ্দী নামমাত্র হাম্বালী ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ছিল খারেজী জামাআতের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বাগাবী 'শর্হুস্ সুন্না'র মধ্যে এবং ইমাম তিব্রাণী 'তাহ্জীবুল্ আসারের' মধ্যে ফরমাইতেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে উমর রাদিআল্লাহ আন্হুমা খারেজীগণকে নিকৃষ্টতম মখ্লুক (সৃষ্টি) বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন যে, কোর্আন শরীফের যে আয়ত্ কাফেরদের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাকে তাহারা মুমেনদের উপর আরোপ করিয়াছিল। আমাদের আহ্লে সুন্নত ওল্ জমাআতের আলেম্গণ সর্ব্ব সম্মতিক্রমে খারেজীগণকে কাফের বলিয়াছেন। ফাতাওয়া বাযাযীয়ার তৃতীয় খণ্ডে আছ ঃ— "খাজেরীগণকে কাফের বলা ওয়াজেব এইজন্য যে তাহারা নিজ ব্যতীত সমুহ উম্মৎকে কাফের জ্ঞান করে," এইরূপ 'ফাতাওয়া রদ্দুল্ মোহ্তারে'রও তৃতীয় খণ্ডে আছে। শাহ্ আব্দুল আযিয্ দেহলবীও খারেজরীগণকে কাফের বলিয়াছেন (তোহ্ফা ইস্না আশারীয়া)। হাদীস শরীফে আছে, "যে ব্যক্তি যাহাকে ভালবাসে সে তাহারই সঙ্গে হয়।" আজকাল বহু হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী নামধারী ছদ্মবেশী মুসলমান, ওয়াহাবীয়াত্ আক্বীদাকে পোষণ করিয়া থাকেন। ওয়াহাবী হওয়া তো মহম্মদ ইব্নে আব্দুল ওয়াহ্হাবের আক্বীদা গ্রহণ করা এবং তাহার পথ অনুসরণ করা। যাহারা মহম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্ হাবের আক্বীদাকে উত্তম জ্ঞান করে তাহারাই ওয়াহাবী, যদিও তাহারা নিজদিগকে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বালী বলিয়া প্রচার করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গাঙ্গোহী সাহেবের মতে 'তাক্‌বিয়াতুল্ ইমান' গ্রন্থখানি আল্লাহ্ তাআলার ক্বোর্‌আন পাক হইতেও শ্রেষ্ঠ।

ভারতে ওয়াহাবীয়াতের প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী ইস্‌মাইল দেহ্‌লবীর পুস্তক "তাক্‌বিয়াতুল্ ইমান" যাহা মহম্মদ ইব্‌নে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নজ্‌দীর অনুসরণে লিখিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে মৌলবী রশিদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী নিজ 'ফাতাওয়া রাশিদীয়ার মধ্যে মতামত পেশ করিয়াছেন, যে "উহা রাখা ও পড়া আয়েন্ ইস্‌লাম (প্রকৃত আসল ইসলাম)।" অতএব তাঁহার মতে যে ব্যক্তি "তাক্‌বিয়াতুল্ ইমান' পুস্তক রাখে নাই ও পড়ে নাই সে প্রকৃত মুসলমান নয়। যাহার দ্বারা ইহাই সাব্যস্ত হইল যে 'তাক্‌বিয়াতুল ইমান' পুস্তকটি লিখিত এবং মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তি মুসলমান ছিল না। আবার মুদ্রিত হইবার পরও যদি ঐ সূত্রে দেখা যায় তাহা হইলে কমপক্ষে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। গাঙ্গোহী সাহেবের মতে 'তাক্‌বিয়াতুল্ ইমান' পুস্তকের মর্তবা ক্বোর্‌আন্ শরীফ হইতেও অধিক। মুসলমানের জন্য ক্বোর্‌আন শরীফের উপর ইমান আনা অবশ্যই জরুরী। যে ক্বোরআন শরীফের উপর ইমান আনিবে সে অবশ্যই মুমেন মুসলমান হইবে। ক্বোর্‌আন শরীফ কেবল রাখিলেই বা পড়িলেই মুসলমান হওয়া যায় না। এমন শতশত, হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ মুসলমান আছেন যাঁহারা ক্বোর্‌আন শরীফ পড়েন নাই তবুও তাঁহারা মুসলমান, আবার হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান এমনও আছেন যাঁহাদের নিকট ক্বোর্‌আন শরীফ রক্ষিতও নহে কিন্তু তাঁহারাও মুসলমান। আবার এমন হাজার হাজার অমুসলমান পুস্তক ব্যবসায়ী আছেন যাঁহাদের ষ্টকে সহস্র সহস্র ক্বোর্‌আন শরীফ রহিয়াছে, তবে কী কেবল ক্বোর্‌আন শরীফ রাখিলেই তাহারা মুসলমান? এমনও বহু অমুসলমান আছেন যাঁহারা তর্ক বিতর্কের উদ্দেশ্যে ক্বোর্‌আন শরীফ অনুবাদের সহিত পড়িয়া থাকেন। তবে কী কেবল তাহা পাঠ করিয়া লইলেই তাঁহাদিগকে মুসলমান গণ্য করিতে হইবে? না, কখনই নহে। আমাদের নিকট ক্বোর্‌আন

www.YaNabi.in

শরীফের উপর কেবল ইমান (বিশ্বাস) স্থাপন করিলেই মুমেন মুসলমান হওয়া যায় কিন্তু গাঙ্গোহী সাহেবের ওয়াহাবী মতবাদে "তাক্‌বিয়াতুল্ ইমানের" উপর কেবল বিশ্বাস নয় বরং তাহার রাখা ও পড়া 'প্রকৃত ইসলাম'। কোন জিনিষের যাহা (প্রকৃত) আসল হয় সেই আসলের অস্তিত্বে ঐ জিনিসের সত্তা কায়েম থাকে এবং আসলের অস্তিত্ব না থাকিলে জিনিষের কোন সত্তাও থাকে না। যদি 'তাক্‌বি য়াতুল ইমান'ই প্রকৃত (আসল) ইসলাম হইয়া থাকে তাহা হইলে আম্বিয়া, সাহাবা ও ফোকাহার যুগে যখন "তাক্‌বিয়াতুল্ ইমান" পুস্তক রচিত হয় নাই তখন কি ইসলামের কোনই অস্তিত্ব ছিল না? এমতবস্থায় কী গাঙ্গোহী সাহেবের নিকট আম্বিয়া, সাহাবা ও ফোকাহাগন অমুসলমান ছিলেন? আফসোস্! দেওবন্দীগণের ফোকহাগন অমুসলমান ছিলেন? আফসোস্! দেওবন্দীগণের পেশওয়া মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মাদ্ গাঙ্গোহী সাহেব ওয়াহাবী খারেজী মজ্‌হাবকে অবলম্বন করতঃ দিশাহারা হইয়া কিরূপে ইসলামের গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছেন দেখুন।

ওয়াহাবীগণের দ্বারা সংগৃহীত 'মুশ্‌রেক্' ও 'কাফেরের' তালিকা।

পাঠকগণ, আপনাদের জ্ঞাতব্যের জন্য উক্ত 'তাক্‌বিয়াতুল্ ইমান' পুস্তকের কয়েকটি জঘন্য এবারত্ নিম্নে পেশ করিতেছি। ইহা পড়িয়া আপনারা জানিতে পারিবেন যে উক্ত পুস্তকে অহেতুক মুসলমানগণের উপর কিপ্রকার শির্কের গুলিবর্ষণ করা হইয়াছে। শুধু তাহাই নয় আম্বিয়া আওলিয়ারও যথেষ্ট তাওহীন (অবমাননা) করা হইয়াছে। মনোযোগ দিয়া শুনুন ঃ— (১) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হইয়াছে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম বলিয়াছেন— "আমিও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একদিন মরিয়া মাটিতে মিলিত হইব।" (২) "সকল আম্বিয়া ও আওলিয়ার মর্যাদা খোদার নিকট অপদার্থের কণিকা হইতেও তুচ্ছ।" (৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতেছেন বই ভাই এবং আমরা ছোট ভাই। (৪) গায়েবের কথা আল্লাহ্ই জানেন রসূল কে কি খবর? (৫) যাহার নাম মহম্মদ অথবা আলী তাঁহাদের কোন জিনিষের উপর আধিপত্য নাই। (৬) যে ব্যক্তি তাহার বিপদের সময়ে দূর দেশ হইতে কোন নবী ও ওলীকে ডাকে সে মুশ্‌রেক্। (৭) যে ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে সে মুশ্‌রেক্। (৮) যে ব্যক্তি তাঁহাদের মান্‌সিক করে সে মুশ্‌রেক্। (৯) যে ব্যক্তি তাঁহাদের নেয়াজ ফাতেহা করে সে মুশ্‌রেক্। (১০) যে ব্যক্তি নিজ পুত্রের নাম আব্দুন্ নবী, আলী বাখ্‌শ, হোসায়েন বাখ্‌শ, পীর বাখ্‌শ পীর বাখ্‌শ, গোলাম মহিউদ্দিন, গোলাম মঈনুদ্দিন প্রভৃতি রাখে সে মুশ্‌রেক্। (১১) যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর দোহাই দেয় সে মুশ্‌রেক। (১২) যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর তাযীমের জন্য হাত বাঁধিয়া দাঁড়ায় সে মুশ্‌রেক্। (১৩) যে ব্যক্তি দূর দেশ হইতে সংকল্প করিয়া কোন নবী ও ওলীর বাড়ী অথবা তাঁহার মাজারের দিকে যাত্রা করে সে মুশ্‌রেক্। (১৪) যে ব্যক্তি নবী ও ওলীর কবরের উপর গেলাফ (চাদর) চড়ায় সে মুশ্‌রেক্। (১৫) যে ব্যক্তি রাওযাকে চুম্বন করে সে মুশ্‌রেক্ (১৬) যে ব্যক্তি সেখানে বাতি দেয় সে মুশ্‌রেক্। (১৭) যে ব্যক্তি রাওযা হইতে পিছনের দিকে হাঁটিয়া হাঁটিয়া আসে সে মুশরেক্। (১৯) যে ব্যক্তি সেখানে কাহাকেও পানি পান করায় সে মুশ্‌রেক্। (২০) যে ব্যক্তি নমাযীগণের ওযু ও গোসলের জন্য সমান (জিনিষপত্র) ঠিক করে সে মুশ্‌রেক্। (২১) যে ব্যক্তি কোন নবী ও ওলীর কূপের পানিকে তাবারুক জানিয়া আনে সে মুশ্‌রেক্। (২২) যে ব্যক্তি নবী ও ওলীর মাজার যাওয়ার কালে অকথ্য কথা হইতে বিরত থাকে সে মুশ্‌রেক্। (২২) যে ব্যক্তি নবী ও ওলীর জন্য খোদা তাআলার প্রদত্ত ইল্‌মে গায়েব মানে সে মুশ্‌রেক্। (২৩) যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে শাফাআৎকারী জ্ঞান করে সে মুশ্‌রেক ইত্যাদি।

www.YaNabi.in

এতদ্ব্যতীত মুসলমানগণের উপর কুফ্‌রের ফাতওয়া দিতেও কোন দ্বিধাবোধ করা হয় নাই; যথা ঃ— (১) যে ইয়া রসুলুল্লাহ্, বলে সে কাফের, (২) যে মীলাদ শরীফ করে সে কাফের, (৩) যে নবী বখশ্ নাম রাখে সে কাফের, (৪) বিবাহে যে সেহরা বাঁধে সে কাফের, (৫) যে মীলাদ শরীফে কেয়াম করে সে কাফের, (৬) যে এগারোঁই শরীফ করে সে কাফের, (৭) শাবেবারাতে যে হালওয়া খায় সে কাফের, (৮) ঈদের দিনে যে শিমুই রান্না করে সে কাফের, (৯) ঈদের নমাযের পর যে গলায় গলায় মিলে সে কাফের, (১০) যে মোসাফেহা করে সে কাফের, (১১) কবরে যে শিজ্‌রা দেয় সে কাফের, (১২) মৃত ব্যক্তির জন্য তিজা, দশওয়াঁ, বিশওয়াঁ, চালিশওয়াঁ, ছয় মাসী বর্‌সী উর্‌স কারী কাফের, (১৩) মাক্‌বেরা (পাকা কবর) প্রস্তুতকারী কাফের,(১৪) শফর (ভ্রমণ) করিয়া কোন কবরের জিয়ারত্ কারী কাফের, (১৫) শাহ্ আব্দুল হকের নেয়াজের তোশা এবং শাহ্‌বুআলী কালান্দার এর সেমন্নি প্রস্তুতকারী কাফের, (১৬) নমায গাওসীয়া পাঠকারী কাফের, (১৭) স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত মহ্‌রানা যে বাঁধে সে কাফের, (১৮) রম্‌যানের শেষে আলবেদার খোত্‌বা পাঠকারী কাফের, ইত্যাদি ('তাজ্‌কিরুল্ এখ্‌ওয়ান্')।

পাঠকগণ, এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেওবন্দী আলেমগণের ইমাম ও পেশ্‌ওয়াগণ তাঁহাদের পুস্তকে কত নাপাক অক্বীদা পেশ করিয়াছেন যাহা আমাদের আহলে সুন্নত ওল জমাআতের আক্বীদার একেবারেই বিপরীত।

কাহারা ওয়াহাবী তাহাদিগকে চিনিবার সহজ উপায়।

আমাদের দেশে বহু মৌলবী, মাওলানা ও ওয়ায়েজীনকে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহারা যে কোন্ দলভুক্ত তাহা আমরা জানিতে পারি না। আমরা আহ্‌লে সুন্নত ওল্ জমাআত্, তাই আমাদিগকে ওয়াহাবীগণ হইতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর ফরমান্ অনুযায়ী আমরা পথভ্রষ্ট ইয়া ফিত্না ফাসাদে পতিত হইব এবং বেইমান হইয়া যাইব। যেরূপ কষ্টি পাথরে সোনা পরখ করা যায় সেইরূপ ওয়াহাবীগণকে চিনিবার জন্য আমাদের ওলামাগণ একটি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ঃ— যখনই কোন পীরসাহেব, মৌলবী, মাওলানা ও ওয়ায়েজীন আপনাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন তখনই তাঁদের নিকট ওয়াহাবীয়া মতাবলম্বী দেওবন্দী পেশওয়াগণের নাম যথা ঃ মৌলবী ইস্মাইল দেহ্লবী, মৌলবী আশ্রাফ্ আলী থান্বী, মৌলবী রশীদ্ আহ্মদ্ গাঙ্গোহী, মৌলবী কাসেম্ নানাতোবী ও মৌলবী খলিল্ আহ্মাদ্ আম্বেঠবী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ঐ পেশ্ওয়াগণের সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, "উক্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?" যদি ঐ ধর্মযাজক ও পথপ্রদর্শকগণ ঐ পেশওয়াগণের প্রশংসা করেন ও তাঁহাদের নাম ভক্তিপ্লুত ভাবে উচ্চারণ করেন এবং তাহাদের কুফ্রী কার্যকলাপের উপর তাহাদিগকে কাফের না বলেন তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে ইহবে যে ঐ ধর্মযাজক ও পথপ্রদর্শকগণ (মৌলবী, মওলানা, ওয়ায়েজীন) ওয়াহাবীয়া মতাবলম্বী বা ওয়াহাবী।

মুনাফিক্ কে?

আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— **"ইয়া আইয়ুহাল্ লাযীনা আমানু লা তুকাদ্দিমু বায়্না য়াদাইল্লাহি ও রাসূলিহী অত্ তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা সামীয়ুন্ আলীম্।"**

অর্থ ঃ— "হে ইমানদারগণ, আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুল হইতে অগ্রগামী হইও না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর। অবশ্যই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও বিজ্ঞাতা।"

www.YaNabi.in

 www.YaNabi.in

উক্ত আয়ত্ পাকে আল্লাহ্ এবং রসুল হইতে অগ্রগামী হওয়া সম্বন্ধে নিষেধ করা হইতেছে। আল্লাহ্ তাআলা হইতে অগ্রগামী হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নয়। স্থান কাল ও পাত্র অনুসারে এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হইতে অগ্রগামী হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা স্থান, কাল ও পাত্রের উর্ধ্বে এবং ইহাদের কাহারও সহিত জড়িত নহেন। অতএব উক্ত আয়ত্ পাকের তাৎপর্য্য অনুসারে ইহাই জানা যাইতেছে যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ও সাল্লাম হইতে অগ্রগামী হওয়াকে আল্লাহ্ তাআলা নিজ হইতে অগ্রগামী হওয়াই সাব্যস্ত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার রসুলের সম্মানকে নিজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বলিয়াছেন। সুতরাং, রসুলের প্রতি বেয়াদবি করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্'র সহিতই বেয়াদবি করার সামিল। যে ব্যক্তি রসুলের অভিশপ্ত সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলারই অভিশপ্ত। কোন কথায়, কোন কার্য্যে, কোন বিবেচনায় বা কোনও মতামত প্রদানে রসুল হইতে অগ্রগামী হওয়া এবং তাঁহার মত ও পথের উপর নিজের মত ও পথকে অগ্রগামী করা রসুলের প্রতি বেয়াদবি ও তাওহীন্ (অবমাননা) ভিন্ন আর কী হইতে পারে? তাই আল্লাহ্ তাআলা ঐ বেয়াদব ও অবমাননাকারীকে আযাবের ভয় দেখাইতেছেন এবং ইমানদারগণকে সতর্ক করিতেছেন। মোনাফেক্গণ আল্লাহ্ তাআলাকে বিশ্বাস করে এবং কাফের্গণও আল্লাহ্ তাআলাকে (বাহ্যিক) বিশ্বাস করতে পারে। কাফেরকে এই জন্য কাফের বলা হয় যে তাহারা রেসালত্কে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে, মোনাফেক্গণ বাহ্যিক যদিও রেসালত্কে মানে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রেসালত্ হইতে বেপরওয়া থাকে অর্থাৎ রেসালত্কে ঠিক মানার মত মানে না। যদি তাহারা রেসালত্কে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করিত তাহা হইলে তাহারা কখনও রেসালতের অর্থাৎ রসুলের শানে কোনরূপ বেয়াদবি, বর্বরতা ও অসভ্যতা প্রকাশ করিত না। সুতরাং মোনাফেক্ ও কাফের একই স্তরে পৌছিল, বরং মোনাফেক্ কাফের হইতেও নিকৃষ্টতর। কারণ মোনাফেকের বাহ্যিক ও আন্তরিক বিশ্বাস এক নহে, তাহারা ধোঁকাবাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ইমানদার হইবে না এবং আল্লাহ্ তাআলাকেও সঠিক মানা হইবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অতএব ইহা প্রমাণিত হইল, যাহারা মোনাফেক্ তাহারা প্রকাশ্যে মুসলমানী ভাব দেখায় কিন্তু হুযুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অন্তঃকরণ হইতে মানে না। তাই তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি, বর্বরতা অসভ্যতা প্রকাশ করিয়া থাকে যাহার ফলে তাহারা কাফের হইয়া দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়।

আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— **"এযা জা'কাল্ মুনাফিকুনা ক্বালু নাশ্ হাদু ইন্নাকা ল্যরসূলুল্লাহ্। ওয়াল্লাহু য়া'লামু ইন্নাকা ল্যরসূলুহু। ওয়াল্লাহ্ য়াশ্ হাদু ইন্নাল্ মুনাফিকীনা ল্যকাযিবুন্।"**

অর্থ ঃ— "হে মহ্বুব্, যখন তোমার নিকট মোনাফেক্গণ আসে এবং বলে যে, 'আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি অবশ্যই আল্লাহ্'র রসুল।' অবশ্যই আল্লাহ্ জানেন যে তুমি তাঁহার রসুল। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, অবশ্যই মোনাফেক্গণ মিথ্যাবাদী।"

আবার আল্লাহ্ তাআলা মোনাফেক্গণের সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ— **"বেআন্নাহুম্ আমানু সুম্মা কাফারু।"**

অর্থ ঃ— "তাহারা ইমান আনিল অতঃপর কাফের হইয়া গেল।"

আবার ঐ মোনাফেক্ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন ঃ— **"হুমুল্ আদু'ও ফাহ্যার হুম্। কাতালাহুমুল্লাহু।"**

অর্থ ঃ— "তাহারা শত্রু তাহাদিগ হইতে সাবধান। আল্লাহ্ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন।"

উল্লিখিত আয়াত্ পাক সুরা মোনাফেকুনের মধ্যে রহিয়াছে। ঐ সুরার মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মোনাফেক্ গণ কেবল প্রকাশ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে আল্লাহ্'র রসুল বলিয়া বলে কিন্তু অন্তর হইতে বিশ্বাস করে না। তাহারা ধোঁকাবাজ, প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী। তাহারা প্রকাশ্যে নিজদিগকে ইমানদার, পর্হেজ্গার, মুত্তাকী ও মাওলানা বলিয়া জাহির করে অথচ তাহাদের অন্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর সহিত শত্রুতা রহিয়াছে। তাহারা অহঙ্কারী। তাহারা রেসালতের শানে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাম বড়াই ও বেয়াদবি করে এবং নিজদিগকে অধিক গণ্যমান্য মনে করে। তাই তাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানে নীচ ব্যবহার ও হীন ভাষার প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাহাদের এই নীচ ব্যবহার ও হীন ভাষার প্রয়োগ তাহাদের অন্তরে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর সহিত শত্রুতা রহিয়াছে, তাহারা যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অন্তঃকরণ হইতে বিশ্বাস করে না, তাহাদের অন্তরে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি মহব্বত্ ও তাযীম নাই এবং তাহারা যে মোনাফেক্ তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। মানুষের মনের অবস্থা তাহার ভাষা ও ব্যবহারের দ্বারাই প্রকটিত হইয়া থাকে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অন্তর হইতে বিশ্বাস না করার জন্য তাহারা আল্লাহ্ তাআলার অভিশপ্ত এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরে পর্য্যবসিত করিয়া দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের বাহ্যিক পর্হেজ্গারী ও নমায, রোযা ইত্যাদি বরবাদ করিয়া দেন। তিনি তাহাদিগকে দ্বীন ইসলামের শত্রু বলিয়াছেন এবং ইমানদার বান্দাগণকে তাহাদের হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতেও বলিয়াছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি ও গুস্তাখী করাই জুলখাওয়ায়্সেরার প্রতি অভিশাপের একমাত্র কারণ ছিল। এই অভিশাপ কেবল জুল্খাওয়ায়্সেরার জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বকালে যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি ও গুস্তাখী করে তাহারা আপন আপন যুগের তথাকথিত আল্লামা ও হাকীমুল্ উম্মত্ হইলেও রসুলের অভিশপ্ত হইয়া যায়। অতএব যে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের অভিশপ্ত সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলারও অভিশপ্ত। সুতরাং, তাহার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই চিরতরে বরবাদ হইয়া যায়।

একবার আবুলহব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবির ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল যথা ঃ— "হে মহম্মদ, তোমার হাত ভাঙ্গিয়া যাউক।" ইহাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মনে আঘাত লাগিল। আল্লাহ্ তাআলার মহ্বুবের প্রতি বেয়াদবি আল্লাহ্ তাআলার কী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সহ্য হয়? আবুলহবের ঐ বেয়াদবির ভাষা প্রয়োগের উপর আল্লাহ্ তাআলার গজবের সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং তাহার উপর অভিশাপ বর্ষিত হইল যথা ঃ— "তাব্বাত্ এদা আবী লহাবিওঁ ওতাব্বা। মা আগ্না আন্হু মালুহু ওমা কাসাব্। সাএস্লা নারান্ যাতা লাহাবিওঁ অম্রাতুহু। হাম্মালাতাল্ হাতাবি ফি জীদিহা হাব্লুম্ মিম্ মাসাদ্।"

অর্থ ঃ— "আবুলহবের দুই হাত ভাঙ্গিয়া গেল (নষ্ট হইয়া গেল) এবং সেও বরবাদ্ হইয়া গেল। তাহার ধনদৌলৎ এবং যাহা কিছু সে অর্জন করিয়াছিল তাহা তাহাকে কিছু সাহায্য করিল না। শীঘ্রই সে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইবে এবং তাহার স্ত্রীও, যে কাষ্ঠের বোঝা বহন করে যাহার গলায় খর্জুরের ছালের দড়ি।"

আবুলহব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানে একটি মাত্র বেয়াদবির ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহার উপর আল্লাহ্ তাআলার একাধিক অভিশাপ বর্ষিত হইল। কেবল তাহাই নহে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার দ্বীন ও দুনিয়া সমূহ বরবাদ্ করিয়া দিলেন। সে চিরতরে আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া জাহান্নামে দাখিল হইয়া গেল। যাহার প্রমাণ নামাযীগণ নামাযে এবং ক্বোর্আন শরীফের পাঠকগণ ক্বোর্আন শরীফের তেলাওতে কেয়ামত পর্য্যন্ত তাহাকে আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপের বাণীর দ্বারা স্মরণ করিতে থাকিবেন। সুতরাং, যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের প্রতি অসম্মানজনক ও নীচ ভাষা প্রয়োগ করে তাহারা আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া চিরতরে জাহান্নামবাসী হইয়া যায়। তাহাদিগকে তাহাদের সৎকার্যগুলি কোন সুফল প্রদান করিতে পারে না।

একবার ওয়ালীদ্ ইব্নে মগীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানে বেয়াদবির ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল অর্থাৎ তাঁহাকে পাগল বলিয়াছিল। ইহাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মনে আঘাত লাগিল। আল্লাহ্ তাআলার মহ্বুবের মনে আঘাত লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ্ তাআলার গজবের দরিয়া তোলপাড় করিয়া উঠিল। প্রথমতঃ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল্লাহ্ তাআলা নিজ মহ্বুবকে তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন যথা ঃ—

"মা আন্তা বি নিয়্মাতি রাব্বিকা বিমাজ্নুন্ ও ইন্না ল্যকা ল্যআজ্রান্ গায়্রা মাম্নুন্। ও ইন্নাকা ল্যআলা খুল্কিন আযীম্।"

অর্থ ঃ— "হে মহ্বুব্, তোমার প্রতিপালকের করুণা হইতে 'তুমি পাগল নও'। তোমার জন্য অসীম পুরস্কার রহিয়াছে এবং তুমি অবশ্যই মহা চরিত্রবান।"

দ্বিতীয়তঃ ঐ বেয়াদব ও বর্বর ওয়ালীদের উপর আল্লাহ্ তাআলার অভিশাপ বর্ষিত হইতেছে যথা ঃ— "ওলা তুতি' কুল্লা হাল্লাফিন্ মাহিনীন্ হাম্মাযীন্ মাশ্ শাইন্ বিনামীম্ মান্নাইল্ লীল্ খায়্রে মুতাদীন্ আসীম্ অতুল্লীম্ বা'দা যালিকা যানীম্।"

অর্থাৎ ঃ— "হে মহ্বুব্, তুমি ঐ সকল লোকের কথায় কর্ণপাত করিও না যাহারা মিথ্যা শপথকারী, হীন, বিদ্রুপকারী, পরনিন্দুক, মহৎকার্যের বাধা প্রদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, মহাপাতকী, পাষাণ হৃদয় এবং ইহা ছাড়া জঘন্য জারজ পুত্র।"

ওয়ালীদ্ বিনে মগীরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে একটি মাত্র বেয়াদবির ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিল কিন্তু তাহার পরিবর্তে তাহার উপর আল্লাহ্ তাআলার দশটি অভিশাপ বর্ষিত হইল। কেবল তাহাই নহে, আল্লাহ্ তাআলা তাহার উপর কঠোর শাস্তির জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যথাঃ— "সানাসিমুহু আলাল্ খুর্তুম।"

অর্থাৎ ঃ— "আমি তাহার শূকরের ন্যায় ঠোঁটের উপর আগুনের ছাপ প্রদান করিব। (অর্থাৎ তাহার চেহারাকে বিকৃত করিয়া দিব।)

যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে কোনরূপ বেয়াদবি ও বর্বরতা প্রকাশ করে তাহারা অবশ্যই তাঁহাকে কষ্ট দেয়। তাহা না হইলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম কেনই বা জুল্খাওয়ায়্সেরার বেয়াদবির ভাষার উপর তাহাকে "ওয়ায়্লাকার" অভিশাপে অভিশপ্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করিতেন? অন্তরে আঘাত না লাগিলে কখনও অভিশাপের বাণী উচ্চারিত হইতে পারে না। যাহারা রসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে আঘাত দেয় তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার গভীরতম অসন্তুষ্টির কারণ হয় যাহার ফলে তাহারা চিরতরে জাহান্নামের বাসিন্দা হইয়া যায়। উল্লিখিত আয়ত্ পাকের দ্বারা ইহাও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐ ব্যক্তির হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের অবমাননা করে, যাহার জন্মে গলদ্ থাকে।

আল্লাহ্তাআলা ফরমাইতেছেনঃ **"ইন্নাল লাযিনা যু'যুনাল্লাহা ও রাসূলাহু লাআনাহুমুল্লাহু ফিদ্ দুন্য়া ওল্ আখিরাতি ও আআদ্দা লাহুম্ আযাবাম্ মুহীনা।"**

অর্থাৎ ঃ— "অবশ্যই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলকে কষ্ট দেয় তাহাদের উপর দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহ্'র অভিশাপ এবং তিনি তাহাদের জন্য কঠোরতম আযাব নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রকার দুঃখ ও কষ্ট হইতে পবিত্র। তাঁহাকে দুঃখকষ্ট কে দিতে পারে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের কষ্টকে আল্লাহ্ তাআলা নিজ কষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অতএব যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে কষ্ট দেয় তাহারা আল্লাহ্ তাআলাকেই কষ্ট দেয়।

আল্লাহ্তাআলা ফরমাইতেছেনঃ— **"ওয়াল্লাযীনা য়ুযুনা রসূলাল্লাহি লাহুম্ আযাবুন্ আলীম্।"**

অর্থাৎ ঃ— "যাহারা রসুলুল্লাহ্কে কষ্ট দেয় তাহাদের জন্য দুঃখপূর্ণ আযাব রহিয়াছে"। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন ঃ— **"মান্ আযানী মিন্ য়াদিও ও লিসানিওঁ ও সায়িরিল্ আ'যায়ে ফাকাদ্ কানা জাযাওহুম্ ফিদ্ দারায়েনে শার্রান্ উলায়িকা আস্হাবুল্ জাহীম্।"**

অর্থাৎ ঃ "যাহারা হাত ও জিহ্বা এবং সমূহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে আমাকে কষ্ট দেয়, দুনিয়া ও আখেরাতে তাহাদের পরিনাম অতি জঘন্য এবং তাহারা চিরতরে জাহান্নামের বাসিন্দা।" হাত, জিহ্বা এবং সমূহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

www.YaNabi.in

দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে কষ্ট দেওয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে নীচ ব্যবহার ও হীন ভাষার প্রয়োগের দ্বারা কষ্ট দেওয়া ভিন্ন আর কী হইতে পারে? অবশ্যই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে নীচ ব্যবহার ও হীন ভাষার প্রয়োগ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি, বর্বরতা ও অসভ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তফ্সীরে রহিয়াছে যে, একজন সাহাবী হযরত সাবেত্ ইব্নে কায়েস্ ইব্নে শম্স রাদিআল্লাহু আন্হু কানে কম শুনিতেন। একদা তিনি বারগাহে নবুওয়াতে হাজির ছিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর নিকট কথা বলিতেছিলেন। কথা বলিবার সময়ে তাঁহার আওয়ায হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর আওয়ায হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া গেল। যদিও উঁচু আওয়ায তাঁহার চরিত্রগত অভ্যাস ছিল তবুও তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট ক্ষমার্হ হইতে পারেন নাই। তাঁহার উচ্চ আওয়ায আল্লাহ্ তাআলার নিকট শানে নবুওয়াতের অবমাননা বলিয়া পরিগণিত হইল। তাই আল্লাহ্ তাআলা মোমিন বান্দাগণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যথাঃ— **"ইয়া আইয়ুহাল্ লাযীনা আমানু লা তার্ফাউ আস্ওয়াতাকুম্ ফাওক্কা সাওতিন্ নাবীয়ি ওলা তাজ্হারু লাহু বিল্ কাওলি কা জাহ্রি বা'— দিকুম্ লিবা'দিন্ আন্ তাহ্বাতা আ'মালুকুম্ ও আন্তুম্ লা তাশ্ অরুন্।"**

অর্থাৎ ঃ— "হে মোমিন বান্দাগণ, নবী আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়ায উচ্চ করিও না, এবং তাঁহার নিকটে চিৎকার করিয়া কথা বলিওনা যেরূপ তোমরা একে অন্যের নিকট চিৎকার কর; পাছে তোমাদের আমল্গুলি বরবাদ হইয়া না যায় এবং তোমরা উহা জানিতেও না পার।"

সুব্হানাল্লাহ্! আল্লাহ্ তাআলা মোমিন বান্দাদিগকে কেমন আদব শিক্ষা দিতেছেন দেখুন। নবীর বারগাহে উপস্থিত জনগণকে জোরে কথা বলিবারও অনুমতি নাই। হযরত সাবেত্ রাদিআল্লাহু আন্হু এই আয়ত্ পাক অবতীর্ণ হইবার পর ভয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর নিকটে আর উপস্থিত হন্ নাই। একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম অন্যান্য সাহাবীগণকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলিলেন "আজ অনেকদিন হইল সাবেত্ আসিতেছেন না!" কয়েকজন সাহাবী তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হযরত সাবেত্ রাদিআল্লাহু আন্হু উত্তরে বলিলেন, "আমি জাহান্নামী হইয়া গিয়াছি কারণ আমার আওয়ায উচ্চ, ইহা আয়ত্ পাকের দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে।" হযরত সাবেত্ রাদিআল্লাহু আন্হুর উত্তর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নিকট পেশ করা হইল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "তিনি জান্নাত্বাসী, কারণ এখন পর্যন্ত যাহা হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল।" (তফ্সীরে খাযায়েনুল্ ইর্ফান।) তফ্সীরে রুহুল্ বায়ানে আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর সমীপে হযরত সিদ্দীক্ আকবর ও ফারুক্ আজম্ রাদিআল্লাহু আন্হুমার আওয়ায কিঞ্চিৎ উচ্চ হইয়া গিয়াছিল তজ্জন্য ঐ আয়ত্ পাক অবতীর্ণ হইয়াছিল। শানে নোযুল যাহাই হউক না কেন, বারগাহে নবুওয়াতে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে আদব (ভদ্রতা) শিক্ষা দেওয়াই ঐ আয়ত্ পাকের উদ্দেশ্য।

অতঃপর হযরত আবুবকর ও হযরত উমর রাদিআল্লাহু আন্হুমা এবং অন্যান্য সাহাবীগণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর সমীপে এত নিম্নস্বরেকথা বলিতেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম তাঁহাদিগকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেন। যাঁহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে আদব করেন তাঁহাদের মধ্যে যে হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর মহব্বত্ ও তাযীম্ রহিয়াছে এবং তাঁহারা যে ইমানদার, পর্হেজ্গার, মুত্তাকী ও জান্নাত্বাসী এই সুসংবাদ আল্লাহ্তাআলা তাঁহাদিগকে নিজেই প্রদান করিতেছেন। যথা ঃ—

"ইন্নাল্লাযীনা য়াগুদ্দুনা আস্ওয়াতাহুম্ ইন্দা রসূলিল্লাহি উলায়িকাল্লাযীনা আম্তাহানাল্লাহু কুলুবাহুম্ লিত্ তাক্ওয়া লাহুম্ মাগ্ফিরাতুন্ ও আজরুন্ আযীম্।"

অর্থাৎ ঃ— "অবশ্যই যাঁহারা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর নিকট নিজেদের আওয়ায নিম্ন করেন ইহারা তাঁহারাই, যাঁহাদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অন্তঃকরণ আল্লাহ্ তাআলা পর্হেজ্গারীর জন্য পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য ক্ষমা ও অসীম পুরস্কার রহিয়াছে।"

এখানে দেখা যাইতেছে যে, হযরত সাবেত্ রাদিআল্লাহু আন্হু'র স্বর স্বভাবতই জোর ছিল। তাঁহার মধ্যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। নবীর দরবারে জোরে কথা বলায় যে বেয়াদবি হয় তাহা তাঁহার জানা ছিল না। হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতে তাঁহার আওয়ায উচ্চতর হইয়াছে তাহাও তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি কানে কম শুনিতেন। তাঁহার এত ওজুহাত্ থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্ তাআলার নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হইলেন। তাই আল্লাহ্ তাআলা মোমিন বান্দাগণকে সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিতেছেন, "হে মোমিন বান্দাগণ, তোমরা নবীর সমীপে তাঁহার আওয়াজ হইতে নিজেদের আওয়াজ উচ্চ করিও না। তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে যেরূপ ধারণা কর বা পরস্পরের মধ্যে যেরূপ আচার আচরণ করে তাহা নবীর সহিত করিও না। যদি ঐরূপ কর তাহা হইলে নবীর শানে তোমাদের বেয়াদবি ও বর্ব্বরতা সাব্যস্ত হইবে যাহার ফলে তোমাদের সমূহ আমল (নমায, রোযা ইত্যাদি যাবতীয় সৎকার্যগুলি) বরবাদ হইয়া যাইবে অথচ তোমরা ধারনা করিতেও পারিবে না যে কী করিয়া তোমাদের আমল্গুলি বরবাদ হইল"। যদি নবীর সমীপে আওয়ায উচ্চ হইয়া যাওয়া আল্লাহ্ তাআলার নিকট নবীর শানে বেয়াদবি ও বর্বরতারূপে পরিগণিত হয় তাহা হইলে নবীর শানে হীন ভাষার প্রয়োগ তো অতি মারাত্মক, যাহা বর্ণনাতীত।

মোমিন মুসলমানগণের সমূহ সৎ আমল্গুলি যথা নমায, রোযা ইত্যাদি তখনই বরবাদ হইয়া যায়, যখন তাহার বিশ্বাস বা কর্মের দ্বারা কুফ্রী প্রমাণিত হয়। উল্লিখিত আয়ত্ পাকে মোমিন বান্দাগণকে সাবধান করা হইয়াছে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি ও গুস্তাখি করিলে তাহাদের সমূহ নেক্ আমল্গুলি বরবাদ হইয়া যাইবে যাহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি ও গুস্তাখী করা কুফ্র, তাহা না হইলে কেনইবা আমল্গুলি বর্বাদ হইবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইসলামের কোন জরুরী বিষয়ের বিপরীত করা কুফর্। আল্লাহ্ তাআলা কোর্আন পাকে আদেশ করিতেছেন ঃ— "তুআয্ যিরুহু ও তুআক্ কিরুহু।"

অর্থাৎঃ— "তোমরা রসুলের তাযীম্ (সম্মান) ও আদব কর।" রসুলের সম্মান ও আদব করা ইসলামের জরুরী বিষয়। বেয়াদবি ও বর্বরতা করা সম্মান ও আদবের বিপরীত। সুতরাং, যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বেয়াদবি ও বর্বরতা করে তাহারা অবশ্য তাঁহার তাযীম ও আদব করে না। ইহার ফলে তাহারা ইসলামের জরুরী বিষয়ের বিপরীত কার্য্য করিয়া কাফেরে পরিণত হইয়া দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যায়। রদ্দুল্ মহ্তারের মধ্যে লিখিত আছে। যথা ঃ— "লা খিলাফা ফী কুফ্রিল্ মুখালিফি ফী যারুরিয়াতিল্ ইস্লামি ও ইন্ কানা মিন্ আহ্লিল্ কিব্লাতিল্ মাওয়াযিবি তুলা উম্রিহী আলাত্ তাআতে কামা ফী শার্হীত্ তাহ্রীর্।"

অর্থাৎ ঃ— "ইসলামের জরুরী বিষয়গুলির মধ্যে কোন বিষয়ের বিপরীতকারী বিল্ইজ্মা (সমুহ্ আলেমগণের নিকট) কাফের হইবে। যদিও সে আহ্লে কিব্লা হয় এবং আজীবন এবাদৎ বন্দেগী ও পর্হেজ্গারীতে মশ্গুল থাকে (শর্হুত্ তাহ্রীর।)"

যদি কাহারও দ্বারা তাহার অসতর্ক ও অজানা অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানে কোন সুক্ষ্মতম বেয়াদবি (ভাষার দিক দিয়া হউক বা কোন ব্যবহারের দিক দিয়া হউক) সংঘটিত হইয়া যায় অথচ সে উহা ধারণাও করিতে পারে না যে তাহার দ্বারা হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানে বেয়াদবি ও বর্বরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তবুও সে উপরোক্ত আয়ত্ পাকের পর্যায়ে আসিবে অর্থাৎ উক্ত বেয়াদবি ও বর্বরতার জন্য তাহার নেক্ আমল্গুলি বরবাদ (ধ্বংস) হইয়া যাইবে এবং সে কাফেরে পরিণত হইবে। "শেফা শরীফ" এর মধ্যে লিখিত আছে, যাহার আরবী এবারতের অর্থ ঃ— "(দ্বিতীয় প্রকার) যেমন, কোন ব্যক্তির হুযুর সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানকে খর্ব্ব করিবার ও তাঁহাকে অবমাননা

www.YaNabi.in

করিবার ইচ্ছা নাই এবং তাহার উদ্দেশ্যও তাহা নয় কিন্তু যদি তাহার দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের সম্মানের লাঘবতা পরিলক্ষিত হয়; যেমন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানে কোন বেয়াদবির শব্দ, অপ্রিয় কথা অথবা কোন প্রকারের অসম্মানজনক ভাষা প্রয়োগ করে যদিও তাহার প্রকৃত অবস্থা হইতে ইহা প্রকাশিত হয় যে, সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অসম্মান ও তাওহীন করিবার ইচ্ছা করে নাই বরং তাহার মূর্খতা কিংবা উগ্রস্বভাব অথবা মাদক দ্রব্য পান করিবার জন্য মস্তকের বিকৃতির দরুণ বা কথা বলার অসংযমের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহা হইলেও উক্ত ব্যক্তির প্রতি ঐ একই দণ্ড প্রযোজ্য হইয়াছে তাহা হইলেও উক্ত ব্যক্তির প্রতি ঐ একই দণ্ড প্রযোজ্য হইবে যাহা প্রথম প্রকারের ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাকে তৎক্ষণাৎ নির্বিচারে কতল করা হইবে।" প্রথম প্রকারের ব্যক্তি হইতেছে ঐ ব্যক্তি যে স্বেচ্ছায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের প্রতি এরূপ ব্যবহার বা ভাষা প্রয়োগ করে যাহার দ্বারা তাঁহার প্রতি অসম্মান ও অবমাননা করা হয়। শরীয়তে ঐ দুই প্রকারের ব্যক্তির উপর একই শাস্তি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

একদিন বারগাহে রেসালতে সাহাবায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে একজন আগন্তুক উপস্থিত হইল এবং মজ্লিস্ পাকের পার্শ্বে অল্প সময় দাঁড়াইয়া তথা হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম আদেশ করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে ঐ ব্যক্তিকে কতল করে?" হযরত আবুবকর সিদ্দীক্ রাদিআল্লাহু আন্হু দণ্ডায়মান হইলেন এবং মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে ঐ ব্যক্তি অতিশয় একাগ্রমনে নমায পড়িতেছে। হযরত সিদ্দিক্ আকবর রাদিআল্লাহু আন্হু'র হাত তাহাকে হত্যা করিতে উঠিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, এমন নমাযীকে নমাযের অবস্থায় কী করিয়া কতল করিবেন? তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে ঐ নমাযীর নমাযে রত থাকার অবস্থাটি জ্ঞাপন করিলেন। পুনর্বার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম আদেশ করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে ঐ ব্যক্তিকে কতল করে?" তখন হযরত উমর ফারুক আযম্ রাদিআল্লাহু আন্হু উঠিলেন কিন্তু তাঁহাকেও ঐ একই ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইল। তৃতীয় বার হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে ঐ ব্যক্তিকে কতল করে?" তখন হযরত মাওলা আলী কার্রামাল্লাহু ওয়াজ্হাহু দণ্ডায়মান হইলেন এবং ঐ নমাযীকে কতল করিবার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর নিকট অনুমতি চাহিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "হাঁ, তুমি—যদি তুমি পাও, কিন্তু তুমি তাহাকে পাইবে না।" প্রকৃতই তাহা হইল। হযরত মাওলা আলী রাদিআল্লাহু আন্হু যখন মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন সেই নমাযী প্রস্থান করিয়াছিল। হুযুর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম সাহাবীগণকে ফরমাইলেন, "যদি তোমরা উহাকে কতল করিয়া দিতে তাহা হইলে আমার উম্মত্ ভয়াবহ ফিত্না হইতে নিষ্কৃতি পাইত।" (সে ছিল বেইমান দলের পিতা যাহার বংশ পরম্পরায় আজ দুনিয়ার বুকে ধর্ম্মে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে।)

সেই আগন্তুক মস্লিস্ পাকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের দিকে লক্ষ্য করতঃ এই মনে করিয়া মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল যে তাহার ন্যায় তাঁহাদের মধ্যে কেহই নাই। সে নিজের পর্হেয্গারীর উপর অহংকার করিয়াছিল এবং নিজের নমাযকে নবীর মজ্লিস্ পাকে উপস্থিত হওয়া অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়াছিল। অথচ নমাযই হউক বা অন্য কোন সৎকার্যই হউক সবই নবীর গোলামীর সহিত আবদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত মহব্বত্ ও তাযীমের সহিত নবীর তাবেদারী বা অনুসরণ করা না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন এবাদত্ই কার্যকরী হইবে না। সেই আগন্তুক অবশ্যই নবীর পাক মজ্লিসের তাওহীন্ (অবমাননা) করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে সে নবীর সম্মানের প্রতি আঘাত হানিয়াছিল। তাহার এই বেয়াদবির জন্যই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম তাহার প্রতি কতলের হুকুম প্রদান করিয়াছিলেন। নবীর অবমাননাকারীর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রতি সর্বপ্রথম বারগাহে নবুওয়াত্ হইতেই কতলের হুকুম হইয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, যাহারা চূড়ান্ত অপরাধে অপরাধী হয় তাহাদিগকে কতল করা হয়।

বোখারী শরীফে হযরত বরা বিনে আযেব্ রাদিআল্লাহু আন্হু হইতে রেওয়ায়েৎ হইয়াছে যে, একদা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম আবুরাফেকে কতল করিবার জন্য কতকগুলি লোক পাঠাইলেন। তাহাকে কতল করিবার কারণ ইহাই ছিল যে সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর সহিত শত্রুতা করিত এবং তাঁহার শান মোবারকে বেয়াদবি ও অশিষ্ট আচরণ করিত। সুতরাং, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আতীক্ এক রাত্রে আবুরাফের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং তাহাকে কতল করিয়া ফেলিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আতীক্ রাদিআল্লাহু আন্হু যখন সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন কোনও উঁচু জায়গা হইতে পড়িয়া তাঁহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি নিজের পাগড়ির দ্বারা ভাঙ্গা হাড়কে জড়াইয়া ফেলিলেন এবং খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর খেদ্মতে হাজির হইয়া সমূহ ঘটনা বর্ণনা করিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইলেন, "তোমার পা প্রসারিত কর।" হযরত আব্দুল্লাহ্ ইব্নে আতীক্ নিজের ভাঙ্গা পা প্রসারিত করিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম নিজ হস্ত মোবারক ঐ ভাঙ্গা হাড়ের উপর বুলাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ঐ ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিয়া গেল, যেন ঐ পায়ে কোন আঘাত লাগে নাই।

কোর্আন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা বান্দাগণের জন্য নবীর প্রতি তাযীম ও আদবকে নিজ এবাদত্ হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ—"ইন্না আর্সাল্নাকা শাহেদাওঁ ও মোবাশ্শেরাওঁ ও নাযীরাল্ লে তু'মেনু বিল্লাহে ও রসূলিহী ও তুআয্ যিরুহু ও তুআক্কিরুহু ও তুসাব্ বিহু হু বুক্রাতাওঁ ও আসীলা।"

অর্থাৎ ঃ— "হে নবী (গায়েবের সংবাদবাতা), আমি তোমাকে সাক্ষী (হাযের নাযের), সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী করিয়া পাঠাইয়াছি, এইজন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হে মানবগণ, তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি ইমান আন (বিশ্বাস স্থাপন কর) আর্ রসুলকে তাযীম (সম্মান প্রদর্শন) ও ভক্তি কর এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ্'র পবিত্রতা বর্ণনা কর (এবাদত্ কর)।" উক্ত আয়ত্ পাক হইতে জানা যাইতেছে যে, দ্বীন ইসলাম প্রচারের এবং কোর্আন শরীফ্ অবতীর্ণ করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তাআলা তিনটি কথায় বর্ণনা করিতেছেন। প্রথমতঃ "আল্লাহ্ ও রসুলের উপর ইমান আনা।" আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম বান্দাগণকে নিজের এবং রসুলের উপর ইমান আনার জন্য ও সর্বশেষে নিজ এবাদতের জন্য এবং মাঝখানে আপন হাবীব্ মহ্বুব্কে সম্মান ও ভক্তি করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ্' সহিত রসুলের উপর ইমান আনার তাৎপর্য হইতেছে ইহাই যে, কেবল আল্লাহ্'র উপর ইমান আনিলে ইমানদার হওয়া যায় না। প্রকৃত ইমানদার সেই, যে আল্লাহ্ তাআলার উপর ইমান আনার সঙ্গে সঙ্গেই রসুলের উপরও ইমান আনিয়াছে। রসুলের উপর ইমান না আনিলে কখনও আল্লাহ্ তাআলার উপর ইমান আনা সাব্যস্ত হয় না। বরং যাহারা রসুলের উপর ইমান আনিয়াছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার উপরই ইমান আনিয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা প্রথমতঃ ইমান আনিতে এইজন্য আদেশ করিয়াছেন যে, বিনা ইমানে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি তাযীম (সম্মান) ও ভক্তি কার্যকরী হয় না। বহু অমুসলমান নাসারা নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর তাযীম ও ভক্তি করিয়াছে এবং তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বেইমানদের অন্যায়ের প্রতিবাদ ও কাফেরগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ইমান না আনার জন্য তাহাদের তাযীম ও ভক্তি করার কোন ফল হইল না; কারণ উহা তাহাদের বাহ্যিক তাযীম ও ভক্তি ছিল। যদি তাহারা প্রকৃতপক্ষে অন্তঃকরণ হইতে রসুলের তাযীম ও তাঁহাকে ভক্তি করিত তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার উপর ইমান আনিত। দ্বিতীয়তঃ রসুলের প্রতি তাযীম ও ভক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা এবাদতের অগ্রবর্ত্তী এইজন্য করিয়াছেন যে, অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি উপযুক্ত সম্মান ও অটুট্ ভক্তি স্থান না পাইবে ততক্ষণ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পর্যন্ত যদিও কেহ আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে আজীবনকাল অতিবাহিত করে তবুও তাহার ঐ এবাদৎগুলি কার্যকরী হইবে না। সংসার ত্যাগী বহু বৈরাগী ও পাদ্রী নিজ নীতির উপর থাকিয়া আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে সারা জীবন কাটায়, এমনকি তাহাদের মধ্যে অনেকে 'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর যিকিরও করিয়া থাকে কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে মুহম্মদুর্ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি না থাকার জন্য তাহাদের এবাদৎগুলি আল্লাহ্ তাআলার দরবারে নামঞ্জুর হয় এবং তাহাদের আমল্গুলিও তাহাদিগকে কোন উপকার প্রদান করিতে পারে না। পক্ষান্তরে মোনাফেক্গণের অবস্থাও তাহাই তাহারা বাহ্যিক মুসলমানী তরীকার উপর থাকে এবং নিজদিগকে পর্হেজ্গার, মুত্তাকী ও মাওলানা বলিয়া জাহির করে কিন্তু তাহাদের অন্তরে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি খাঁটি তাযীম (সম্মান) ও ভক্তি না থাকায় তাহারা বেইমানে পরিণত হয় এবং তাহাদের আমল্গুলিও বরবাদ হইয়া যায়। ঐ ব্যক্তিগণের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন যথা ঃ— "ও কাদিম্না এলা মা আমিলু মিন্ আমালিন্ যা জাআল্নাহু হাবাআন্ মান্সুরা।"

অর্থাৎ ঃ— "যাহা কিছু আমল্ তাহারা করিয়াছে তৎসমূহ আমি বরবাদ করিয়াছি।" আবার আল্লাহ্ তাআলা তাহাদেরই জন্য ফরমাইতেছেন ঃ— "আমেলাতুন্ নাসেবাতুন তাস্লা নারান্ হামেয়া।"

অর্থাৎ ঃ— "তাহারা আমল্ করে এবং তাহাতে কঠিন পরিশ্রম করে কিন্তু পরিণামে তাহারা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবে।"

উল্লিখিত আয়ত্ পাকের দ্বারা জানা গেল যে, বিনা ইমানে রসুলের প্রতি বাহ্যিক তাযীম ও ভক্তি ফলদায়ক নহে এবং রসুলের প্রতি খাঁটি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন এবাদৎ-ই ফলদায়ক নহে।

আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— "ও মাঁইয়ুতেইর্ রসূলা ফাকাদ্ আতাআল্লাহা।"

অর্থাৎ ঃ— "যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য স্বীকার করিল (আদেশ

www.YaNabi.in

পালন করিলেন) সে অবশ্যই আল্লাহ্'র আনুগত্য স্বীকার করিল।" রসুলের আনুগত্য, তাঁহার আদেশ, নির্দেশ, তরীকা, ফয়েসলা এবং মতামত ইত্যাদিকে ভক্তি ও যত্নসহকারে মান্য করা ও তাহা পালন করা হইতেছে আল্লাহ্ তাআলার এবাদত্। ক্বোর্আন পাক আল্লাহ্ তাআলার বাণী হইলেও সেই বাণী রসুলের মুখনিঃসৃত। আবার রসুলের বাণী, আদেশ, নির্দেশ এবং তরীকা প্রভৃতিও রসুলের মুখনিঃসৃত। সুতরাং, ঐ একই রসুল হইতে আল্লাহ্ এবং রসুল উভয়েরই বাণী প্রকাশিত হইতেছে। রসুলের বাণী, আদেশ, নির্দেশ ও তরীকার সহিত আল্লাহ্ তাআলার বাণী, আদেশ, নির্দেশ ও তরীকা এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে তাহার পার্থক্য নির্ণয় করা একেবারেই অসম্ভব। যেমন, যদি কেহ রসুলের বাণীকে অমান্য করে তাহা হইলে সে যেন আল্লাহ্রই বাণীকে অমান্য করিল। আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— **"ওমা আতাকুমুর্ রসূলু ফা খুযুহু ওমানাহাকুম্ আনহু ফানতাহু।"**

অর্থাৎ ঃ— "রসুল্ তোমাদের নিকট যাহা কিছু আনয়ন করেন অর্থাৎ যাহা আদেশ ও নির্দেশ দেন তাহা তোমরা ধর অর্থাৎ পালন কর এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করেন তাহা হইতে বিরত থাক।" সুতরাং রসুলের আদেশ, নির্দেশ ও তরীকাকে অমান্য করিলে ক্বোর্আন পাককে অমান্য করা হয়।

এমন কোন এবাদৎ নাই যাহার মধ্যে রসুলের নাম ভক্তি সহকারে উচ্চারিত হয় না বা তাঁহার আদেশ, নির্দেশ ও তরীকা যত্ন সহকারে পালন করা হয় না। কল্মা, আযান্ ও নমাযে রসুলের নাম ভক্তিসকারে স্মরণ করা হয়। আবার রোযা, হজ্জ ও যাকাতে রসুলের আদেশ, নির্দেশ ও তরীকা যত্ন সহকারে পালন করা হয়। এখন যদি কেহ কল্মায়, আযানে এবং নমাযে ভক্তিসহকারে রসুলের নাম স্মরণ না করে তাহা হইলে সে কখনও মুসলমানের মধ্যে গণ্য হইবে না এবং ঐ আযান আযানে ও ঐ নমায নমাযের মধ্যে পরিগণিত হইবে না; সেই রূপ রোযা, হজ্জ ও যাকাতে যদি রসুলের আদেশ, নির্দেশ ও তরীকা পালন না করা হয় তাহা হইলে ঐ রোযা রোযাই নয় ঐ হজ্জ হজ্জই নয় এবং ঐ যাকাৎ যাকাৎই নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যাহারা রসুলের তাযীম করে না তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্'রও তাযীম করে না। যাহারা রসুলের শানের প্রতি বেয়াদবি করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্'র শানের প্রতিই বেয়াদবি করে। যাহারা রসুলের অবাধ্য তাহারা আল্লাহ্'রও অবাধ্য। ঐ অবাধ্য ব্যক্তিগণের এবাদৎ কি কোন উপকারে আসিতে পারে? ঐ অবাধ্য ভণ্ডতপস্বী বেইমানদিগকে চিনিবারও যথেষ্ট উপায় আছে, যথা ঃ— ঐ কার্যকলাপসমূহ যাহার দ্বারা রসুলের তাযীম মানবের দিলের মধ্যে জাগরিত হয় তাহা হইতে তাহাদের বিমুখতা অথবা তাহাদের কোন প্রকারের অসম্মানজনক ভাষা যাহার দ্বারা রসুলের অবমাননা করা হয় বা রসুলের প্রতি তাহাদের কোনরূপ অসভ্য ব্যবহার, প্রমাণ করিয়া দেয় যে তাহারা প্রকৃতপক্ষে রসুলের উপর ইমান আনে নাই ও তাহাদের মধ্যে রসুলের তাযীম নাই এবং তাহারা রসুলের অবাধ্য। এই প্রকারের পশুবৎ মনুষ্যজীব কী দ্বীন ইসলাম হইতে খারিজ নয়?

ইব্নে জারীর, তীব্রানী, আবুশ্ শায়েখ্ এবং ইব্নে মর্দুয়া, হযরত আব্দুল্লাহ্ইব্নে আব্বাস রাদিআল্লাহু আন্হুমা হইতে বর্ণনা করিতেছেন, "একদা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এক বৃক্ষের ছায়ায় তশ্রীফ্ রাখিয়াছিলেন এমন সময়ে তিনি নির্দেশ করিলেন, "অতি শীঘ্রই এক ব্যক্তি আসিবে এবং তোমাদিগকে শয়তানের চক্ষুর দ্বারা দেখিবে, সে আসিলে তোমরা তাহার সহিত কথা বলিও না।" অবিলম্বে এক ব্যক্তি সম্মুখ হইতে অতিক্রম করিতেছিল। রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া ফরমাইলেন, "তুমি এবং তোমার বন্ধুবর্গ কোন কথার উপর আমার শানে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতেছ?" তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তি তাহার বন্ধুবর্গকে ডাকিয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হইল এবং শপথ করিয়া বলিল যে তাহারা তাঁহার শানে কোনো অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে নাই। তাহাদের এই মিথ্যা শপথের উপর আল্লাহ্ তাআলা ওহী অবতীর্ণ করিলেন যথা ঃ— **"য়াহ্লিফুনা বিল্লাহি মা কালু। ও লাকাদ্ কালু কালিমাতাল্ কুফ্রী ও কাফারু বাআদা ইস্লামিহীম্।"**

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ— "তাহারা খোদার শপথ করিতেছে যে, তাহারা নবীর শানে অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে নাই। অবশ্যই তাহারা কুফ্‌রী কথা বলিয়াছে এবং তাহারা মুসলমান হইবার পর কাফের হইয়া গেল।" হে মুসলমানগণ, অত্র আয়ত্ পাকে আল্লাহ্ তাআলা সাক্ষ্য দিতেছেন যে, নবীর শানে বেয়াদবির ভাষা প্রয়োগ করা কুফ্‌রীমূলক কার্য। তাহার প্রয়োগকারী যদিও মুসলমান বলিয়া দাবী করে অথবা লক্ষবার কল্‌মা পাঠ করে তবুও সে কাফের।

ইমানদার কাহারা?

ইমানদার কাহারা? এই প্রশ্নের উত্তরে একটি হাদীস শরীফ হযরত আনস্ বিনে মালেক্ রাদিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, "রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইতেছেন ঃ— 'লা য়ুমিনু আহাদুকুম্ হাত্তা আকুনা আহাব্বা এলায়হি মিওঁ ওয়ালিদিহী ও অলাদিহী অন্ নাসি আজ্‌মায়ীন্।' (বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ ঃ— তোমাদের মধ্যে কেহ ইমানদার হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাহার নিকট তাহার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে এবং সমূহ লোকজন হইতে অধিকতর ভালবাসার পাত্র না হই।"

উক্ত হাদীস পাক হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম হইতে কাহাকেও অধিক ভালবাসে সে প্রকৃত ইমানদার মুসলমান নয়। হুযুর মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে সারা জাহান্ হইতে অধিকতর মহব্বত্ করা ইমানের ভিত্তি। যে ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু ও আলায়হি ও সাল্লামকে সারা জাহান্ হইতে অধিকতর মহব্বত্ করে না তাহার জন্য আল্লাহ্ তাআলা কঠোর শাস্তির প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ—

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"কুল্ ইন্ কানা আবাঅকুম্ ও আব্‌নাঅকুম্ ও এখ্‌ওয়ানুকুম্ ও আয্‌ওয়াজুকুম্ ও আশীরাতুকুম্ ও আম্‌ওয়ালুনিক্ তারাফ্ তুমুহা ও তিজারাতুন্ তাখ্‌শাওনা কাসাদাহা ও মাসাকিনু তার্‌দাওনাহা আহাব্বা এলায়কুম্ মিনাল্লাহি ও রাসূলিহী ও জিহাদিন্ ফী সাবিলিহী ফা তারাব্বাসু হাত্তা য়াতিয়াল্লাহু বিআম্‌রিহী। ওয়াল্লাহু লা এহ্‌দিল্ কাওমাল্ ফাসিকীন্।"

অর্থাৎ ঃ— "হে আমার মহ্‌বুব, তুমি বলিয়া দাও, হে মানবকুল, তোমাদের পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-ভগিনী, স্বামী-স্ত্রী, পাড়া-পড়শী, উপার্জিত ধন, ব্যবসা-বাণিজ্য যাহার ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে ও সুন্দর ঘরবাড়ী, ইহাদের মধ্যে কোনটিও যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্ ও আল্লাহ্'র রসুল এবং তাঁহার পথে জেহাদ হইতে অধিকতর প্রিয় হয় তাহা হইলে তোমরা আল্লাহ্'র কঠোর শাস্তির অপেক্ষা কর। আল্লাহ্ তাআলা ফাসেক্ কওম্‌কে হেদায়েত্ করেন না।"

উক্ত আয়ত্ পাক্ হইতে জানা গেল যে, যাহার নিকট দুনিয়া জাহানের মধ্যে কোন মহামান্য ব্যক্তি, কোন প্রিয়জন অথবা কোনও প্রিয় দ্রব্য আল্লাহ্ ও রসুল হইতে অধিকতর প্রিয় হয়, সে অবশ্যই বারগাহে এলাহী হইতে বহিষ্কৃত হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে কখনও সৎ পথ প্রদান করেন না এবং তাহাকে আল্লাহ্ তাআলার আযাবের অপেক্ষা করিতে হইবে।

আমরা সসীম এবং আল্লাহ্ তাআলা অসীম। সসীম, অসীমের সহিত কী করিয়া মহব্বৎ করিবে? আল্লাহ্ তাআলার মহব্বৎ ও তাঁহার সহিত প্রেম হযরত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লামের মহব্বৎ ও প্রেমের মধ্য দিয়াই সম্পন্ন হইবে। অতএব, এখানে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্ তাআলা রসুলের মহব্বৎকে নিজের মহব্বতের মাধ্যম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইমানের পরিচয় রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মহব্বতের উপর এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রতি মহব্বতের পরিচয় রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ও সাল্লামের মহব্বতের উপরই নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে 'শেফা শরীফ' হইতে একটি হাদীস কুদ্‌সী উদ্ধৃত করিলাম ঃ— "জাআল্‌তুকা যিক্‌রাম্ মিন্ যিক্‌রী ফামান্ যাকারাকা যাকারানী।"

অর্থাৎ ঃ— "হে মহ্‌বুব্, আমি আপন যিক্‌র্ (স্মরণ) হইতে তোমাকে এক যিকির (স্মরণ) করিয়াছি। যে তোমাকে স্মরণ করিল, সে আমাকেই স্মরণ করিল।" অত্‌এব জানা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হ ও সাল্লামকে ইয়াদ করিলে আল্লাহ্ তাআলাকেই ইয়াদ করা হয়। সেইরূপ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে মহব্বৎ করিলে আল্লাহ্ তাআলাকেই মহব্বৎ করা হয়।

উল্লিখিত দলিলাদির দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, ইমানের ভিত্তি রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি মহব্বতের উপরই প্রতিষ্ঠিত। যাহার মধ্যে রসুলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মহব্বৎ হইবে সে অবশ্যই তাঁহার তাযীম (সম্মান) ও আদব করিতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিবে না। কাহারও প্রতি বিনা মহব্বতে তাহার তাযীম ও আদব প্রতীয়মান হয় না এবং কাহারও প্রতি বিনা তাযীম ও আদবে তাহার প্রতি মহব্বৎ তাহার প্রতি মহব্বৎ না থাকাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং, যাহার মধ্যে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মহব্বৎ ও তাযীম রহিয়াছে সে প্রকৃতপক্ষে ইমানদার মুসলমান এবং যাহার মধ্যে রসুলের মহব্বৎ ও তাযীম নাই সে বেইমান, বেদ্বীন ও কাফের।

যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে মহব্বৎ করে না তাহাদের আত্মা এত কলুষিত হয় যে, কোর্‌আন শরীফের আয়তে এবং হাদীস শরীফের মধ্যে যে যে স্থানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের উচ্চতা সম্বন্ধে বর্ণনা আসিয়াছে তথায় তাহারা ইচ্ছা করিয়া কোনটির বিকৃত অর্থ ও তফ্‌সীর বর্ণনা করে, কোনটির অর্থ গোপন করে এবং কোনটির সম্বন্ধে অন্য অজুহাত দর্শাইয়া মানুষের মধ্যে ফাসীদ্ আক্বীদা (কুবিশ্বাস) প্রচার করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এইরূপে তাহারা ইমানদারগণের ইমানকে বিভ্রান্ত করতঃ বিপথগামী করিয়া দেয় এবং নিজেরাও চিরতরে জাহান্নামের পথ এখ্‌তেয়ার করিয়া লয়। নাউযোবিল্লাহ্।

বিনা ইমানে কোন সৎকার্য ফলদায়ক নহে। যাহার মধ্যে ইমান থাকে না তাহার বাহ্যিক সৎকার্য্য যথা ঃ— নমায, রোযা ইত্যাদি কার্যকরী হয় না অর্থাৎ তাহার নেক্ আমলগুলি তাহাকে কোন সুফল প্রদান করিতে পারে না। সে নিজ বেইমানির জন্য বেদ্বীন হইয়া চিরতরে জাহান্নাম্‌বাসী হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, গাছের শিকড় না থাকিলে গাছের ডালপালা যেমন গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারে না, পরিশেষে সেই গাছ জ্বালানী কাষ্ঠে পরিণত হয়, তেমনই শিকড় হইতেছে ইমান এবং ডালপালা হইতেছে সৎকার্য্যগুলি।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন যে, নজ্‌দী ফির্‌কার (শয়তানের দল) দ্বারা শরীয়তের বাহ্যিক আমল্‌গুলি প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা বেদ্বীন হইবে অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম হইতে বহির্ভূত হইবে। ঐ হাদীস পাকের দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে ইমান বলিয়া কোন জিনিষ থাকিবে না, যাহার ফলে তাহাদের বাহ্যিক সৎ আমল্‌গুলি বরবাদ হইয়া যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইমান হইল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মহব্বৎ। মহব্বৎ মনের সহিত সম্বন্ধ রাখে এবং উহা কার্যকলাপের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। যাঁহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানে বিন্দুমাত্রও অবমাননাসূচক ভাষা প্রয়োগ করেন না অথবা যাঁহাদের ভাবভঙ্গীতে এরূপ কোন ব্যবহার প্রকাশ পায় না যাহার দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের তাযীম ও আদবের কোন রুটি পরিস্ফুট হয় এবং যাহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানে কণা পরিমাণও বেয়াদবি ও বর্বরতা করে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করেন, এমন কি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর তাযীমের পূর্ণমর্য্যাদা রক্ষার্থে নিজের জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন তাঁহারাই মহব্বতের পরিচয় দেন। তাঁহারাই রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রকৃত তাযীম ও আদব করেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে অনুসরণের তরীকা

কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের কেবল বাহ্যিক অনুসরণ করাই (যথা নমায পড়া, রোযা রাখা ইত্যাদি) তাঁহার মহব্বৎ ও তাযীমের মধ্যে পরিগণিত। যদি বাহ্যিক অনুসরণ করার উপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের তাযীম ও মহব্বৎ পরিগণিত হইত তাহা হইলে মোনাফেক্‌গণ কী ইসলামের বাহ্যিক রীতিনীতি পালন করে নাই এবং রসুলকে রসুল বলিয়া সাক্ষ্য দেয় নাই? কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে রসুলের মহব্বৎ ও তাযীম না থাকার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা তাহাদিগকে ইসলামের শত্রু ও কাফের বলিয়াছেন। রসুলের মহব্বৎ ও তাযীমকে অন্তঃকরণে স্থান না দিয়া নমায পড়িলে ও রোযা রাখিলে ইমানদর হওয়া যায় না। যদি তাহাই হইত তাহা হইলে কেনইবা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ভবিষ্যৎ বাণী করিতেন যে, এইরূপ একদল বাহির হইবে যাহারা অত্যধিক নমায পড়িবে ও অত্যধিক রোযা রাখিবে কিন্তু তাহারা দ্বীন ইসলাম হইতে এমনভাবে বহির্ভূত হইবে যেমন তীর শিকার ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। অবশ্যই যাঁহারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে মহব্বত ও সম্মানের সহিত অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, মহব্বৎ ও সম্মান, ভাষা ও কার্যকলাপের মাধ্যমেই প্রকাশিত হয়। আমাদের বযুর্গানে দ্বীন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি সম্মান, ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার বহু সহীহ্ তরীকা দর্শাইয়াছেন যাহাকে বাধা দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। উক্ত কার্যে যাহারা বাধা প্রদান করে তাহাদের অন্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের প্রতি বিন্দুমাত্রও মহব্বৎ নাই। দেখুন, ক্বোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— **"ও লিল্লাহীল্ ইয্যাতো ও লীরসূলীহী ও লীল্ মুমিনীনা ও লাকিন্নাল্ মুনাফিকীনা লা য়ালামুন্।"**

www.YaNabi.in

অর্থাৎ ঃ— "আল্লাহ্, রসুল এবং মুমিন বান্দাগণের জন্য ইজ্জত (সম্মান) সংরক্ষিত, কিন্তু এ বিষয়ে মুনাফেক্‌গণ অজ্ঞ।" এইজন্য আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী আলেমগণ, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের তাযীম ব্যতিরেকে 'মুমিন বান্দাগণ' অর্থাৎ বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতিও তাযীম করিবার বহু সৎ ও উত্তম তরীকা পেশ করিয়াছেন, যাহার এখ্‌তেয়ার করা তাঁহাদের প্রতি আমাদের মহব্বতের পরিচয়। (মৎ প্রণীত 'ইয়াদগারে ইমাম ও তরীকায়ে ইসলাম' দ্রষ্টব্য)। যাহারা তাঁহাদের তাযীমের প্রতি তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করে তাহাদিগকে আল্লাহ্ তাআলা মুনাফেক্ বলিয়াছেন তাহারাই বেইমানীর উচ্চশিখরে আসীন।

আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— **"কুল্ ইন্ কুন্তুম্ তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি য়ুহ্‌বিব্‌কুমুল্লাহু ও য়াগ্‌ফির্‌লাকুম্ যুনুবাকুম্। ওয়াল্লাহু গাফুরুর্ রাহীম্।"**

অর্থাৎ ঃ— "হে আমার মহ্‌বুব্, তুমি বলিয়া দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করো তাহা হইলে তোমরা আমার অনুগত হইয়া যাও, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ্ করিবেন। আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই মার্জ্জনাকারী ও দয়ালু।"

উল্লিখিত আয়ত্ শরীফ্ হইতে জানা যায় যে, যদি কেহ আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের অনুগত অর্থাৎ তাঁহার আদেশ ও নির্দেশ পালনকারী (গোলাম) হইতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের অনুসরণকারী হইবে না ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে যে আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করে তাহার পরিচয়ও দিতে পারিবে না। তখন সে আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করিবার পরিচয় দিতে পারিবে যখন সে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের অনুসরণকারী হইবে তখনই আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে মহব্বৎ করিবেন ও তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। সুতরাং রসুলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ও সাল্লামের আনুগত্যের উপরই আল্লাহ্ তাআলার মহব্বৎ ও তাঁহার প্রিয় পাত্র হওয়া নির্ভর করিতেছে। অত্র আয়তে আল্লাহ্ তাআলা আপন হাবীব্ মহ্বুবের অনুসরণকে নিজস্ব মহব্বৎ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এখানে অনুসরণ করা সম্বন্ধে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা তিন প্রকারে বিভক্ত ঃ— (১) ভয়ের জন্য অনুসরণ করা (২) লোভের জন্য অনুসরণ করা (৩) মহব্বতের জন্য অনুসরণ করা। এই আয়েৎ পাকে মহব্বতের দরুণ অনুসরণ করা নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আবার মহব্বৎ করা তিন প্রকারের হইয়া থাকে ঃ— (১) ছোটদের সহিত মহব্বৎ করা (২) সমবয়সীগণের সহিত মহব্বৎ করা (৩) মহামান্য ব্যক্তিগণের সহিত মহব্বৎ করা, যাহা তাযীম ও আদবের সহিত হইয়া থাকে। হুযুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম যিনি দ্বীন ও দুনিয়ার বাদশাহ্, তাঁহার মহব্বৎ, তাযীম ও আদবের সহিতই হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতএব ঐ কোর্আনী আয়ত্ পাকের ইহাই তফ্সীর্ হইবে, যাঁহারা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে মহব্বৎ ও তাযীমের সহিত অনুসরণ করেন তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করেন এবং তাঁহাদিগকেই আল্লাহ্ তাআলা মহব্বৎ করেন ও তাঁহাদেরই গুনাহ মাফ্ করেন। যাহারা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে মহব্বৎ ও তাযীমের সহিত অনুসরণ করে না তাহারা অবশ্যই ধোঁকাবাজ, তাহারা কখনও আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করে না, তাহারা শয়তানের দল, বেয়াদব ও বেওকুফ্। তাহাদের বেয়াদবি, বর্বরতা ও অসভ্যতা তাহাদের কথাবার্তায় ও কার্যকলাপের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। সুতরাং, আল্লাহ্ তাআলাকে মহব্বৎ করিতে হইলে এবং তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জন করিতে হইলে রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের আশ্রয়ে আসিতে হইবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হুযুরে আকরম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও সাল্লাম সর্ব্বকালে ও সর্ব্বসময়ে বিদ্যমান ও বিরাজমান

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের জিন্দেগীতেই তাঁহার তাযীম ও আদব পালন করিবার নির্দেশ ছিল, কিন্তু তাঁহার পরলোক গমন করিবার পর সেই নিয়ম আর প্রযোজ্য নহে। এইরূপ আক্বীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখনও হাজীগণের প্রতি নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, যখন তাঁহার রাওযা পাকে উপস্থিত হইবেন তখন তাঁহারা যেন অনুচ্চস্বরে সালাম করেন এবং কিছু দূরে আদবের সহিত দণ্ডায়মান হন। ফেকাহর মধ্যে অনেকে নির্দেশ দিয়াছেন, যেখানে হাদীস পাকের পাঠ হয় সেখানে কেহ যেন জোরে কথা না বলে, কেননা হাদীস পাকের পাঠক অন্য হইতে পারে কিন্তু কালাম্ তো হইতেছে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের মুখনিঃসৃত। হযরত ইমাম ইবনুল্ হাজ্ 'মদ্খালের' মধ্যে এবং হযরত ইমাম কস্তলানী 'মাওয়াহেব্ শরীফের" মধ্যে ফরমাইতেছেন ঃ— "ও কাদ্ কালা ওলামাঅনা লা ফার্কা বায়্না মাওতিহী ও হায়াতিহী আলয়্হিস্ সালামু ফী মুশাহিদাতিহী লি উম্মাতিহী ও মা'রিফাতি বিআহ্ওয়ালিহীম্ ও নি'য়াতিহীম্ ও আযায়িমিহীম্ ও খাওয়াতিরিহীম্ ও যালিকা জালিউন্ ইন্দাহু লা খিফাআবিহী।"

অর্থাৎ ঃ— "আমাদের আলেমগণ ফরমাইয়াছেন যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের জিন্দেগী এবং রেহ্লতের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। (অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম জিন্দেগীতে সশরীরে যেরূপ ছিলেন রেহ্লতের পরও তিনি সেইরূপ আছেন, মৃত্যু তাঁহার ইহকাল ও পরকালের মধ্যে কোন পার্থক্য ঘটাতেই পারে নাই।) তিনি জিন্দেগীতে যেরূপ নিজ উম্মৎকে দেখিতেন ও তাহাদের অবস্থা, উদ্দেশ্য, ইচ্ছা এবং মনের কথাগুলিকে জানিতেন সেইরূপ রেহ্লতের পরও তিনি দেখিতেছেন ও অবগত আছেন। ঐগুলি তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ প্রকাশ্য, উহার মধ্যে কোন কিছুই তাঁহার নিকট

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লুক্কায়িত নহে।" সুতরাং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম সর্বকালে ও সর্বসময়ে বিদ্যমান ও বিরাজমান। তিনি দুনিয়া হইতে কেবলমাত্র পর্দাগ্রহণ করিয়াছেন বা লোকচক্ষুর অন্তরালে রহিয়াছেন। "শো'বুল ইমান" এর মধ্যে আছে ঃ— "ইন্নালাহা হার্রামা আলাল্ আর্দে আন্ তা'কুলা আজসাদাল্ আম্ বিয়ায়ি।"

অর্থাৎ ঃ "অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলা নবীগণের শরীরকে ভক্ষণ করিতে মাটির উপর হারাম করিয়াছেন।" (কবরে নবীর শরীরকে মাটি ভক্ষণ করে না।) আল্লাহ্ তাআলা কোর্আন শরীফে শহীদের জন্য মৃত্যুর পর জিন্দেগী সাব্যস্ত করিয়াছেন। নবীর দর্জা শহীদের দরজা অপেক্ষা কত যে উর্দ্ধে তাহা বর্ণনাতীত। হাদীসের কেতাব "বায়্হাকী"তে আছে ঃ— "ফাহুম্ আহ্য়াউন্ ইন্দা রাব্বিহীম্ কাশ্ শুহাদায়ি।"

অর্থাৎ ঃ— "নবীগণ শহীদদের ন্যায় জীবিত।" হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, মেয়্রাজের রাত্রে বায়্তুল্ মোকাদ্দাসে নবীগণ একত্রিত হইয়াছিলেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম তাঁহাদের এমামতি করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা নবীগণ যে সশরীরে জীবিত আছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

আযাযীল্ মর্দুদ্ হইল কেন?

আযাযীল্ পূর্বে ফেরেশ্তাগণের শিক্ষাদাতা ছিল। সে শিক্ষায় এবং এবাদতে এমন উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল যে ফেরেশ্তাগণের মধ্যে তাহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে চিরতরে শয়তান মর্দুদে পরিণত হইল। আল্লাহ্ তাআলা তাহার সমূহ এবাদৎকে বাতিল করিয়া দিলেন। তাহার এবাদৎ তাহাকে কোন সুফল প্রদান করিতে পারে নাই। কারণ আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকে পয়দা করিয়া

তাঁহার পেশনীতে হযরত মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের নূর স্থাপন করতঃ তাঁহাকে সেজ্দা করিতে ফেরেশ্তাগণের প্রতি আদেশ করিলে ফেরেশ্তাগণ সেজ্দা করিলেও আযাযীল্ (ইব্লিস) সেজ্দা করিল না। সে নিজেকে নবী হইতে শ্রেষ্ঠতর ঘোষণা করিয়া অহঙ্কার বশতঃ নবীর তাযীমের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিল, যাহার ফলে সে কাফেরে পরিণত হইয়া চিরতরে আল্লাহ্ তাআলার অভিশপ্ত হইল অর্থাৎ, শয়তান মর্দুদ্ হইয়া জাহান্নামী হইল।

নবীর তাযীম হইতে বিমুখ হওয়াই আযাযীলের প্রতি অভিশাপের একমাত্র কারণ ছিল না, প্রকৃতপক্ষে সে নিজেকে নবী হইতে উত্তম ভাবিয়া এবং নবীর শানের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বেয়াদবি ও অসভ্যতার চরমসীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল। সর্বপ্রথম আযাযীল্ই নবীর শানের প্রতি অবমাননা, বেয়াদবি ও অসভ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিল।

সুতরাং, যাহারা নবীর তাযীম ও আদব করে না তাহারাই নবীর শানে বেয়াদবি ও গুস্তাখী করে এবং তাহারাই হইতেছে শয়তানের দল।

ইমানের পরীক্ষা

আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— "আলিফ্ লাম্ মীম্ আ হাসিবান্ নাসু আঞ্ য়ুত্রাকু আইয়্যকুলু আমান্না ও হুম্ লা য়ুফ্তানুন্।"

অর্থাৎ ঃ— "মানবগণ কি ধারণা করিয়াছে, 'আমরা ইমান আনিয়াছি' এই কথার উপর তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইবে এবং তাহাদের পরীক্ষা হইবে না?" পবিত্র কালাম পাকের এই আয়তের দ্বারা মুসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে যে শুধুমাত্র কল্মা পড়িলেই বা নিজেকে মুসলমান বলিয়া দাবী করিলেই যে কাহারও মুক্তি হইবে তাহা নয়, ইহার জন্য পরীক্ষা

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হইবে এবং নিশ্চয়ই হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রত্যেক বিষয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্রে ইহাই পরীক্ষা করা হয় যে, যে বিষয়ের যাহা সারাবত্তা ও অস্তিত্ব, তাহা ঐ বিষয়ের মধ্যে আছে কি না তাহাই লক্ষ্যণীয়। পবিত্র কোর্‌আন শরীফে এবং হাদীস পাকে নির্দেশিত হইয়াছে যে, ইমানের সারবত্তা এবং অস্তিত্ব দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে, যথা ঃ— হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর প্রতি অন্তর হইতে সম্মান প্রদর্শন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টি অপেক্ষা অত্যধিক মহব্বৎ করা।

ইমানের পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার সহজ প্রণালী ইহাই হইতেছে যে, তোমাকে যে লোকের সঙ্গে যেমন ধরণের সম্মানই থাক, যত প্রকারের বিশ্বাসই হউক, যে ভাবেরই বন্ধুত্ব থাকুক, যে প্রকারের ভালবাসার ক্ষেত্রই হউক যেমন তোমার বাবা, তোমার শিক্ষক, তোমার পীর, তোমার ভাই, তোমার বন্ধু, তোমার গুরুজন, তোমার মৌলবী, তোমার হাফেজ, তোমার মুফ্‌তি, তোমার ওয়ায়েজ্‌ প্রভৃতি যে কান ধরণের লোকই হউক না কেন যখন সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শান মোবারকের প্রতি গুস্‌তাখী, দুর্ব্যবহার, হীন আচরণ ও অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে তখন তোমার হৃদয়ে তাহার প্রতি কোন প্রকারের ভালবাসা, সম্মান বা বন্ধুত্বের তিলমাত্রও যেন না থাকে। তুমি তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাও। যেরূপ দুগ্ধ হইতে মক্ষিকাকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলা হয় সেইরূপ তাহাকেও তোমার হৃদয় হইতে ছুঁড়িয়া ফেল। তাহার সুরত এবং নামকে পর্যন্ত ঘৃণা করিও। তুমি কখনও নিজের সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব এবং বাৎসল্য ইত্যাদির জন্য তাহার খাতির করিও না। তাহার পাণ্ডিত্য, পীরত্ব, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ইত্যাদিকে মনে স্থান দিও না। কারণ ওসব যা কিছু ছিল তা সবই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের গোলামীর বদৌলতে; যখন তাঁহারই শানের প্রতি সে বেয়াদবি করিল তখন তাহার সহিত তোমার কি সম্বন্ধ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি, মনমুগ্ধকর আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ সর্বোপরি বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়া ভুলিও না। এমন বহু অমুসলমান কবি, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ও আর্‌বী ও ফার্সী ভাষায় বিদ্বান ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহাদের ঐরূপ পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কী তাহাদেরকেও ইমানদার বলিতে হইবে?

যদি কেহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শান মোবারকের বিরোধী কোন কথা বলিয়া থাকে অথচ তুমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখ, তাহাকে ঘৃণা না করো, নিকৃষ্টতম মনে না করো এবং যদি কেহ তাঁহাকে (অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম এর শানের প্রতি অবমাননাকারীকে) মন্দ বলে অথচ তুমি তাহার প্রতিবাদ করো, এইরূপে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের গুরুত্বের প্রতি অবহেলা করো অথবা যে করে তাহাকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা না করো এবং তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ ছিন্নবিচ্ছিন্ন না করো তাহা হইলে আল্লাহ্‌'র ওয়াস্তে তুমি বিচার করিয়া দেখো যে তুমি ইমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ কী না?

মুসলমানগণ, চিন্তা করিয়া দেখো যে, কোর্‌আন শরীফ ও হাদীস পাক, যাহাকে ইমানের ভিত্তি হিসাবে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তুমি তাহা হইতে কত দূরে সরিয়া আসিয়াছ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম যাঁহার হৃদয়ে সম্মানের উচ্চশিখরে আসীন তিনি কি কখনও কাহারও দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লামের শানের প্রতি দুর্ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন? যদিও ইহা তাঁহার পীর, ওস্তাদ, মৌলবী পিতা-মাতা এমনকি পৃথিবীর যে কোন লোকের দ্বারাও সংঘটিত হউক। দেখো, আল্লাহ্‌ তাআলা ফরমাইতেছেন ঃ— "লা তাজিদু ক্যওমান্‌ য়ুমিনুনা বিল্লাহি ওয়াল্‌ য়াউমিল্‌ আখিরি য়ুওয়াদ্দুনা ম্যন্‌ হাদ্দাল্লাহা ও রসূলাহু ও লাউ কানু আবাআহুম্‌ আউ আব্‌নাআহুম্‌ আউ ইখ্‌ওয়ানাহুম্‌ আউ আশীরতাহুম্‌।"

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎঃ—"যাঁহারা আল্লাহ্ এবং কেয়ামতের উপর বিশ্বাস আনিয়াছেন তাঁহাদের অন্তঃকরণে এমন লোকদের মহব্বৎ আসিতে পারে না যাহারা খোদা ও রসুলের বিরোধিতা করিয়াছে, যদিও তাহারা তাঁহাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা যে কোন প্রিয় পাত্রই হউক না কেন।"

আবার আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেনঃ—"ইয়া আইউহাল্ লাযীনা আমানু লা তাত্তাখিযু আবাআকুম ও ইখ্ওয়ানাকুম্ আউলিয়াআ ইনিস্ তাহাব্বুল্ কুফ্রা আলাল্ ইমান্। ও মাঁই এতাওয়াল্লাহুম্ মিন্কুম্ ফাউলায়িকা হুমুয্ যালিমুন্।"

অর্থাৎ ঃ— "হে ইমানদারগণ, নিজের পিতা এবং ভ্রাতাগণের সহিত বন্ধুত্ব করিও না যদি তাহারা ইমানের উপর কুফ্র্ পছন্দ করে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করে তাহারা যালেমগণের পর্য্যায়ভুক্ত।"

আবার আল্লাহ্ তাআলা ফরমাইতেছেনঃ—"ইয়া আইয়ুহাল্ লাযীনা আম্যনু লা তাত্তাখিযু আদুব্বী ও আদু'ওয়াকুম্ আওলিয়াআ এলা কাওলিহী তাআলা) তুসিররুণা আলাইহিম্ বিল্ মুওয়াদ্দাতি ও আনা আলামু বিমা আখফাইতুম্ ওমা আ'লান্তুম্। ও মাঁই য়াফ্ আল্হু মিন্কুম্ ফাকাদ্ দ্যল্লা সাওয়াআস্ সাবীল্।"

অর্থাৎ ঃ— "হে ইমানদারগণ, আমার এবং নিজেদের শত্রুদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিও না। তোমরা লুকাইয়া তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া থাক এবং আমি ভালভাবেই জানি যাহা তোমরা লুকাইয়া থাকো ও যাহা প্রকাশ করিয়া থাকো এবং তোমাদের মধ্যে যে এইরূপ করিয়া থাকে সে নিশ্চয়ই সোজা পথ হইতে ভ্রষ্ট"

আহ্লে সুন্নত ওল্ জমাআতের ভাইগণের খেদ্মতে আমি এই পুস্তকে সংক্ষেপে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজ্দী এবং দেওবন্দী আলেমগণের কুফ্র্ ও পথভ্রষ্টতা সম্বন্ধে বর্ণনা করিলাম। আশাকরি পাঠকগণ ইন্সাফের সহিত তাহাদের কুফ্রিয়াৎকে ইমানের দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করিয়া দেখিবেন যে, তাহাদের

মধ্যে কী ইমানের এক কপর্দক অংশও বাকী রহিল? প্রিয় মুসলমান ভাইগণ, আপনারা আল্লাহ্'র ওয়াস্তে গফ্লতের স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হউন, ঐ সকল দ্বীন ইসলাম ও ইমানের দস্যুগণ ও মায্হাবের চোরগণ হইতে দূরে থাকুন, তাহাদিগকে নিজ হইতে দূরে রাখুন, এবং আপনাদের প্রিয়তম আকা ও মাওলার নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করুন।

মুসলীম, আবুদাউদ ও ইব্নে মাজা প্রভৃতি হাদীসের কেতাবগুলির মধ্যে যথাক্রমে হযরত আবু হোয়াররা, ইব্নে উমর ও জাবের রাদিআল্লাহু আন্হুম্ হইতে রেওয়ায়েত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ও সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যথাঃ—"ঈয়াকুম্ ও ঈয়াহুম্ লায়োদিল্লুনাকুম্ ওলা য়ুফ্তিনুনাকুম্ ও ইন্মারাদু ফ্যলা তাউদুহুম্ ও ইন্মাতু ফ্যলা তাশ্হাদুহুম্ ও ইন্লাকাইতুমুহুম্ ফ্যলা তুসাল্লিমু আলাইহিম্ ও তুজালিসুহুম্ ওলা তুশারিবুহুম্ ওলা তুওয়াকিলুহুম্ ওলা তুনাকিহু হুম্ ওলা তুসাল্লু আলাইহিম্ ওলা তুসাল্লু মাআহুম্।"

অর্থাৎ ঃ— "তাহাদিগ হইতে দূরে থাকো, তাহাদিগকে নিজ হইতে দূরে রাখো পাছে তাহারা তোমাদিগকে পথভ্রষ্ট ও ফাসাদের মধ্যে পতিত না করে, তাহারা পীড়িত হইলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে যাইওনা না, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহাদের জানাযায় উপস্থিত হইও না, যদি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় তাহাদিগকে সালাম করিও না, তাহাদের নিকট বসিও না, তাহাদের সহিত খানাপিনা করিও না। তাহাদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিও না, তাহাদের জানাযায় নমায পড়িও না এবং তাহাদের সহিত নমাযও পড়িও না।

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানগণকে ওয়াহাবী দেওবন্দীগণের বিষাক্ত কুফ্রী বাতাস হইতে রক্ষা করুন। আমীন্ ব্যহাক্কে তা-হা ও ইয়া-সীন্ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ও আলিহী ও আস্হাবিহী আজ্মায়ীন্, বিরহ্মাতিকা এয়াআর্হামার্ রাহিমীন্।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

।। বেলাদৎ শরীফ।।

হুয়ি মান্‌নুর্ জাব্ র‍্যব্‌কো খোদায়ী
তো পায়্‌দা নূরে আহ্‌মাদ্ নূর্‌সে কী।
কিয়া ফের্ উস্‌সে হ্যর্ যার্‌রোঁকো পায়্‌দা
হুয়া আদম্ কী সুরত্ ভী হওয়েদা।
রখা পেশানীয়ে আদম্ মেঁ ও নূর্
হুয়ী ম্যহ্‌বুব্ কী তা'যীম্ মন্‌যুর্।
ফরিশতোঁ সে কহা এ রাব্‌নে বা শাওক্
য়ে হায় ফরমান্ তুম্‌পে মেরা বা যাওক্
কারো সাজ্‌দা ফরিশ্‌তো ইস্‌কো ফিল্‌ফাওর্
কে হায় মাস্‌জুদ্ য়ে মাহ্‌বুব কা নূর্।
মলায়েক্ হার্ কিসীনে সাজ্‌দা কার্‌লী
মাগার ইব্‌লিস্‌নে সাজ্‌দা নাহি কী।
লইন্ রাঁদা গায়া দরবারে র‍্যব্‌সে
পড়া তাওকে লাআন্ গর্‌দান্ পে উস্‌কে।
হুয়া ফেরও লইন্ আদম্ কে পীছে
কে ও হাউআ কো কদ্‌রে গণদাম্ খেলাকে
নিকল্‌ওয়ায়া বাহশ্‌তে জাঁফেয়াসে
কে দুন্‌য়ামেঁ উন্‌হেঁ খালেক্ নে ভেজে।
হার্ এক্ ইন্‌সান্‌কে হ্যাঁয় বাপ্ আদম্,
হ্যাঁয় মাদর্ হ্যরতে হাউআ মুকার্‌রাম্।
খালিফা থে খোদায়ে দোজাহাঁকে
সিখায়া নাম্ হার শ্যায় কা খোদা নে।
হুয়ে ফের্ আমবিয়া আওর্ আওর্‌ভী পায়্‌দা
নযারাহ্ সব্‌নে কী হাক্ কী আতা কা।
খলিলুল্লাহ্ যাবীহুল্লাহ্ ও মুসা

www.YaNabi.in

হুয়ে আখের্‌সে পাহ্‌লে হয্‌রতে ঈসা।
ওহি নূরে মুহম্মদ কা তাজাল্লা
খোদানে মাতলাব্‌তাক্ লা মেলায়া
হযরতে আব্দুল্লাহ সে হোতে হুয়ে ওহ নূর
হযরতে আমেনা বিবি তাক পাঁহচকর হুয়া যোহুর
বহত্ আসার্ রহ্‌মত্ থে হওয়্‌দা
নবী হার্ এক্ সুনা তে থে য়ে মুশ্‌দা
মোবারক্ আমেনা বীবী হো তুম্‌কো
আতা এক্ নুর কী হায় র‍্যবনে তুম্‌কো।
মোবারক্ নাম উস্‌কা হায় মুহম্মদ
লিখা ইন্‌জিল্ মেঁ হায় জিসকা আহ্‌মাদ্।
ওরুদে পাক্ কে পাহ্‌লে জাহাঁ মেঁ
হুয়া এ'লানে হাক্ কাওনো মাকাঁ মেঁ
মলায়েক্ থে সলামী পার্ মোকাররার্
কে আতে হ্যাঁয় জহাঁমে হাক্‌কে দিল্‌বার।
পরীন্দা চার্ পায়ে যার্‌রে পাওদে
হার্ এক্ আপস্ মেঁ মুশ্‌দা দে রহে থে
সোহানা ওক্ত পে পেয়ারী ওহ্ সুরত্
বানি থী যো বাদাস্ত পাকে কুদ্‌রাত্।
মোহাক্কাক্ য়ে কে হায় তা'যিমে আক্কা
হার্ এক্ বান্দে পে হায় লাযিম্ সরাপা।
দরুদে পাক হো মাহ্‌বুবে রাব্ পার্
আওর উন্‌কে আল্ ও আস্‌হাব সাব্ পার্
এমাম্ আ'যম পে আওর্ গাওসুল্ ওরা পার্
ওলিও গাওস্ ও কুতুব্ ও আত্‌কিয়া পার্।
খোদাওন্দা তোফায়্‌লে যিক্‌রে হয্‌রত্
তেরে রিফ্‌আত পে ফর্‌মা যিল্‌লে রাহ্ মাৎ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মো আদ্‌দব্ হোকে ওহ্ আয়ে শহেন্‌শাহ্
সোহানাহ্ ওক্ত সুবেহ্ দিন দোশোম্‌বাহ্।
রাবীয়ে আউআল্ কী থী তারীখ্ বারাহ্
আওর ওক্তে শুবেহ্ আয়ে শাহে ওয়ালা।
রসুলে পাক্‌কী ওয়াজিব্ হায় তা'যীম
খাড়ে হো কার্ কারেঁ হাম জাল্‌দ তাস্‌লীম্।

দরুদ ও সালাম বওক্তে কেয়াম

ইয়া নবী সালামো আলাই কা
ইয়া রসুল সালামো আলাই কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাই্ কা
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।
মায্‌হরে আন্‌ওয়ারে র‍্যব্ হো
মাম্‌বায়ে এস্‌রারে র‍্যব্ হো
মাক্‌সদে এয্‌হারে র‍্যব্ হো
সালবা তুল্লাহ্ আলাই কা।।
ইয়া নবী সালামো আলাই্কা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই্কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাইকা
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।
আয় হাবিবে রাব্বে আক্‌বর্
আয়্ শাফিয়ে রোযে মাহ্‌শার
আয়্ কাসিমে হাওযে কাওসার্
সালবাঁ তুল্লাহ্ আলাই্ কা
ইয়া নবী সালামো আলাই্ কা

www.YaNabi.in

ইয়া রসুল্ সালামো আলাইকা
ইয়া হাবীব্ সাল্লামো আলাই কা
সালবা তুল্লাহ্ আলাই্ কা।।
আলমে সির্‌রে নেহাঁ হো
আওর্ মাকিনে লা মাকাঁ হো
কাসেমে নেয়্‌মে জাহাঁ হো
সালবা তুল্লাহ্ আলাই্ কা।।
ইয়া নবী সালামো আলাই্কা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই্ কা
ইয়া হাবীব্ সালমো আলাইকা
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।
গাম্‌কী দুন্‌য়াকো বাদাল্‌দে
হাম্‌কো তাওফিকে আমল্ দে
কুফর্‌কে সার্‌কো কুচল্ দে
সালবা তুল্লাহ, আলাই্কা।।
ওক্ত্ মর্‌দন্ মেরে শাহা
মু-পে হো কাল্‌মা তুম্‌হারা
হাশর্‌মেঁ তু হো সাহারা
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।
ইয়া নবী সালামো আলাইকা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই্কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাইকা
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।
রহ্‌মতে আলম্ রহম্ কার্
আ'লকা শাদ্‌কা কারাম্ কার
দুর হার্ এক রাঞ্জ ও গাম্ কার
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইয়া নবী সালামো আলাইকা
ইয়া রসুল সালামো আলাইকা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাইক্।
সালবা তুল্লাহ আলাইকা।।
হাঁ তোফেলে গাওসে আজম্
শাদ্কায়ে আ'লে মোকাররাম্
কুন্ মানোওর কাল্বো চাস্মম্
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।
ইয়া নবী সালামো আলাইকা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাই কা
সালবা তুল্লাহ্ আলাই কা।।
দূর হো দিল্কী বুরাই
আওর হো দিল্ মেঁ শাফায়ী
তুমহকো মুর্শীদ্ কী দোহা'ই
সালবা তুল্লাহ্ আলাইকা।।
ইয়া নবী সালামো আলাই্কা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই্ কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাই্ কা
সালবা তুল্লাহ্ আলাই কা
পার্'তবে বারী দেখা দে
রাঞ্জ মাজ্বুরি মিটাদে
চাস্মে ওহ্দাৎ আশুনা দে
সালবা তুল্লাহ আলাই্কা।।
ইয়া নবী সালামো আলাই্ কা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই্ কা

ইয়া হাবীব্ সালামো আলাই কা
সালবা তুল্লাহ্ আলাই্কা।।
জিস্ জাগাহ্ কায়েম্ হো মাহ্ফিল্
আওর্ জো হোঁ উস্মেঁ সামিল্
তা আবদ্ রাহ্মাত্ হো নাজিল্
সালবা তুল্লাহ্ আলাই্ কা।।
ইয়া নবী সালামো আলাই্ কা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাই্কা
সালবা তুল্লাহ্ আলাই্ কা।।
ক্বাদেরি রাফ্আৎ পে মাওলা
আপনী নয্রে লুৎফে ফর্মা
ওয়াস্তা গাওসুল্ওরা কা
সালবা তুল্লাহ আলাই্ কা।।
ইয়া নবী সালামো আলাই্ কা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাই কা
সালবা তুল্লাহ্ আলাই্ কা।।
দ্বীন কা হো বোল্ বালা
সুন্নিয়োঁকা রুখ্ হো ওজালা
দুশ্মানোকা মু হো কালা
সালবা তুল্লাহ্ আলাই্ কা।।
ইয়া নবী সালামো আলাই্ কা
ইয়া রসুল্ সালামো আলাই্ কা
ইয়া হাবীব্ সালামো আলাই্ কা
সালবা তুল্লাহ্, আলাইকা।।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

।। পরিচিতি ।।

হযরত মাওলানা শাহ সুফী আবুতাহির মুহম্মদ ওলীউল্লাহ কাদেরী সাহেবের প্রণীত "কে ইমানদার?" পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলাম। বাংলা ভাষায় এই ধরণের কোনও পুস্তক ইতোপূর্বে লেখা হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। জনাব মওলানা সাহেব ইমানদার ও বেইমানের সত্যকার স্বরূপ ও পরিচয় প্রদান বিষয়ে কুর্আন মজীদ, হাদীস শরীফ, আক্ওয়ালে উম্মত্ ও ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বীয় পুস্তক প্রণয়নে যেরূপ যত্ন ও প্রয়াস করিয়াছেন, তজ্জন্য প্রকৃত ধর্মানুসন্ধিৎসু বঙ্গীয় মুসলমানগণ তাঁহার নিকট চিরকাল আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে এবম্প্রকার খিদ্মৎ (সেবা) ও প্রচেষ্টার বিনিময়ে উপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করুন। আমীন সুম্মা আমীন।

হযরত রসুলে করীম আলাইহিৎ তাহ্ইয়্যাতু ওয়াৎ তাসলীমের জীবনব্যাপী প্রচারিত মহান ইসলামের বয়ঃক্রমে আজ প্রায় চৌদ্দশত বৎসর কাল অতিবাহিত হইতে চলিয়াছে; যুগে যুগে এই পাক দ্বীনের কত যে দুশমন কত বিচিত্ররূপে ও অভিনব প্রকারে এই দ্বীনেরই সেবা এবং মুসলমানদের সংস্কারের নাম করিয়া, বহু আশ্চর্য্যজনক হীন উপায়ে ও বিস্ময়কর অন্যায় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে, পবিত্র মযহবে ইসলামকেই সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তাহাদের সেই সকল কলঙ্ক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় জলন্ত অক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু প্রতি যুগেই আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের এই ধর্মদ্রোহীতা ও মযহবী ফিৎনা সমূহকে স্বীয় নেক বান্দাগণের প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যর্থ ও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন, আজও দিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও দিবেন। ইন্শাআল্লাহ্ তাআলা।

বর্ত্তমান যুগে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর মযহবী ফিৎনা হইতেছে এই ইসলাম বিরোধী ওহাবী নজ্দী মতবাদ। এই মতবাদের প্রথম আবিষ্কারক ও প্রচারক ছিলেন, বনী তমীম গোত্রের কুখ্যাত আব্দুল ওহ্হাব নজ্দী ও

তদীয় পুত্র মোহাম্মদ বিন্ আব্দুল ওহ্হাব নজ্দী। ওহাবী নজদীদের আক্বীদা হইতেছে, কেবলমাত্র উহারাই মুমিন ও মুসলমান; বাদবাকী যাহারা, তাহারা সকলেই কাফের, মুর্তাদ্, মুশ্রিক ও বেইমান। সেইজন্য তাহারা মক্কা ও মদীনার সহীহুল আকীদা ও সুন্নী মুসলমানদেরকে মুশ্রিক্ ও মুর্তাদ ফৎওয়া দিয়া, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মক্কা ও মদীনা জয় করিয়া লইল। তাহাদের ধনসম্পদ অবাধে লুণ্ঠন করিল এবং তাহাদের কুমারী কন্যা ও ভগ্নিদের সহিত পৈশাচিক ব্যাভিচার করিল। ওহাবীদের বর্বরোচিত, লোমহর্ষক ও অমানুষিক অত্যাচারের বর্ণনা অতিশয় করুণ, মর্মন্তুদ ও হৃদয়-বিদারক। 'রদ্দুল মোহতার', 'সইফুল জব্বার', বাওয়ারিকি মুহম্মদিয়া আলা ইরগামাতিন্ নাজ্দিয়া' আদিগ্রন্থে ইব্নে আব্দুল ওহ্হাবের অনুসরণকারী ওহাবীদের জঘন্য ও ঘৃণা কার্য্যাদির বহু বিবরণ রহিয়াছে, যাহার ইচ্ছা, ঐ পুস্তকসমূহ পাঠ করিয়া আমার কথার সত্যতা যাচাই করুন। ওহাবীদের জাহেরী আমাল্ উত্তম হইবে কিন্তু ইহাদের হৃদয় ইমান হইতে খালি হইবে (রসুলে করীমের হাদীস)।

মোহাম্মদ ইব্নে আব্দুল ওহ্হাব নজ্দী নিজ অনুসরণকারী ওহাবীগণের তালীমের জন্য যুগ-কলঙ্ক যে কেতাব লিখেন, তাহার নাম 'কিতাবুৎ তাওহীদ'। পরে উক্ত কিতাবুৎ তাওহীদেরই উর্দুতে মর্মানুবাদ করেন, দিল্লীর বিখ্যাত বংশের সন্তান, হযরৎ মওলানা আব্দুল আজিজ দেহ্লবী রহমতুল্লাহ্ আলাইহের ভ্রাতুষ্পুত্র, মহাকুলাঙ্গার মৌলবী ইস্মাইল দেহ্লবী। সেই পথভ্রষ্ট কারী পুস্তকের নাম 'তক্বীয়াতুল্ ইমান'। প্রকৃতপক্ষে ইহা 'তক্বীয়াতুল্ ইমান' (ইমানের শক্তি) নয়, বরং ইহা হইতেছে 'তফ্বীয়াহল্ ইমান' (ইমান-ধ্বংসকারী)। যখন মৌলবী ইস্মাইল প্রথম উক্ত কিতাব লিখেন, তখন 'তে' অক্ষরের পর 'কাফ্' অক্ষর লিখার স্থলে 'ফে' অক্ষরই লিখিয়াছিলেন। ভবিষ্যতে এই কিতাব যে মুসলমানদের ইমান ও আকায়েদ্ বিনষ্ট করিয়া দিয়া উহাদিগকে মুর্তাদ্ ও বেইমান বানাইয়া দিবে, ইহারই পূর্বাভাষ কুদ্রতের তরফ হইতেই আগেই পাওয়া গিয়াছিল।

দেওবন্দী, গয়ের মোকাল্লেদ্ উভয় দলই উক্ত মৌলবী ইস্মাইলের পরম ভক্ত ও চরম অনুরক্ত, অনুগামী এবং অনুসারী। ইহাঁরা প্রত্যেকেই

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মৌলবী ইস্‌মাইলকে সীমান্ত প্রদেশের বালাকোটে শিখেদের দ্বারা নিহত শহীদ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু, ইহা সত্য নয়। আসল কথা এই যে, সহীহুল্ আকীদা সুন্নী ও অতিশয় আত্মাভিমানী পাঠানদের মধ্যে বদ্‌আকীদা ও বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাস প্রচারের জন্যই তাহারা পীর (সৈয়দ আহ্‌মদ্ বেরেলবী) ও মুরীদ (ইস্‌মাইল দেহ্‌লবী) উভয়কেই হত্যা করিয়া ফেলে এবং উহাদের লাশ্‌কে পর্যন্তও গায়েব করিয়া দেয়। তাই তাঁহাদের কবরের চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মৌলবী ইস্‌মাইল সীমান্তের পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের বহু ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেন। তিনি শিখেদের সহিত জেহাদ করিয়াছিলেন যদি বলা হয়, তাহা হইলে, পাঞ্জাব প্রদেশের কোনও ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত না হইয়া, সীমান্ত প্রদেশে পাঠান দেশে সংঘটিত হইল কেন? যাহাই হউক, মৌলবী ইস্‌মাইল সাহেবের 'তক্‌বিয়াতুল্ ইমান' সারা ভারতবর্ষব্যাপী আহ্‌লে ইসলামের মধ্যে যে ফিৎনা ফাসাদ, বিরোধ ও বিসম্বাদের আগুন জ্বালাইয়াছে তাহা আজ পর্যন্তও নিভিয়া যাওয়া তো দূরের কথা, বরং আরও ব্যাপকরূপে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জানিনা এই আগুন নিভিবে, না সারা জাতিটাকেই সমূলে দগ্ধ করিয়া দম লইবে?

দুঃখের বিষয়, সাধারণ মুসলমান ওহাবী তথা দেওবন্দী ফিৎনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ও উদাসীন! অবহিত করিলেও তাহারা ইহাকে গুরুত্ব দিতে চাহেনা। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মযহব্ বস্তুটাকে উহারা সর্বাপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বলিয়া ধারণা করে। জানিনা, কওমের এই আত্মভোলা ব্যক্তিগণের জ্ঞান চক্ষু কবে খুলিবে এবং মযহবে ইসলামকে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সম্পদ ধারণা করিয়া মযহব্‌দ্রোহীদের চক্র ও ষড়যন্ত্র সর্বতোরূপ ব্যর্থ ও বিধ্বংস করিয়া দিতে কবে ইহারা সক্ষম হইবে? সে দিন কত দূরে?

গায়ের মোকাল্লেদ্ ওহাবীগণ তক্‌লীদকেই ইনকার করতঃ চিরতরে বিসর্জন দিয়া সুন্নী হানাফীগণ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন। উহাদের আকীদা অত্যন্ত মন্দ ও নিন্দার্হ হইলেও সুন্নী-হানাফী সহীহুল আকীদা মুসলমানগণ হইতে ইহারা বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যই অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক ও ক্ষতিকারক। কিন্তু দেওবন্দীদের বাহ্যিক আমল্ হানাফী মস্‌লক্ মযহবের অনুযায়ী হওয়ার

www.YaNabi.in

জন্যই তাহারা অবাধে সুন্নীদের সহিত ওতঃপ্রোতরূপে মিশিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় মুসলমানদের ইমান ও আকায়েদকে সহজেই বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে বেইমান বানাইতে ইহারা খুব সহজেই সক্ষম। এইভাবে কত যে সুন্নী ও সহীহুল্ আকীদা মুসলমান নিজেদের ইমান ও আকায়েদ্‌কে অজ্ঞাতে বিসর্জন দিয়া ওহাবী দেওবন্দী হইয়া যাইতেছে তাহার হিসাব কে রাখে? খোদার বড় ফযল ও মেহেরবানী যে, দেওবন্দীরা মীলাদ, কেয়াম, ফাতিহা, নেয়াজ, নজর, উরস্, ওলীআল্লাহ্‌র কবরে ফুল, বাতী ও চাদর দেওয়াকে হারাম ও নাজায়েজ্ বলে। তাই মুসলমানগণ তাহাদের ফাঁদে হঠাৎ পড়িতে চায় না। যে দিন হইতে তাহারা উপরোক্ত জিনিষগুলিকে হারাম বলিতে বিরত থাকিয়া নিজেরাই (উহাদের উপর) আমল্ করিতে থাকিবে, সেইদিন হইতে সাধারণ মুসলমানগণ তাহাদের আসল কুফ্‌রী আকীদা হইতে বেখবর হইয়া তাহাদিগকে (ওয়াহাবীগণকে) নিজেদের পেশওয়া ও মুরশিদ করিয়া লইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করার অবকাশ পাইবে না। এই প্রার্থনা জানাই, খোদা যেন এই অশুভ দিন কোনও দিনই বা দেখান, আমীন্।

আজ ওহাবী দেওবন্দীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইলেও, মূল আকীদা ও ইতেকাদের দিক দিয়া যে উহারা সকলেই এক ও সমান, সে সম্বন্ধে সন্দেহের লেশমাত্র কাহারও থাকা উচিৎ নয়, অতএব, জমীয়তে ওলামায়ে হিন্দ, তবলীগী জামাআৎ, জামাআতে ইসলামী আদি সকল দলই আকীদার দিক দিয়া অভিন্ন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা আবুতাহির মোহাম্মদ ওলী উল্লাহ কাদেরী সাহেবের লিখিত কিতাবটি যদি অধিকাংশ সময় পাঠ্যাধীন করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের বিপথে পরিচালিত হওয়ার আশঙ্কা কম। তাই, আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা এই যে, ন্যূনপক্ষে প্রত্যেক মুসলমান পরিবারে অন্ততঃ একটি করিয়াও পুস্তক ক্রয় করিয়া যেন পাঠ করার ব্যবস্থা করা হয়। মওলানা সাহেবের কিতাবর প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানগণ যাহাতে ওহাবী দেওবন্দীর ইমানী স্বরূপ, উক্ত কিতাব পাঠের সাহায্যে চিনিয়া লইতে পারে এবং নিজেদের ইমান ও ইতেকাদের অমূল্য সম্পদকে উক্ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ওহাবী দেওবন্দীদের কবল হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। অতএব মুসলমানগণ যদি তাঁহার কিতাবের সাহায্যে নিজেদের ইমান সালামৎ রাখার জন্য সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে মওলানা সাহেবের শ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পুস্তকখানির সাহিত্যিক মর্য্যাদা কতখানি সে বিষয়ে সম্যক সমালোচনা করার যোগ্যতা আমার নাই এবং এক্ষেত্রে বিশেষ কোনও আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে হয় না; কেন না ইহা সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকও নহে। যে ভাব ব্যক্ত করার জন্য ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া যদি সেইভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই তো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে? সুতরাং এই প্রসঙ্গে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মোটামুটিভাবে পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। তবে দুই একটি স্থানে কিঞ্চিৎ জটিলতা আছে।

পিয়ারডাঙ্গার পীর মৌলবী সৈয়দ আহমদুল্লাহ সাহেব ও ফুরফুরার পীর জনাব মৌলবী আব্দুল হাই সিদ্দীকী সাহেবদ্বয় সম্বন্ধে মওলানা সাহেবের অভিমত প্রসঙ্গে, সংক্ষেপে কিছু আরজ করিতে চাই। উপরোক্ত পিয়ারডাঙ্গা ও ফুরফুরার পীর সাহেবদ্বয়ের বিষয়ে মওলানা সাহেবের অভিমত এই যে, "তাঁহারা মুখে ওহাবী দেওবন্দীদের নিন্দা-মন্দ করিলেও যাঁহাদিগকে হারামায়েন শরীফায়েনের চারি মযহবের শ্রেষ্ঠ আলেম ও মুফাতীগণ, তাঁহাদের নিজেদের কৃত পুস্তকে স্পষ্টতঃ কুফ্‌রী এবারৎগুলি লেখার জন্যই তাঁহাদিগকে কাফের, মুরতাদ্, জিন্দীক ও বেদ্বীন বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছেন এবং যাহারা জ্ঞাত হওয়ার পরও উহাদের কুফর ও আজাবে সন্দেহ করিবে তাহাদিগকে তাঁহারা ঐরূপ কাফের, মুরতাদ্, জিন্দীক ও বেদ্বীন ফরমাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইহারা (পীর সাহেবদ্বয়) অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত 'রহ্‌মতুল্লাহ্ আলায়হে' বলেন। অতএব তাঁহাদের ঐরূপ আচরণ দ্বারাই অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারাও দেওবন্দী ওহাবী মতবাদের সমর্থক।"

মৌলবী সাহেবের উক্তরূপ অভিমতের সাপেক্ষে ইহাও প্রশ্ন হইতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পারে যে, উক্ত পীরসাহেবদ্বয় কি দেওবন্দী আকাবেরদের কুফ্‌রী এবারতের বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল? যদি পীর সাহেবদ্বয়ের পক্ষ হইতে উক্ত হয় যে, "না আমরা উহাদের কুফ্‌রী এবারৎ সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি।" তাহা হইলে তাঁহারা যে নিরপরাধ এই কথাই স্থিরীকৃত হইবে। আর যদি তাঁহাদের উত্তর হয় যে, "হাঁ আমরা তাহাদের কুফ্‌রী ইবারত সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত আছি তথাপিও তাঁহাদিগকে কাফের মুরতাদ্ বলিতে বিরত থাকিব তাহা হইলে তাঁহারা উভয়ে ওহাবী দেওবন্দী মতবাদেরই যে পূর্ণ সমর্থক, ইহাই সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইবে। এক্ষণে ওহাবী-দেওবন্দী আলেমগণঃ— মৌলবী রশীদ্ আহ্‌মদ্ সাহেব গাঙ্গোহী, মৌলবী কাসেম সাহেব নান্‌তোবী, মৌলবী আশারাফ্ আলী সাহেব থান্‌বী ও মৌলবী খলীল্ আহ্‌মদ্ সাহেব আম্বেঠবী এর লিখিত কিতাব সমূহের কুফ্‌রী এবারৎগুলি তাঁহাদের সম্মুখে পেশ করিয়া ফৎওয়া চাওয়া হউক। যদি তাঁহারা ফৎওয়া দেন যে, "ঐ এবারত সমূহের লেখকগণ নিঃসন্দেহে কাফের ও মুরতাদ", তাহা হইলে পীর সাহেবদ্বয়কে আমরা সুন্নী সহীহুল্ আকীদারূপে গণ্য করিতে বাধ্য হইব। আর যদি নিরুত্তর থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারা যে ওহাবী মতের সমর্থক, ইহাই ধারণা করিতে হইবে, এবং যদি বলেন যে, "এবারৎ সমূহের মধ্যে কোনও কুফ্‌রী ভাব নাই" তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঐ সকল এবারতের সঠিক ইমানী তওজীহ্' সর্বসমক্ষে পেশ করিতে বলা হইবে, অন্যথায় তাঁহাদেরকে ওহাবীয়াতের সমর্থনকারীরূপেই অগত্যা মানিতে হইবে। আর যদি তাঁহারা বলেন যে, "আমরা এবারৎকে বুঝিতেই পারিতেছি না যে, তাহাতে কুফ্‌রী কিছু আছে কিনা?" তাহা হইলে তাহাদের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনার ভ্রান্তি ও দৈন্যের চারি মযহাবের মহান আলেম ও মুফ্‌তীগণের দ্বীন ও দেয়ানৎকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তকেই মানিয়া লইতে আর যেন কাল বিলম্ব না করেন। এক্ষণে পিয়ারডাঙ্গার ও ফুরফুরার পীর সাহেবদ্বয় কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা তাঁহারাই জানেন। খোদা না করুন পিয়ারডাঙ্গার ও ফুরফুরার হুযুরগণ ওহাবীয়ৎকে সমর্থন করিয়া নিজেদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গুমরাহী ও বেইমানীর সহিত হাজার হাজার এবং লক্ষ লক্ষ মুরীদও মোতাকিদের গুমরাহী ও বেদ্বীনীর পশরা সমূহ নিজেদের মাথায় লইয়া হাশরের ময়দানে উত্থিত হন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খাইরি খল্‌কিহি সৈয়েদিনা ওয়া মওলানা মুহাম্মদিও ওয়া আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজ্‌মঈন বিরহ্‌মতিকা ইয়া আর্‌ হামার রাহিমীন্‌।

আহ্‌কারুন্নাস্‌
আহলে সুন্নতের পক্ষে সৈয়দ মুহম্মদ মুহসিন আলী
আলহুসইনী আফাআন্‌হু
মার্কাজ ঃ পাঁশকুড়া
মেদিনীপুর।

পুস্তকখানি সম্পর্কে কিছু সংখ্যক পীরানে ত্বরীকত্‌, ওলামায়ে হাক্কানি ও সুফিয়ে কেরামদের মন্তব্য ঃ

নিখিল ভারতের সভাপতি হামিয়ে সুন্নাত্‌, কাতীয়ে শিরক্‌ ও বিদয়াত্‌ আল্লামা হযরত মওলানা শাহ্‌সুফি মোজাহেদে মিল্লাত্‌ (রাঃ আঃ) "কে ইমানদার?" পুস্তকখানি সম্পর্কে খুবই উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেন, "মামা জানের এই পুস্তকখানি বাংলা ভাষী সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট একখানা শানিত অস্ত্র স্বরূপ। এই ধরণের পুস্তক বাংলা ভাষী মুসলমানদের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল। দেওবন্দী মাওলানাগণের কাছে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ অবতীর্ণ হইয়া এই পুস্তকখানি পথভ্রষ্টকারী মুসলমানদের ইমান তাজা করিবার পথ সুগম করিয়াছে।"

মেদিনীপুরস্থিত খান্‌কাহ্‌ শরীফের পীর সাহেব হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি সৈয়দ গোলাম মুস্তাফা কাদ্‌রী মাদ্দাজিল্লাহুল্‌ আলী "কে ইমানদার?"

www.YaNabi.in

পুস্তকখানিকে নির্দিষ্ট করিয়া এই পুস্তকের প্রকাশকের উপস্থিতিতে তাঁহার মুরিদানগণকে নির্দ্দেশ দিয়া বলেন "বাবা, তোমরা প্রত্যেকেই এই পুস্তকখানি লইয়া রাখো, যাহাতে দেওবন্দী মওলানারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করিতে না পারে এবং তোমরা তোমাদের ইমান তাজা রাখিতে পারিবে।"

বীরভূম জেলার কুষ্টিগিরি খানকাহ্‌ শরীফের গদ্দিনশীন হযরত মওলানা শাহ্‌সুফি সৈয়দ বজলে রহমান কীরমানি "কেইমানদার?" পুস্তকখানি সম্পর্কে বলেন, "বাংলার বুকে বাংলা ভাষায় এই ধরণের পুস্তকের খুবই অভাব। পটাশপুরের পীর সাহেব হযরত মওলানা শাহ্‌ সুফি আবুতাহের মহম্মদ ওলি উল্লাহ্‌ কাদেরী (রাঃ অঃ) বাংলা ভাষায় সেই অভাব পূর্ণ করিয়া সুন্নি মুসলমানদের খুবই উপকার করিয়াছেন। তাঁহার এই উপকার সুন্নি মুসলমানগণ না মনে রাখিয়া পারিবে না।"

বর্ধমান জেলার পীরে ত্বরীকত্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ সুফি আজমাতুল্লা সাহেবও এই পুস্তকের খুবই প্রশংসা করেন এবং তাঁহার মুরিদ মহলে এই পুস্তকখানির বহুল পরিমাণে প্রচার করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার কৃষ্ণপুর নিবাসী মাওলানা ও কাজী জনাব উসমান গনী সাহেব, অন্যান্য আহ্‌লে সুন্নাতুল জামায়েতের আলেম সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশের (ঢাকা) সুন্নি জামায়েতের ওলমায়ে কেরামগণ এই পুস্তক এবং ইহার লেখকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বহু প্রশংসাপত্র পাঠান। সেই প্রশংসাপত্রগুলি পৃথক পৃথক ভাবে সবিস্তারে লিখিলে পুস্তকের আয়তন আরও বাড়িয়া যাইত। ফলে সেগুলি দেওয়া সম্ভব হইল না। তাঁহাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এইরূপ, "হুযুর আপনার এবং আপনার পুস্তকের প্রশংসাপত্র লেখা আমাদের আয়ত্তের বাহিরে। বাংলাদেশে ইসলামের পতাকা প্রায় অস্তমিত হইতে যাচ্ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেওবন্দী মওলানাদের প্রভাব ক্রমঃ বাড়িয়া যাওয়ায় আমরা চিন্তা করিতেছিলাম "ত্বাকউয়িয়াতুল ইমান্‌", "ফাতুয়া রাশিদিয়া", "হিফজুল ইমান" ও "সেরাতুল মুস্তাকিম", ইত্যাদি দেওবন্দীদের যত পুস্তক রহিয়াছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সেই সকল পুস্তকগুলির সারাংশ স্বরূপ যদি বাংলায় সরল ও সহজ করিয়া একখানি পুস্তক সাধারণ মুসলমানদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষ সেই সকল ধোকাবাজ, ইমান ধ্বংসকারী ও ভণ্ড জামায়াতের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া নিজেদের ইমানকে রক্ষা করিতে পারিবে। আমাদের সেই চিন্তাটুকু আপনি বস্তবে রূপায়ণ করিয়া কাওমের যে কী উপকার করিয়াছেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আপনার "কে ইমানদার?" পুস্তকটি ধূমকেতুর ন্যায় কাওমের খিদ্‌মতে হাজির হয় এবং গুমরাহ জামায়েতের মুখোস খুলিয়া দিয়া সুন্নি মুসলমানদের ইমান বাঁচাইতে সাহায্য করে।"

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in